লাইটার

সমরেশ মজুমদার

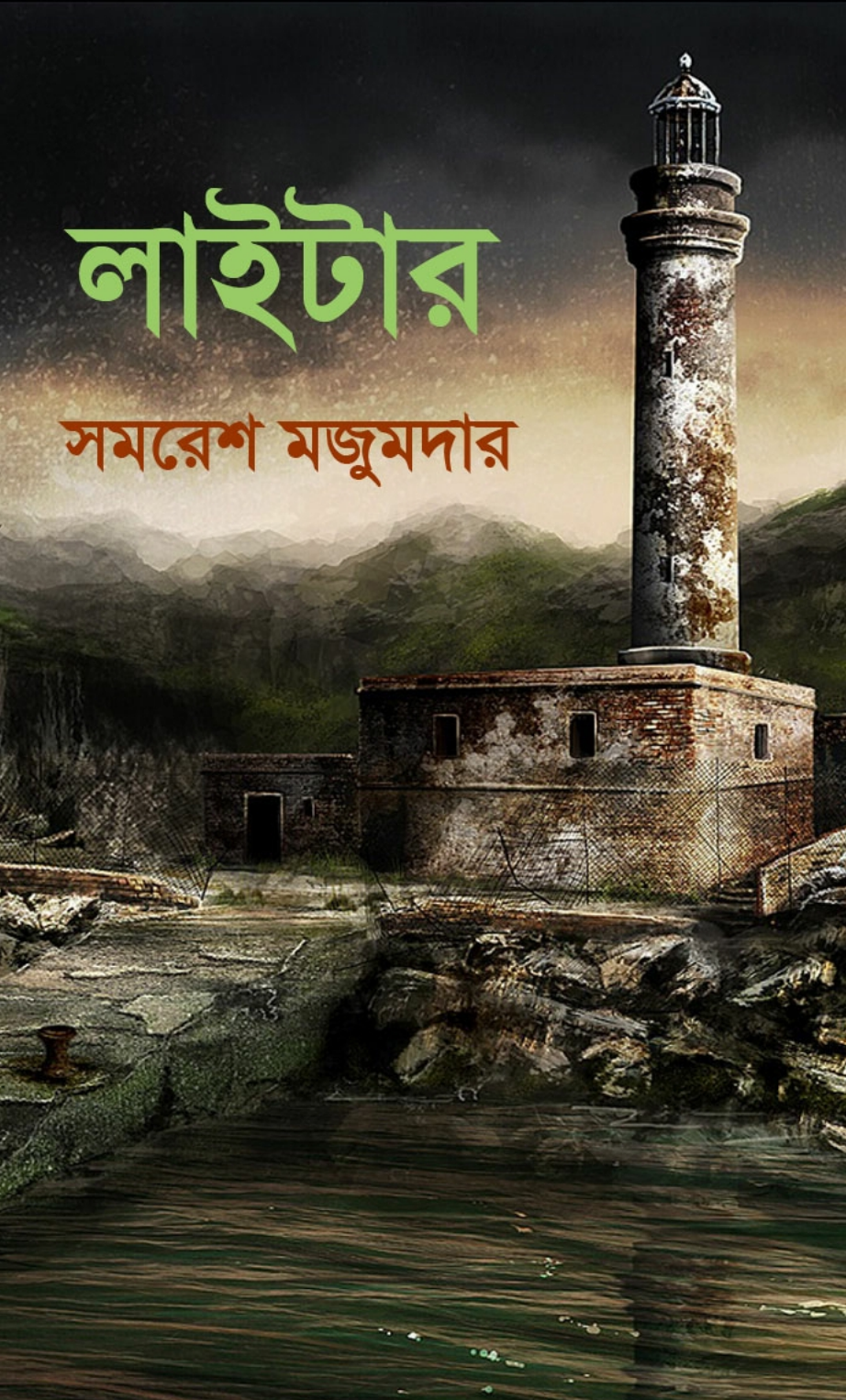

www.banglabookpdf.blogspot.com

লাইটার

www.banglabookpdf.blogspot.com

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

লাইটার

'রূপমায়া'তে চমৎকার একটা ছবি দেখাচ্ছে। ক্রাইম অ্যাট মিডনাইট।

দুপুরবেলায় আজ অর্জুনের কিছু করার ছিল না। গতকাল সে শেষ ইন্টারভিউ দিয়েছে। প্রতিবার মনে হয়েছে চাকরিটা হয়ে যাবে কিন্তু কখনওই হয়নি। বি.এ. পাশ করে সে এখন সত্যিকারের বেকার। অমল সোম জলপাইগুড়ি শহরে না থাকায় নতুন কোনও কেসও আসছে না। তা ছাড়া অমলদা বেশি কেস নেওয়া পছন্দ করেন না। দিন কুড়ি আগে কালিম্পং থেকে বিষ্টুসাহেব লিখেছিলেন তাঁর শরীর খুব অসুস্থ। রাত্রে ঘুম হয় না, হাঁটলে মাথা ঘোরে। ডাক্তাররা পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলেছেন। চিঠির শেষে বিষ্টুসাহেব লিখেছিলেন, 'ঈশ্বরের তৈরি এই পৃথিবীতে আমি শুধু শুয়ে থাকব অর্জুন? বাইরে কত কী ঘটছে, কিছুই দেখতে পাব না? আমার যা কিছু সম্পত্তি আছে, তা মাদার টেরেসাকে উইল করে দিয়ে যাব স্থির করেছি। ঈশ্বরের কাজে লাগুক।' এই চিঠি পেয়ে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ইচ্ছে করেছিল বিষ্টুসাহেবকে কালিম্পংয়ে গিয়ে দেখে আসে। কিন্তু কালিম্পংয়ে যাওয়া-আসায় তো অন্তত তিরিশটা টাকা খরচ। মায়ের কাছে আজকাল টাকা চাইতে লজ্জা করে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

'রূপমায়া'র সামনে এসে দাঁড়িয়ে সে হাউসফুল বোর্ডটাকে ঝুলতে দেখল। কিন্তু তখনই কাটা-গদাইয়ের চোখে পড়ে গেল সে। অর্জুনকে দেখে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিল সে। জোর করে তাকে সিনেমা দেখাবেই কাটা-গদাই। এই শহরে তার একটা বিশেষ খাতির আছে। শহরের যাঁরা মাথা, তাঁরা স্বীকার করুন বা না করুন, সাধারণ মানুষ তাকে খুব সমীহ করে। কাটা-গদাই এই সিনেমা হলের চত্বরেই থাকে। বোধহয় টিকিট ব্ল্যাকের ব্যাপারেও তার হাত আছে। কিন্তু সে বলল, "তুমি সিনেমা দেখতে এসে ফিরে যাবে এটা জলপাইগুড়ির লজ্জা।"

পয়সা দিয়ে টিকিট নিল অর্জুন। কাটা-গদাই রাজি হচ্ছিল না। সিনেমা হলে বসে অর্জুনের মনে হল, এই একটি কারণেই তার চাকরি হচ্ছে না। সবাই

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

ভাবে ছেলেটা গোয়েন্দাগিরি করে, একে কাজ দিলে কোথা থেকে কী হয়ে যায় ! ছবিটা সত্যি ভাল। মুগ্ধ হয়ে দেখল অর্জুন। অপরাধীকে বুঝতে পারা যাচ্ছিল না শেষ দৃশ্য পর্যন্ত। ছবি দেখে বেরিয়ে আসছে ভিড়ের সঙ্গে, হঠাৎ কানের পাশে ফিসফিসানি শুনল, "তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে।"

মুখ ফিরিয়ে সে কাটা-গদাইকে দেখল। কাটা-গদাই বলল, "এখন নয়, পরে বলব।"

এই শহরে দু'জন গদাই খুব পরিচিত। পোড়া-গদাই আর কাটা-গদাই। সে ছেলেবেলা থেকে ওই নাম দুটো শুনে আসছে। কেন তাদের ওই নামে ডাকা হয়, তা কখনও জানতে চায়নি। কাটা-গদাই তার কাজে চলে গেলে অর্জুন অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিল। ঠিক কী বলতে চায় কাটা-গদাই। ওর সঙ্গে কী কথা থাকতে পারে ? একটু আগে দেখা ছবির ডিটেকটিভকে একটা লোক ওইভাবে এসে বলেছিল, কথা আছে। অর্জুন হেসে ফেলল। নিশ্চয়ই কাটা-গদাই ছবিটা দেখেছে।

"এই অর্জুন। একবার এসো।"

ডাকটা শুনে সে বাঁ দিকে তাকাল। চৌধুরী মেডিক্যাল স্টোর্সের রামদা তাকে ডাকছেন। অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ মানুষ। চেহারা দেখলে কিছুদিন আগে সিনেমার নায়ক বলে মনে হত। কাউন্টারের সামনে দাঁড়ানোমাত্র রামদা বললেন, "একটু আগে এক ভদ্রলোক অমল সোমের খোঁজ করছিলেন। আমি বললাম, উনি শহরে নেই। তবু হদিসটা জেনে নিয়ে চলে গেলেন। খুব জরুরি ব্যাপার বলে মনে হল।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি ভদ্রলোককে চেনেন ?"

"না, না। উনি এই শহরের মানুষ নন। সঙ্গে গাড়ি ছিল।"

অর্জুন আর দাঁড়াল না। একটা রিকশা নিয়ে সে হাকিমপাড়ায় যেতে বলল। এখন ভরা বিকেল। রোদ নেই। জলপাইগুড়ি শহরে বৃষ্টিটা সবে শেষ হয়েছে। শীত আসতে কয়েক সপ্তাহ দেরি। এই সময় হাঁটতে ভাল লাগে। কিন্তু শহরে অমল সোম নেই জেনেও ভদ্রলোক বাড়িতে গেলেন কেন ? অবশ্যই কিছু লিখে যেতে চাইছেন। অথবা এমনও হতে পারে, অমলদার কোনও বন্ধুবান্ধব। অবশ্য এতকাল সেরকম কেউ আসেননি।

দূর থেকেই গাড়িটাকে দেখতে পেল সে। ওর গায়ে যে পরিমাণ ধুলো তাতে বোঝা যাচ্ছে সফরটা কম হয়নি। গেট খুলতেই হাবুকে দেখতে পেল। বাগান পরিষ্কার করছে সে। মুখ ফিরিয়ে অর্জুনকে দেখে মুখে হাসি ফুটল তার। ইঙ্গিতে বাইরের ঘরটা দেখিয়ে দিল। অর্জুন কাঠের সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠতেই চুরুটের গন্ধ পেল। গন্ধটা মোটেই ভাল নয়। আর তারপরেই ভদ্রলোকের মুখোমুখি হল।

বেতের চেয়ারে বসে চুপচাপ চুরুট খাচ্ছেন পঞ্চাশ পার হওয়া মানুষটি।

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

বেশ মোটাসোটা, মাথায় টাক, চোখের তলায় কমলালেবুর কোয়া, পরনে ছাইরঙা স্যুট। অর্জুন ঘরে ঢুকে বলল, "নমস্কার। আপনি অমল সোমকে চাইছেন ?"

ভদ্রলোক কোনও উত্তর দিলেন না। তাঁর চোখের দৃষ্টি যেন অর্জুনকে পড়ে নিচ্ছিল।

"অমলদা বাইরে গেছেন।"

"খবরটা আমি শহরেই শুনেছি। এখানে এসে ওই নোটিসটা পড়েছি। আমাকে অশিক্ষিত ভাবার কি খুব কারণ আছে ?" মুখের অভিব্যক্তি না পালটে চুরুট খেতে খেতে কথাগুলো বললেন ভদ্রলোক। এবং অর্জুন বুঝতে পারল ইনি সাধারণ নন।

সে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। তারপর শান্ত গলায় প্রশ্ন করল, "বলুন, আপনাকে কী সাহায্য করতে পারি। আমি অর্জুন। অমল সোমের সহকারী।"

"প্রথমে আমি দুটো প্রশ্ন করব। কোনও গোয়েন্দা তার খবরাখবর দেবার জন্য একটা বোবা লোককে বাড়িতে রাখে কেন ?" ভদ্রলোককে খুব উত্তেজিত দেখাল।

অর্জুন হেসে ফেলল, "আমি কিন্তু আপনার নাম জানি না।"

"কোনও দরকার নেই। আমি শুধু একজন কথা বলতে পারে এমন লোকের জন্যে বসেছিলাম। বোবা চাকর রেখে আর যাই হোক গোয়েন্দাগিরি চলে না।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

"প্রথমেই বলে রাখি গোয়েন্দাগিরি আমরা করি না। আমরা সত্যসন্ধানী। হাবু কথা না বলতে পারলেও অমলদা ওকে অতিপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন ?"

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ অর্জুনের দিকে তাকালেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "মিস্টার সোম কবে ফিরছেন ?"

"জানি না। ওঁর ইচ্ছে হয়েছে সারা দেশটা ঘুরে আসবেন।"

"মোস্ট আনপ্রফেশনাল ! এই জন্যই দেশটার কিছু হল না। তাহলে আমি চলি !"

"আমি বুঝতে পারছি না এত দূর থেকে এসে আপনি চলে যাবেন কেন ?"

"কারণ, যাঁর কাছে এসেছিলাম তিনি নেই বলে।" উঠতে চাইলেন ভদ্রলোক।

"কিন্তু রায়গঞ্জ অথবা মালদা থেকে আসতে অনেক সময় লেগেছে আপনার।"

"কী করে বোঝা গেল আমি কোত্থেকে আসছি ?" ভদ্রলোক উঠলেন না।

"আপনি ডুয়ার্স থেকে আসছেন না। কারণ ডুয়ার্সের রাস্তাগুলো সুন্দর

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

পিচের, তাতে ধুলো ওড়ে না। দার্জিলিং বা কালিম্পং থেকে নামছেন না। পাহাড়ে ধুলো নেই। কিন্তু আপনার গাড়ির যা অবস্থা তাতে ওই দিক থেকে আসছেন বলে মনে হয়।"

"অনুমান মিলল না। অমল সোমও এইরকম অনুমান করেন নাকি। তাহলে আসাটা বৃথাই হল।" ভদ্রলোক আর বসলেন না। দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলেন, "এই শহরে কোনও ভাল হোটেল আছে ? আমি টায়ার্ড।"

"ভাল হোটেল নেই। তিস্তা বাংলোতে ট্রাই করতে পারেন।"

অর্জুন ওঁকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিল। কোনও কথা না বলে গাড়ি ঘুরিয়ে তিনি চলে গেলেন। ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছিল। উত্তেজনা নিশ্চয়ই আছে, বোধহয় প্রেশারও ওপরের দিকে। কিন্তু পরিচয়টা দেবার প্রয়োজন মনে করলেন না ভদ্রলোক। হঠাৎ নিজের ওপর তার রাগ হল। আগ বাড়িয়ে বলার কী দরকার ছিল কোত্থেকে আসছেন ভদ্রলোক। অমলদা যেমন ঠিকঠাক বলে দেন তেমন যদি সে বলতে পারত ! তা ছাড়া সে নিজে কেস করতে চাইছে অথচ মুখ ফুটে ভদ্রলোককে সে-কথা বলতেও পারল না।

ঝুপঝাপ অন্ধকার নেমে গেল। দূরে শঙ্খ বাজছে। এ-বাড়িতে অবশ্য সে-বালাই নেই। অর্জুন বারান্দায় উঠে এসে দেখল হাবু আলো জ্বেলে দিল। তাকে দেখতে পেয়ে হাবু ওপাশের টেবিল থেকে দুটো খাম এনে সামনে ধরল। ওপরে অমল সোমের নাম লেখা, কোনায় ফ্রম বিষ্টুসাহেব। দ্বিতীয়টার ওপরে তার নাম লেখা। এই বাড়ির ঠিকানায় তার কোনও চিঠি আসে না। খানিকটা অবাক হয়ে সে খামটা খুলতেই অমলদার নামটা দেখতে পেল।

www.banglabookpdf.blogspot.com

'স্নেহের অর্জুন, তোমার বাড়ির ঠিকানায় চিঠি না দিয়ে নিজেরটা ব্যবহার করলাম। কারণ, যখনই কাউকে চিঠি লিখি, তখন তার ঠিকানা লিখতে হয়, নিজের ঠিকানায় চিঠি পাঠানোর সুযোগ আজ অবধি পাইনি। অবাক হোয়ো না।

গতকাল বোম্বাইতে এসেছি। একা-একা এই ঘুরে বেড়াতে খুব ভাল লাগছে। চেনা মানুষ যে একেবারেই সামনে আসেনি তা নয়, কিন্তু যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলছি। কবে ফিরব জানি না। হাবুকে টাকা-পয়সা দিয়ে এসেছি। মাঝে-মাঝে নিশ্চয়ই খোঁজ নিচ্ছ। নতুন কোনও কেস পেলে পারো তো কোরো। শুধু দুটো জিনিস মনে রাখবে। কখনও বেশি উৎসাহ দেখাবে না। আর সত্যের সন্ধানে যদি হনলুলুতেও যেতে হয় যাবে।

বিষ্টুসাহেবের জন্য মনটা কিছুদিন থেকেই খারাপ। ভদ্রলোক শেষ পর্যন্ত অথর্ব হয়ে গেলেন। উনি কি কোনও চিঠিপত্র দিয়েছেন তোমাকে ? আমার নামে দিলেও তুমি পড়তে পারো। বিষ্টুবাবু আমাকে একটা আমেরিকান লাইটার উপহার দেবেন বলেছিলেন। জোন্স অ্যান্ড জোন্স কোম্পানির। এ-দেশে

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

পাওয়া যায় না। ওঁর এক বোন থাকেন নিউইয়র্কে। তাঁকে লিখেছিলেন পাঠাতে। মানুষটি সত্যি ভাল। ওঁকে হারালে পরমাত্মীয়কে হারাব। শুভেচ্ছা জেনো। অমলদা।'

চিঠির তারিখ পাঁচ দিন আগের। অমলদা কোথায় যাবেন এরপরে, তার কোনও ইঙ্গিত দেননি। মানুষটি হঠাৎ কেন এমন ভবঘুরে হয়ে গেলেন, ভেবে পায় না অর্জুন।

এবার বিষ্টুসাহেবের চিঠিটার দিকে তাকালো। অমলদা যখন অনুমতি দিয়েছেন তখন স্বচ্ছন্দে খোলা যেতে পারে।

"মাননীয়েষু, আশা করি ঈশ্বর আপনাকে সুস্থ রেখেছেন। আমি ভাল নেই। হাঁটতে বড় কষ্ট হয়। কালিম্পংয়ে একা খুব খারাপ লাগছে। তা ছাড়া আপনাদের সঙ্গ দীর্ঘকাল পাইনি। মনে পড়ে, সেই খুনখারাপি থেকে শুরু করে চণ্ডীগড় পর্যন্ত আমরা কত না রোমাঞ্চিত হয়েছি। ভাল বাংলা লিখতে পারি না বলে মার্জনা করবেন। একটি জরুরি ব্যাপার ঘটেছে। আমার যে বোন নিউইয়র্কে থাকে, সে বায়না ধরেছে যে, আমি যেন তার কাছে চলে যাই। সেখানে সে আমার চিকিৎসা করাবে। আমি জানি এই রোগ বার্ধক্যের। কোথাও গেলে সারবে না! কিন্তু বাঁচতে বড় লোভ হয়। এখানকার বাড়িঘর বিক্রি করে দিচ্ছি। মনে হচ্ছে সেখানেই চলে যাই। একা যেতে সাহস হচ্ছে না। আপনি যাবেন? জানি খুব ব্যস্ত মানুষ, কিন্তু এই বৃদ্ধ বন্ধুকে সাহায্য করা কি অসম্ভব? আমাদের পাশপোর্ট-ভিসা-টিকিটের ব্যবস্থা হয়ে যাবে আপনার সম্মতি পেলেই। ইতি, গুণমুগ্ধ বিষ্টুসাহেব।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

মনটা কেমন হয়ে গেল অর্জুনের। ওইরকম হাসিখুশি মানুষটির এই পরিণতি তার একটুও ভাল লাগছিল না। কিন্তু এখন কী হবে? অমলদা কবে ফিরবেন জানা নেই। এই চিঠির খবরটাও তাঁর কাছে পৌঁছে দেবার উপায় নেই। সে ঠিক করল বিষ্টুসাহেবকে বিস্তারিত জানাবে।

রাত হচ্ছিল। হাবুকে ডেকে দরজা বন্ধ করতে বলবে বলে অর্জুন এগোতেই চোখে পড়ল, চেয়ারের নীচে কী একটা পড়েছে। নীল চকচকে জিনিসটা আলো পড়ায় আকর্ষক মনে হচ্ছে। ঝুঁকে সে হাতে নিতে শীতল স্পর্শ এবং গঠনে বুঝল ওটা একটা লাইটার। এই বাড়িতে লাইটার তো এভাবে পড়ে থাকার কথা নয়। মনে পড়ল, এই চেয়ারে বিকেলের আগন্তুক বসে চুরুট খাচ্ছিলেন। সম্ভবত কেন, নিশ্চয়ই, লাইটারটা তাঁর। মানুষটাকে দেখলে মনে হয় না তিনি এত অসতর্ক। সে টেবিলের ওপর লাইটারটা রাখতে গিয়ে পেছনে কয়েকটা অক্ষর দেখতে পেল। একটু কৌতূহলী হয়ে লাইটারটাকে চোখের সামনে ধরতেই স্পষ্ট পড়তে পারল, 'জোন্স অ্যান্ড জোন্স।'

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

॥ দুই ॥

সাইকেল-রিকশা জলপাইগুড়িতে সন্ধে সাতটার পর পাওয়া যায় না। তাছাড়া তিস্তা নদীর ধারে এই হাকিমপাড়াটা শহরের একধারে বলে এদিকে আসতেই চায় না। পথে বেরিয়ে অর্জুন খুব উত্তেজিত হয়ে হাঁটছিল। ব্যাপারটা স্রেফ কাকতালীয় হতে পারে। আজই অমলদার চিঠিতে সে জোন্স অ্যান্ড জোন্স কোম্পানির কথা জানতে পারল। আবার ওই আগন্তুক যে লাইটার ফেলে গেছেন তাও জোন্স অ্যান্ড জোন্স কোম্পানির। অথচ অমলদা লিখেছেন, এটা এদেশে পাওয়া যায় না! পি. ডব্লু. ডি. অফিসের সামনে দিয়ে বাঁক নিয়ে করলা ব্রিজ পেরিয়ে সে বাবুপাড়ায় চলে এল। রাস্তায় মিউনিসিপ্যালিটির আলো জ্বলছে কি জ্বলছে না বোঝা দায়।

ডান দিকের রাস্তায় ঢুকে তিন নম্বর বাড়ির দরজায় শব্দ করল সে। ভেতর থেকে শুদ্ধ বাংলায় প্রশ্ন ভেসে এল, "পরিচয় ?"

"আমি অর্জুন।"

দরজা খুললেন বৃদ্ধ। আশির কাছে বয়স। মাথায় শণের মতো চুল। খুব রোগা। শীত-গ্রীষ্ম একটা গলাবন্ধ গেঞ্জি পরে থাকেন। হাসলেন তিনি, "কী সংবাদ তৃতীয় পাণ্ডব ? তিনি কি ফিরেছেন ?"

অর্জুন ভেতরে ঢুকল, "না। চিঠি দিয়েছেন, কবে ফিরবেন জানাননি।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

এই বাড়িতে মোট পাঁচটি ঘর। যার সাড়ে চারটিতে বইপত্র ঠাসা। সিগারেট খেলে ক্যানসার হয়, এই তথ্য অর্ধেক বিশ্বাস করেন সুধাময় সান্যাল। অর্ধেক কেন, প্রশ্ন করলে বলেন, "বইপত্র কাগজ দেখে অর্ধেক মনে হয়। বেশি স্মোক করলে গলায় লাগে, বাঁ দিকটা চিনচিন করে। কিন্তু যতক্ষণ ডাক্তার না বলছে, ততক্ষণ এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে যাব। আমার ক্যানসার হলে জলপাইগুড়ির কোনও মানুষ আর সিগারেট খাবে না।"

সুধাময় সান্যালের কাছে পৃথিবীর সব দেশের সিগারেট, পাইপ, তামাক এবং লাইটার আছে। দেশলাইয়ের বাক্স যে কত রকমের হয় না দেখলে ভাবাই যাবে না। ইদানীং উনি হাতে-পাকানো নেপালি সিগারেট খেতে ভালবাসছেন।

বেতের চেয়ারে বসে সুধাময় সান্যাল জিজ্ঞেস করলেন, "চাকরি পেলে না ?"

মাথা নেড়ে হাসল অর্জুন, "পাব-পাব করছি। আপনার কাছে একটা দরকারে এসেছি।"

"দরকার ছাড়া কেউ আসে না। আমি নাকি ক্যাটকেটে কথা বলি। বলে ফেলো!"

"জোন্স অ্যান্ড জোন্স বলে কোনও লাইটার কোম্পানির নাম আপনি শুনেছেন ?"

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

সুধাময় সান্যাল অবাক হয়ে তাকালেন, "এ নাম তুমি জানলে কী করে হে ?"

"অমলদার চিঠিতে প্রথম জানি।"

"ও। অমলদাকে তো আমিই বলেছিলাম। অদ্ভুত লাইটার বটে। আমেরিকানদের লেটেস্ট আবিষ্কার। 'টোব্যাকো' বলে একটা জার্নালে পড়েছিলাম। এমনিতে লাইটারটা লক্ করা থাকে। লক্ খুলে বোতাম টিপলে আগুন দেখতে পাবে না। কাছাকাছি সিগারেট নিয়ে গেলে ওটা ধরে যাবে। রাত্রে লাইটার জ্বাললে আলো দেখে কেউ যাতে বিরক্ত না হয় তাই এই ব্যবস্থা। অদৃশ্য আগুন বলতে পারো। এক নম্বর বোতাম অফ করে দু' নম্বরটা টিপলে লাইটারটা হয়ে যায় অস্ত্র। দশ ফুট যেতে পারে এমন একটা রে বের হয়, যা একটা হাতিকেও পাঁচ মিনিট অবশ করে রাখতে পারে। এই রে চোখে দেখা যায় না। আমেরিকান গভর্নমেন্ট লাইটারটাকে বাজারে ছাড়তে চায়নি। এখন শুনছি পরিচয়পত্র দেখিয়ে কিনতে হচ্ছে। আমার সংগ্রহে ওই বস্তুটি নেই। তোমার দাদাকে বলেছিলাম, যদি সম্ভব হয় ব্যবস্থা করতে। তিনি অবশ্য বলেছেন যে, তাঁর এক বন্ধু কথা দিয়েছেন আমেরিকা থেকে আনিয়ে দেবেন। দেখা যাক। এদেশের মানুষ ওটা চোখেই দ্যাখেনি।" নেপালি সিগারেট ধরালেন তেকোনা দেশলাই কাঠি জ্বেলে। ধরিয়ে বললেন, "এটা সিঙ্গাপুর থেকে আনানো।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

কথাগুলো শুনতে শুনতে অর্জুন অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল। তার হঠাৎ মনে হল, সুধাময় সান্যালকে বললে তিনি লাইটারটি নিয়ে নেবেন। অবশ্য তার পকেটে যে লাইটার রয়েছে সেটি এইরকম কাজ করবে কি না তা সে জানে না। কিন্তু দুর্লভ জিনিস যাঁরা সংগ্রহ করেন তাঁর একটু পাগলাটে মানুষ হন। এমন গল্পও সে পড়েছে, একটা দুর্লভ বই সংগ্রহের জন্যে মানুষ খুন করতে বাধেনি সংগ্রাহকের। জোন্স অ্যান্ড জোন্সের লাইটারটা তার কাছে, জানলে সুধাময় সান্যাল কিছুতেই ছাড়বেন না। অথচ বিকেলের আগন্তুক নিশ্চয়ই ফিরে আসবেন খেয়াল হলেই। তখন কী জবাবদিহি দেবে সে ? উত্তেজনা চেপে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "জলপাইগুড়িতে ওই লাইটারের কথা আর কেউ জানে বলে মনে হয় ?"

চোখে চোখ রাখলেন সুধাময় সান্যাল, "কী ব্যাপার বল তো ?"

"কোনও ব্যাপার নয়। যা বর্ণনা শুনলাম তাতে কৌতূহল হচ্ছে।"

"অ," একটু সহজ হলেন সুধাময় সান্যাল, "তোমাকে স্নেহ করি। তাই বলা যেতে পারে। তুমি রায়দের নাম জানো ? ওই যাদের পরিবারের মানুষরা আমেরিকায় থাকত। শিল্পসমিতিপাড়ায় বাড়ি। ওই বাড়ির ছোট ছেলে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এর নাম আমি জানি কি না। তোমার মুখেও একই কথা শুনে প্রথমে অবাক হয়েছিলাম।"

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

"ভদ্রলোকের নাম কী ?"

"হরিপ্রসাদ রায়। সে আমাকে ওই লাইটার দেখাল। আমি লক্ খুলে বোতাম টিপলাম। কোনও ফ্লেম বের হল না কিন্তু সিগারেট ধরল। দ্বিতীয় বোতাম টিপতে রে বের হল না। বদলে অদৃশ্য আগুন দৃশ্যমান হল। ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। লাইটারটা জাল। দ্বিতীয় বোতাম টেপার পর যের বের হয় বলে ওটা আজ মূল্যবান। টোব্যাকোতে পড়েছি, হংকং থেকে জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এর নকল মাল বের হচ্ছে। কথাটা বলায় হরিপ্রসাদ খুব দুঃখিত হল। সে ওটা আমাকে দিতে চেয়েছিল, নিইনি। আসল ছেড়ে কে নকলে হাত দেয় !"

মিনিট-পাঁচেক এটা-সেটা বলে অর্জুন উঠে পড়ল। দ্রুত হেঁটে চলে এল করলা নদীর ধারে। এই জায়গাটা সন্ধের পরই অত্যন্ত নির্জন হয়ে যায়। পকেট থেকে লাইটারটা বের করে সে চোখের সামনে ধরল। ওপরটা সমান, কোনও গর্ত নেই। পাশে দুটো মসৃণ বোতাম আছে। ইংরেজিতে তাদের ওপর এক এবং দুই লেখা। ঠিক উলটো দিকে একটা চৌকো পাতের ওপর লক্ শব্দটা খোদাই করা। সন্তর্পণে সেটায় চাপ দিতে কুট্ করে শব্দ হল।

অর্জুন ইদানীং সিগারেট খাচ্ছে। দিনে চারটে। তার বেশি খাওয়ার ইচ্ছে হয় না, পয়সাও নেই। সে এখনও দাড়ি কামায়নি। গালে রবীন্দ্রনাথের তরুণ বয়সের মতো সুন্দর দাড়ি বেরিয়েছে। পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে সে এক নম্বর বোতামটা টিপল। তারপর ধীরে সিগারেটের ডগাটা লক্ টেপার ফলে বের হওয়া একটা পেরেকের মাপে সরু গর্তের কাছে নিয়ে এসে টানতেই ধোঁয়া বের হল। সঙ্গে-সঙ্গে এক নম্বর বোতামটা দ্বিতীয়বার টিপে ওটাকে নিষ্ক্রিয় করল সে। সিগারেটে তার মন ছিল না। হাত কাঁপছিল। বুকের মধ্যে যেন ড্রাম বাজছে। এই আপাত-নিরীহ কিন্তু অত্যন্ত শক্তিশালী অস্ত্রটি হয়তো ভারতবর্ষে কারও কাছে নেই।

দ্বিতীয় বোতামটি পরীক্ষা করার জন্যে চারপাশে তাকাল। কোনও মানুষের ওপর প্রয়োগ করা যাবে না। সে চুপচাপ হাঁটতে লাগল। থানার একটু আগে সে রাস্তার পাশে ঘাসে বসে জাবর কাটতে দেখল একটা ষাঁড়কে। সেই সময় দু'জন লোক গল্প করতে করতে এদিকে আসছিল। অর্জুন উলটো দিকে মুখ ফিরিয়ে ওদের যেতে দিল। তারপর ষাঁড়টার পাঁচ ফুটের মধ্যে চলে এল। একটু বিরক্ত হয়ে গা-ঝাড়া দিয়ে ষাঁড়টা উঠে দাঁড়াল। সুধাময় সান্যালের কথা যদি ঠিক হয়, তাহলে ও মারা যাবে না। খানিকক্ষণ শরীরটা অবশ হয়ে যাবে মাত্র। কিন্তু যদি মরে যায় ? অন্য কোনও প্রাণী, ইঁদুর, কাকের ওপর পরীক্ষা করলে হত না ! কিন্তু আজ রাত্রে তাদের কোথায় পাওয়া যাবে ! আর দ্বিধা না করে অর্জুন দ্বিতীয় বোতামটা টিপল সঠিক লক্ষ করে। ষাঁড়টা দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর স্বচ্ছন্দে হাঁটতে লাগল। বিব্রত অর্জুন দ্বিতীয়বার দ্বিতীয়

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

বোতাম টিপতেই ছোট্ট আগুনটা দৃশ্যমান হল। যে-কোনও সাধারণ লাইটার জ্বালালে যেরকম আগুন বের হয়। লক্ করে লাইটার হাতে নিয়ে ঠোঁট কামড়াল অর্জুন। তার শরীর আচমকা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। বিকেলের অতিথির ফেলে যাওয়া লাইটারটাও জাল ? তার কষ্ট হচ্ছিল।

॥ তিন ॥

শিল্পসমিতিপাড়ায় হেঁটে আসতে বেশ সময় লাগল। রায়দের বাড়ি এই শহরের সবাই চেনে। এখন রাস্তাঘাটে তেমন মানুষ নেই। দোকানপাটও এই শহরে সাততাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যায়। তা ছাড়া সিকদারবাড়ি ছাড়ালে দোকানও বেশি নেই। হরিপ্রসাদ রায়কে সে চেনে না। কিন্তু ভদ্রলোক থাকেন আমেরিকা। এই গল্প সে জানে। মেমসাহেব বিয়ে করেছেন বলে বাড়িতে খুব ঝামেলাও হয়েছে। ওঁর বাবা খুব কনজারভেটিভ। অর্জুন ঠিক করেছিল হরিপ্রসাদ রায়কে অনুরোধ করবে তাঁর লাইটারটি দেখাতে। দুটো জাল জিনিসে কতটা তফাৎ দেখতে ইচ্ছে করছিল।

হরিপ্রসাদ রায় বাড়িতে নেই। দরোয়ান বলল, 'সাহেব কখন ফিরবেন বলে যাননি।' অর্জুন হতাশ হল। সিনেমা দেখবে বলে সাইকেল না নিয়ে বেরিয়ে এখন পা টনটন করছে। তবু ওর মনে হল যার লাইটার তার কাছে ফিরিয়ে দেওয়াই ভাল। জাল জিনিস বয়ে বেড়ানোর কোনও মানে হয় না। কিন্তু সেই লোকটা এখন কোথায় ?

www.banglabookpdf.blogspot.com

জলপাইগুড়ি শহরে হোটেল বলতে একটাই। হোটেল না বলে একটা ভাল মেস বলাই সঙ্গত। আর আছে কয়েকটা বাংলো এবং জলপাইগুড়ি ক্লাব। শেষেরটার অবস্থা খুবই খারাপ। কিন্তু সেখানে থাকতে গেলেও কোনও মেম্বারের সুপারিশ দরকার হয়। তিস্তা বাংলোটার অবস্থা খুব ভাল। যদিও খাবার আগে থেকে না বললে পাওয়া যায় না। যে মানুষ বিকেলে এসেছিলেন তাঁর পক্ষে এই শহরে থাকতে গেলে ওখানেই থাকতে হবে।

তিস্তা বাংলোটা শহর ছাড়িয়ে রেসকোর্সের ওপারে। অর্জুন দ্রুত হাঁটছিল। লোকটা খুব সাধারণ নয়। কথাবার্তায় ঔদ্ধত্য আছে। ওইভাবে বলাই সম্ভবত অভ্যেস। কিন্তু উনি নকল লাইটার নিয়ে এই শহরে আসবেন কেন বুঝতে পারছেন না সে। পথে সেই হোটেলটা পড়েছিল। ম্যানেজারকে চেনে অর্জুন। তিনি বললেন, ওই বর্ণনার একটি লোক গাড়ি নিয়ে এখানে এসে খুব বাজে ব্যবহার করেছেন। তিনি নাকি বলেছেন, 'এটাকে হোটেল বলে ? আপনাদের ব্যবসা চালাতে কী করে লাইসেন্স দেয় কে জানে !'

ম্যানেজার এ-কথায় খুব আঘাত পেয়েছেন। না-হয় একটু নর্দমার গন্ধ ঢোকে, বেডকভার রোজ পালটানো হয় না, তাই বলে এমন কথা ! লোকটা

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

গাড়ি নিয়ে এখান থেকে তিস্তা বাংলোর দিকে গিয়েছে।

অর্জুন যখন সেখানে পৌঁছল তখন রাত ন'টা। এখন এলাকায় নিশুতি রাত। গেট পেরিয়ে বিরাট বাংলোটাকে দেখল সে। আলো জ্বলছে। ঝকঝকে ব্যবস্থা। কিন্তু বাংলোর সামনে কোনও গাড়ি দাঁড়িয়ে নেই। হতাশ হল সে। ভদ্রলোক হয়তো এখানে এসে কোনও ঘর খালি না পেয়ে শিলিগুড়িতে চলে গিয়েছেন। মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিটের পথ। অনেক ভাল হোটেল আছে সেখানে। ফিরে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই সে লোকটাকে দেখতে পেল। হাতে একটা জ্যান্ত মুরগি নিয়ে ঢুকছে। কাছাকাছি এসে সে লোকটাকে চিনতে পারল। এই বাংলোর বাবুর্চি। তাকে ওখানে দাঁড়াতে দেখে বাবুর্চিও একটু অবাক হয়েছিল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের বাংলোর সব ঘর ভর্তি হয়ে গিয়েছে ?"

লোকটা মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ সাব।" মুরগিটা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "এত রাত্রে মুরগি আনলে কেন ?"

লোকটা বলল, "সাবলোককো মর্জি অ্যাইসাই হোতা হ্যায়। ছে বাজে ইঁহা রুম লিয়া আউর এক ঘণ্টা পহেলে অর্ডার দিয়া মুরগি চাহিয়ে। আভি কাঁহা মিলেগা চিকেন ? এক দোস্তসে লিয়া হ্যায়, দাম জাদা দেনে পড়েগা।"

অজুন সচেতন হল, "আচ্ছা। যে সাহেব বিকেলে এসেছে তার গাড়ি ছিল না ?"

www.banglabookpdf.blogspot.com

"হাঁ, থা।"

"তোমাদের এখানে গ্যারেজ আছে ?"

"নেহি।"

"কত নম্বর রুমে সেই সাহেব আছেন ?"

"তিন।" লোকটা আর দাঁড়াল না। মুরগি নিয়ে কিচেনের দিকে ছুটল। রত্রের নির্জনতায় মুরগির প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে উঠছিল।

অর্জুন বাংলোটার দিকে তাকাল। বিকেলের আগন্তুকের যদি এখানে থাকেন তাহলে তাঁর গাড়ি কোথায় গেল ? সে ধীরে-ধীরে বারান্দায় উঠে এল। কোলাপসিবল্ গেটটা টেনে দেওয়া কিন্তু এখনও তালা পড়েনি। চৌকিদারটা ধারেকাছে নেই। সোজা দোতলায় উঠে এল সে। লাউঞ্জের সোফায় বসে দু'জন ভদ্রমহিলা গল্প করছেন। অর্জুন উঠতেই তাঁরা একবার তাকিয়ে আবার কথা বলতে আরম্ভ করলেন। আগামীকাল তাঁরা জলদাপাড়ায় যাচ্ছেন গণ্ডার দেখতে।

অর্জুন তিন নম্বর ঘরটার সামনে দাঁড়িয়ে দেখল, সেটা বন্ধ। লাউঞ্জ থেকে সরে আসায় কাউকে চোখে পড়ছে না। সে দরজায় নক্ করল। ভদ্রলোকের যখন রাতের খাওয়া হয়নি তখন নিশ্চয়ই এখনই ঘুমিয়ে পড়েননি। কিন্তু ভেতর থেকে কেউ সাড়া দিল না। অর্জুন আর-একটু জোরে শব্দ করল।

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

একটু অপেক্ষা সত্ত্বেও দরজাটা বন্ধই রইল। ভদ্রলোক যখন পরিশ্রান্ত তখন নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছেন। অর্জুন একটু অসহিষ্ণু হয়ে জোর চাপ দিতেই দরজাটা খুলে গেল।

একটু ইতস্তত করে অর্জুন ঘুরে ঢুকল। মোটামুটি সুন্দর সাজানো ঘর। শহরের হোটেলের চেয়ে ঢের আধুনিক। কিন্তু কেউ নেই এখানে। যদিও একটা স্যুটকেস আর ব্রিফকেস রয়েছে। কিছু কাগজপত্র এবং রুমাল রয়েছে টেবিলের ওপর। বিছানা দেখে মনে হয় কেউ শুয়ে ছিল। জুতো-জোড়া বিছানার নীচে খোলা। ভদ্রলোক গেলেন কোথায় ?

অর্জুন অস্বস্তিতে পড়ল। মালিকের অনুপস্থিতিতে ঘরে ঢোকা অবশ্যই অন্যায়। সে বাইরে বেরিয়ে এসে চারপাশে তাকাল। কেউ নেই কাছাকাছি। সমস্ত ঘরের দরজা বন্ধ। আচ্ছা, ভদ্রলোক কি গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছেন ? হয়তো অমলদার বাড়িতে গিয়েছেন লাইটারের খোঁজে। লোকটাকে দেখে অবশ্য মনে হওয়ার কোনও কারণ নেই যে, উনি জানেন না লাইটার জাল। কিন্তু কেউ কি ঘরের দরজা খোলা রেখে বাংলোর বাইরে যাবে ? তা ছাড়া জুতো পর্যন্ত রয়েছে ঘরে। চিন্তাটাকে বাতিল করল অর্জুন। তারপর আবার ঘরে ঢুকল। সে ঠিক করল, চেয়ারে অপেক্ষা করবে যতক্ষণ না ভদ্রলোক ফেরেন।

মিনিট দশেক পার হয়ে গেল। রাত হচ্ছে। বাড়িতে আরও দেরি করে ফিরলে মা চিন্তা করবেন। অর্জুন উঠল। এবং তখনই তার বাথরুমের কথাটা খেয়াল হল। ভদ্রলোক হয়তো পরিষ্কার হবার জন্য ওখানে গেছেন। আরও পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করল সে। এতক্ষণ তো কারও বাথরুমে থাকার কথা নয়। অর্জুন ধীরে-ধীরে উঠে বাথরুমের দরজায় হাত রাখল। একবার শব্দ করল। তারপর একটু জোরে ঠেলতে গিয়ে নজরে পড়ল এপাশ থেকে ছিটকিনি বন্ধ রাখা হয়েছে। বিস্মিত হয়ে সেটাকে খুলে দরজা ঠেলতে অবাক হয়ে গেল। ভদ্রলোক বাথরুমের মেঝেতে শুয়ে আছেন পাশ ফিরে। তাঁর পরনে পাজামা। ঠিক তাঁর ওপরে খোলা কল থেকে জল এসে পড়ছে শরীরের ওপরে। ফলে জলের শব্দ হচ্ছে না। কিন্তু বাথরুমটা ভেসে যাচ্ছে। অর্জুন ধীরে-ধীরে শরীরটার পাশে এসে দাঁড়াল। দুটো চোখ খোলা। হাতের শিরা দুটো কাটা। তা থেকে অনর্গল রক্ত বেরিয়ে জলের সঙ্গে মিশে গেছে। এখনও কালচে হয়ে আছে কিছু জায়গা। হাতের পাশে একটা ধারালো বিদেশি ব্লেড। দেখলেই বোঝা যায় উনি আত্মহত্যা করেছেন। অন্তত এক ঘণ্টা আগে তাঁর প্রাণ বেরিয়ে গেছে।

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

॥ চার ॥

সহদেব বক্‌সি বয়সে নবীন। স্মার্ট চেহারা। চালচলনে মনে হয় পুলিশ অফিসার না হয়ে যদি সিনেমার নায়ক হতেন, তবে আরও বেশি মানাত। পরের দিন বিকেলবেলায় থানায় তাঁর ঘরে বসে সহদেব কাঁধ নাচিয়ে বললেন, "ইটস্ এ সিম্পল কেস অব সুইসাইড। ভদ্রলোক বাথরুমে গিয়ে জলের কল খুলে নিজের হাতের শিরা কেটেছেন।"

অর্জুন চুপচাপ বসে ছিল সামনে। সহদেবকে তার ভাল লাগে। অমল সোমকে সহদেব ঠিক পছন্দ না করলেও অর্জুনের সঙ্গে ভাল ভাব আছে। সে জিজ্ঞেস করল, "এটা তাহলে হত্যা নয় ?"

"নট অ্যাট অল। কোনও মানুষের হাতের শিরা জোর করে কাটা যায় না। জোর করে ধরেবেঁধে তা করলেও ধস্তাধস্তির চিহ্ন থাকত। ওর শরীরে কোনও দাগ নেই।"

"তা হলে উনি অমলদার কাছে গিয়েছিলেন কেন ? নিশ্চয়ই কোনও বিপদ ঘটতে যাচ্ছিল !"

"এইটেই তো এরা ভুল করে। হয়তো নিজে কোনও অন্যায় করেছিল, ভেবেছিল অমলবাবু বাঁচিয়ে দেবেন, কিন্তু তিনি না থাকায় ভয়ে লজ্জায় আত্মহত্যা করা ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। ভদ্রলোক আমাদের কাছে এলে এই দুর্ঘটনা ঘটত না। কাঠমাণ্ডু থেকে এসে জলপাইগুড়িতে মরতে হত না।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

অর্জুন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কাঠমাণ্ডু ?"

"ও হ্যাঁ। তোমাদের বলা হয়নি ! ভদ্রলোক এ-দেশের নাগরিকই নন। ওঁর কাছে আমেরিকান পাশপোর্ট পাওয়া গিয়েছে। এইটে উটকো ঝামেলা। বিদেশি নাগরিক মারা গেলে অনেক নিয়মকানুন মানতে হয়। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায় আমাকে বিপাকে ফেলেছেন।" জলপাইগুড়ি থানার দারোগা সহদেব বকসিকে খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছিল।

"সত্যেন্দ্রনাথ রায় ! ভদ্রলোকের সম্পর্কে আর কিছু জানা গিয়েছে ?"

"এখনও জিনিসপত্র ভাল করে পরীক্ষা করিনি। পাশপোর্ট পেয়ে অথরিটিকে জানিয়ে এখন আদেশের অপেক্ষায় বসে আছি।" এই সময় আর একটা কেস এসে যেতে সহদেব তৎপর হলেন।

অর্জুন একটু দ্বিধা করে জিজ্ঞেস করল, "সহদেবদা, আমি ওঁর জিনিসপত্র দেখতে পারি ?"

"কোনও লাভ হবে না। তুমি ভাবছ মার্ডার কেস। মোটেই না। হাত না বেঁধে শিরা কাটা যায় না। দ্যাখো যদিও অফিসিয়ালি আমি তোমাকে দেখাচ্ছি না," সহদেব একজন সেপাইকে ডেকে হুকুম জানালে সে অর্জুনকে নিয়ে গেল মালখানায়।

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

স্যুটকেসটা দেখলেই বোঝা যায় বিদেশি। জামা-প্যান্টও তাই। ভদ্রলোকের অবস্থা নিশ্চয়ই খুব ভাল। পাশপোর্টটাকে পেল না সে। কোনও টাকা-পয়সাও নেই। অথচ বিদেশি মানুষ নিশ্চয়ই খালি হাতে এখানে আসবেন না। একটা ডায়েরি দেখল, ভদ্রলোক তাতে বিশদ লেখেননি। ঠিক দশ দিন আগে তিনি প্যান অ্যাম এয়ারকোম্পানির মাধ্যমে দিল্লিতে নেমেছিলেন। দিল্লি থেকে কাঠমাণ্ডুতে এসেছিলেন চার দিন আগে। অমল সোমের ঠিকানা লেখা পাশে ব্র্যাকেটে বিষ্ণুচরণ পত্রনবীশ লেখা। এইটে পড়ে সোজা হয়ে বসল অর্জুন। বিষ্টুসাহেবের কথা জানবেন কী করে সত্যেন্দ্রনাথ ? উনি কি এখানে আসার আগে কালিম্পং-এ গিয়েছিলেন ? অমলদার ঠিকানায় নিচে লেখা আছে, ভারতীয় গোয়েন্দাদের সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই, এই লোকটির সঙ্গে কথা বলা যেতে পারে। ডায়েরির শেষ পাতায় কয়েকটা নম্বর লেখা। কী মনে হতে অর্জুন একটা কাগজে নম্বরগুলো লিখে নিল। A2501/C/Q/B, A8972/C/Q/B, A11121/C/M.1 এগুলো কিসের নম্বর বুঝতে পারল না সে। ডায়েরিটা রেখে দিয়ে অন্য জিনিসপত্র তন্নতন্ন করে দেখে যখন হতাশ হচ্ছিল, তখন স্যুটের ভেতরের পকেটে একটা কার্ড পেল সে। কার্ডে সত্যেন্দ্রপ্রসাদের নাম-ঠিকানা লেখা। নিউইয়র্কের কুইন্সে থাকতেন ভদ্রলোক। কার্ডের পেছন দিকটায় চোখ বোলাতে গিয়ে সে শক্ত হল। পরিষ্কার ইংরেজিতে লিখে রেখেছেন ভদ্রলোক, 'ভারতবর্ষে যাচ্ছি। যে কোনওদিন আমি খুন হতে পারি। জোন্স অ্যান্ড জোন্স যে দায়িত্ব দিয়েছে তা পালন করবই। যদি আমার মৃত্যু হয় তা হলে এই কার্ড যিনি পাবেন তিনি অবিলম্বে আমার স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করলে বাধিত হব।' কার্ডটা রাখতে গিয়েও মন পালটাল সে। এই ঘরে এখন কেউ নেই। হয়তো অন্যায়, কিন্তু সে নিজের পকেটে ওটাকে চালান করে দিল।

www.banglabookpdf.blogspot.com

তখনই তার বিশ্বাস হল সত্যেন্দ্রনাথ আত্মহত্যা করেননি। জোন্স অ্যান্ড জোন্স কোম্পানির হয়ে কোনও কাজ করতে তিনি এসেছিলেন এখানে। তিনি নিজের মৃত্যুর আশঙ্কা আছে জানতেন, তিনি আত্মহত্যা করবেন কেন ? তা ছাড়া সে যখন ঘরে ঢুকেছিল তখন দরজা ভেজানো ছিল। এমনকী বাথরুমের দরজাটাও ভেতর থেকে বন্ধ ছিল না। এইভাবে সব খুলে রেখেই কেউ আত্মহত্যা করে নাকি। সত্যেন্দ্রনাথ যখন অমলদার বাড়িতে গিয়েছিলেন তখন তাঁকে মোটেই নাভার্স দেখাচ্ছিল না। বরং লোকটাকে মেজাজি দাম্ভিক বলে মনে হয়েছিল। আত্মহত্যা করতে চাইবার আগে কেউ মুরগির অর্ডার দেয় কি ? অর্জুন খুব নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। কিন্তু একথাও ঠিক, দুটো হাত বেঁধে তবেই শিরা কাটা যায়। যার হাত বাঁধা হবে, সে বাধা দেবে না ? প্রাণের জন্য লড়াই করবে না ? তাহলে তো তার চিহ্ন সত্যেন্দ্রনাথের শরীরে থাকত !

ব্যাপারটা কিছুতেই বুঝতে পারছিল না অর্জুন। এই সময় তার সিগারেট

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

খাওয়ার ইচ্ছে হল। যদিও সে বাইরে বয়স্ক মানুষের সামনে কখনও সিগারেট খায় না। সহদেবদা মনে হয় ঐঘরে এখনই ঢুকবেন না। সে সিগারেট বের করে দেশলাই বের করতে গিয়ে লাইটারটার স্পর্শ পেল। জোন্স অ্যান্ড জোন্স, এই কোম্পানির দায়িত্ব নিয়ে, এখানে এসে সত্যেন্দ্রনাথ মারা গেলেন। সে প্রথম বোতামটা টিপে অদৃশ্য আগুনে সিগারেট ধরাতে গিয়েই চমকে উঠল। যদি এর দ্বিতীয় বোতামটা সুধাময় সান্যালের জ্ঞান অনুযায়ী সক্রিয় হত তাহলে অদৃশ্য রে দশ ফুট পর্যন্ত ছুটে গিয়ে হাতিকেও অবশ করে দিতে পারত। মানুষ তো অজ্ঞান হতই। আর একটা জ্ঞানহীন মানুষের হাতের শিরা কেটে দেওয়া শিশুর পক্ষেও সহজ।

তার মানে জলপাইগুড়ি শহরে জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এর আসল লাইটার এসেছে। খুনি সেটাই ব্যবহার করেছে? সত্যেন্দ্রনাথকে নিশ্চয়ই সে ভদ্রভাবে দেখাতে গিয়েছিল লাইটারটা। সত্যেন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন ওটা জাল। তাই কোনও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবেননি। সুধাময় সান্যালের কথা যদি ঠিক হয় তাহলে আততায়ী সরাসরি দ্বিতীয় বোতাম টিপে সত্যেন্দ্রনাথকে অজ্ঞান করে বাথরুমে টেনে নিয়ে গিয়ে হাতের শিরা কেটেছেন। ওই ব্লেড সত্যেন্দ্রনাথই ব্যবহার করেন। তাঁর দাড়ি কামাবার কিট্‌সে ওই ব্লেড আরও আছে।

প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে পড়ল অর্জুন। এই মৃত্যু-রহস্য সে এত দ্রুত সমাধান করবে ভাবতে পারেনি। আনন্দে লাফাতে ইচ্ছে করছিল। অমলদা শহরে থাকলে শাবাশ দিতে বাধ্য হতেন। এখন তো সব ব্যাপার জলের মতো পরিষ্কার। কে সত্যেন্দ্রনাথের কাছে লাইটার দেখাতে যেতে পারে? কাল সুধাময় সান্যালের কাছে গিয়ে সে পরিচয় জেনে এসেছে। সহদেবদাকে এখনও লাইটারের কথা বলা হয়নি। ওকে অ্যারেস্ট করানোর পর সে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলবে। সে আরও চমকিত হল। হরিপ্রসাদ কি সত্যেন্দ্রনাথের আত্মীয়? দু'জনের উপাধি তো এক। হরিপ্রসাদ গতকাল সুধাময় সান্যালের কাছে গিয়েছিল লাইটার পরীক্ষা করাতে। জাল জিনিসটা সরিয়ে রেখে সে আসল জিনিস নিয়ে গিয়েছিল সত্যেন্দ্রনাথের কাছে। পরিচিত মানুষ দেখে তিনি ঘরে বসাতে আপত্তি করেননি। আর সেই সুযোগে কাজ হাসিল করেছে হরিপ্রসাদ। কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। হরিপ্রসাদ কেন সুধাময় সান্যালের কাছে যাবে লাইটার দেখাতে? একজন সাক্ষী কেউ রেখে দেয়? তা ছাড়া লাইটারটার বিশেষত্ব তার অজানা থাকার কথা নয়। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ যখন খুন হয়েছেন তখন হরিপ্রসাদ তার বাড়িতে ছিল না। এটা তো সে নিজের চোখেই দেখে এসেছে।

গম্ভীর হয়ে বসে ছিলেন সহদেবদা। অর্জুন কারণ জিজ্ঞেস করল। সহদেবদা বললেন, "একটু আগে এস. পি. সাহেব ফোনে জানিয়েছেন যে,

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

সত্যেন্দ্রনাথের বডি যেন ডিফর্মড না হয় তার ব্যবস্থা করতে। কলকাতায় আমেরিকান দূতাবাসে পাঠাতে হবে বরফের বাক্সে ভরে। এ-শহরে ওসব জিনিস যে পাওয়া যায় না তা কি এস. পি. জানেন না ?"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি সত্যেন্দ্রনাথের খুনিকে ধরতে চান ?"

"খুনি ! কী আজেবাজে বকছ ? ওই ঘরে সত্যেন্দ্রনাথ যাওয়ার পর তুমি ছাড়া কেউ ঢোকেনি," সহদেবদা হাসলেন, "কাউকে অ্যারেস্ট করতে হলে তোমাকেই তো করতে হয়। মাথা থেকে ভূত তাড়াও। সত্যেন্দ্রনাথ রায়কে কেউ খুন করেনি। অমলবাবুর সঙ্গে থাকতে থাকতে তুমি সব ব্যাপারেই রহস্যের গন্ধ পাও।" ওঁর কথা শেষ হওয়ামাত্র টেলিফোন বাজল।

রিসিভারটা কানে লাগিয়ে কথা বলতে-বলতে একটু উত্তেজিত হলেন সহদেব বকসি। তারপর "ঠিক আছে, আসছি," বলে ওটাকে রেখে দিয়ে বললেন, "একটু নিশ্চিন্তে থাকতে পারব না। লোকটা আর অ্যাকসিডেন্ট করার সময় পেল না।"

"অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে ?" অর্জুন কৌতূহলী হল।

"হ্যাঁ। ঠিক কদমতলার মোড়ে। গাড়ি চালিয়ে আসছিলেন ভদ্রলোক। বোধহয় ব্রেক ফেল করায় রাস্তায় পাশে একটা দেওয়ালে সরাসরি ধাক্কা মারেন। বলছে তো স্পট ডেড।" সহদেব বকসি যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। অর্জুনের মন খারাপ হল। কেন যে ড্রাইভাররা একটু ধীরেসুস্থে গাড়ি চালায় না ! কোন গরিব মানুষের সংসার গেল কে জানে ! সে জিজ্ঞেস করল, "সত্যেন্দ্রনাথের খবর নিতে আর কেউ আসেনি, না ?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

"না", সহদেব বকসি বেরিয়ে এসে জিপ আনতে হুকুম দিলেন, "মিস্টার রায় হয়তো এতক্ষণে স্পটে আমাকে না দেখে এস. পি.-কে কমপ্লেন করে ফেলেছেন। এই একটা শহর, যা বড়লোকদের শাসনে চলে। তুমি কোন্ দিকে যাবে ?"

"মিস্টার রায় মানে ?"

"শিল্পসমিতিপাড়ার রায়বাড়ির কর্তা। তাঁরই ছোট ছেলে তো ওই কাণ্ড ঘটিয়েছেন।"

"ছোট ছেলে ?" অর্জুন উত্তেজিত হয়ে উঠল, "হরিপ্রসাদ রায় অ্যাকসিডেন্ট করেছে ?"

জিপ এসে গিয়েছিল। সহদেব বকসি তাতে উঠে বসতেই অর্জুন ছুটে গেল, "আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারি ?"

একটু বিস্মিত সহদেব বকসি ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বললেন। অর্জুন জিপে উঠে পড়ল। গোটাচারেক সেপাই রয়েছে পেছনে। অর্জুন তখনও বুঝতে পারছিল না, "আপনি ঠিক শুনেছেন ? হরিপ্রসাদ রায় অ্যাকসিডেন্ট করেছে ?"

"নামটা শুনিনি। রায়বাড়ির ছোট ছেলে বলল। সিরিয়াস

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

হেড-ইনজুরি।"

অর্জুন মাথা নাড়ল। রায়বাড়ির অনেক মানুষ। হরিপ্রসাদ জলপাইগুড়ি শহরে কেন দুর্ঘটনা ঘটাতে যাবে। সত্যেন্দ্রনাথের খুনি এত সহজে...বিশ্বাস করতে বিন্দুমাত্র ইচ্ছে করছিল না। যেতে যেতে অনেকবার সহদেব বকসিকে লাইটারটার কথা বলতে গিয়েও সামলে নিল সে। দেখা যাক, আর একটু অপেক্ষা করলে ক্ষতি কী!

থানা থেকে বেরিয়ে রাস্তাটা সোজা। যদিও দু'পাশে প্রচুর দোকানপাট, সিনেমা হলের ভিড়, কিন্তু পুলিশের ড্রাইভার জানে কী করে গাড়ি চালাতে হয়। কদমতলার কাছে পৌঁছে দেখল বেশ ভিড় সেখানে। পুলিশ লেগে গেল কাজে। সহদেব বকসির সঙ্গে অর্জুনও পৌঁছে গেল গাড়িটার কাছে। যে গাড়িকে দেখবে বলে অর্জুন তৈরি ছিল এটা সেটা নয়। গত বিকেলে দেখা সত্যেন্দ্রনাথের ধুলোয় মাখা গাড়ির বদলে একটা সাদা ফিয়াট দুমড়ে পড়ে আছে। ড্রাইভারকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাসপাতালে। সহদেব বকসি প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ নিচ্ছিলেন। গাড়িটা আসছিল একটু বেশি গতিতেই। পাশের মিষ্টির দোকানের মালিক বললেন, "ভদ্রলোক ঠিকই চালাচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখলাম ওঁর হাত স্টিয়ারিং থেকে পড়ে গেল। মাথাটা একদিকে হেলে পড়ল। ব্যস, দড়াম করে গাড়িটা রাস্তা ছেড়ে আছড়ে পড়ল ওখানে।"

এক ডাক্তারবাবু সাইকেলে যাচ্ছিলেন সেই সময়। তিনি বললেন, "স্পষ্ট দেখলাম, হার্টঅ্যাটাক কেস। অ্যাকসিডেন্ট হবার আগেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর মাথাটা স্ম্যাশড হয়েছে। স্পট ডেড।" কথাবার্তা বলে বোঝা গেল ভদ্রলোকের হৃদযন্ত্র বন্ধ হবার কারণেই ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে, এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আর কেউ আহত হয়নি।

www.banglabookpdf.blogspot.com

অর্জুন চুপচাপ শুনছিল। তার মাথাটা এখন খালি। কিছুই চিন্তা করতে পারছিল না সে। রায়বাড়ির ছোট ছেলে হরিপ্রসাদ রায় মারা গিয়েছেন এ-কথা জানার পর সে কোনও নতুন কিছু ভাবতে পারছিল না।

সহদেব বকসি থানায় না ফিরে হাসপাতালে ছুটলেন। অর্জুন তাঁর সঙ্গ নিল। সেখানে তখন হৃদয়বিদারক দৃশ্য। রায়বাড়ির কর্তা অজ্ঞান হয়ে গেছেন। তাঁকে ঘিরে সেবা করছে কয়েকজন আত্মীয়। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অনেকেই। খবর পেয়ে আসছেন শহরের গণ্যমান্যরা। সহদেব বকসির কাছ থেকে সরে এল সে। হরিপ্রসাদ রায় সত্যিই জীবিত নেই। ঠিক সেই সময় তার পাশে এক ভদ্রলোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল বুকের ওপর দু'হাত ভাঁজ করে। ফর্সা, লম্বা, মধ্যবয়স্ক মানুষটি গম্ভীর, উদ্‌ভ্রান্ত কিন্তু শোকের উগ্র প্রকাশ নেই। চেহারায় বোঝা যাচ্ছে ইনি রায়বাড়ির একজন। অর্জুনের মনে হল, এঁর সঙ্গে কথা বলা যায়। সে খুব নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, "এটা কি হার্ট অ্যাটাক থেকে হল?'

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

ভদ্রলোক মুখ ফেরালেন। ওঁর চোখে যেন পরিচিত ভঙ্গি ফুটল। তারপর ধীরে-ধীরে মাথা নাড়লেন, "ডাক্তাররা বলতে পারবেন কখন কার হার্ট অ্যাটাক হয়, আমি কখনও ওর বুকের দোষ আছে বলে জানতাম না। কী করে যে এমন হল ! ওর হার্ট তো ভালই ছিল।"

"উনি কি ড্রিঙ্ক করতেন ?"

"না, না। নেভার। আমেরিকায় থেকেও মদ ছোঁয়নি। আমি মাঝে-মাঝে খাই বলে রাগ করত। মদ সিগারেট কিছুই খেত না।" ভদ্রলোক চোখের জল মুছলেন।

"উনি আপনার কে হন ?"

"হরি আমার ছোট ভাই।"

"ও। আমার নাম অর্জুন। সত্যসন্ধানী অমল সোমের সহকারী।"

"আপনাকে চিনতে পেরেছি ভাই।"

"কিন্তু আপনি বোধহয় সত্যি খবর জানেন না। হরিপ্রসাদবাবুর সঙ্গে আমার সামান্য আলাপ হয়েছিল। তখন ওর কাছে আমি একটা লাইটার দেখেছিলাম। সিগারেট না খেলে কেউ লাইটার রাখে ?"

"ও হো। সেটা একটা মজার ব্যাপার ঘটেছিল। এবার যখন ও কলকাতা থেকে এখানে আসে তখন এক প্যাসেঞ্জারের লাগেজ নির্দিষ্ট ওজনের চেয়ে বেশি হয়ে গিয়েছিল। ভদ্রলোক ওকে অনুরোধ করেন একটা তিন কেজির প্যাকেট যদি হরি ক্যারি করে। ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনসের নিয়ম ভাঙতে চায়নি হরি। কিন্তু কখনও কখনও অনুরোধ এড়ানো সম্ভব হয় না। বাগডোগরায় গেলে সেই ভদ্রলোক প্যাকেট ফিরিয়ে নিয়ে খুব ধন্যবাদ দিয়ে ওই লাইটারটা উপহার দিয়েছিলেন ওকে। বলেছিলেন, 'এ জিনিস ভারতবর্ষে আসেনি।' একই ট্রান্সপোর্টে ওরা শিলিগুড়িতে আসে। কিন্তু দুঃখের কথা, সেই ভদ্রলোকের কিছু মালপত্র ওর মধ্যেই খোয়া যায়। হরি লাইটারটা আমাকে দেখায়। আমরা কিছুতেই খুলতে বা জ্বালাতে পারছিলাম না। আজ মনে পড়ল সুধাময় স্যানালের কথা। হরি ওঁর কাছে গিয়ে সব জেনে এল। তারপর অবশ্য ওর সঙ্গে আমার আর কথা হয়নি। কিন্তু লাইটার ছিল বলেই প্রমাণ হয় না সে সিগারেট খেত।"

অর্জুন আর কথা বাড়াল না। কিন্তু সে হাসপাতাল ছেড়ে গেল না। এই শহরে দুটো জাল লাইটার এসেছে। প্রথমটি তার পকেটে, দ্বিতীয়টি হরিপ্রসাদ রায়ের কাছে। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট না জানলে অবশ্য কিছুই বলা যাচ্ছে না। কিন্তু এমনও তো হতে পারে হরিপ্রসাদের হার্ট অ্যাটাকই হয়নি। সে সহদেব বকসির কাছে পৌঁছে দেখল তিনি রায়-পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে কথা বলছেন। এর মধ্যে ডাক্তার এসে রায়কর্তার চিকিৎসা শুরু করেছেন। একটু সুযোগ পেয়ে সে সহদেব বকসিকে জানাল, "পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা আজ

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

পাওয়া যাবে ?"

"কেন ?" স্পষ্টত বিরক্ত হলেন তিনি।

"আমি একটু আগ্রহী।"

"দ্যাখো অর্জুন, তোমাকে আমি স্নেহ করি। কিন্তু সব কিছুর একটা লিমিট আছে। দেখছ এটা দুর্ঘটনা, দিনের আলোয় সকলের সামনে ঘটেছে, আর তুমি তার মধ্যে রহস্য খুঁজছ।"

"আমি দুঃখিত সহদেবদা, তবু আপনি ওটা পেলে আমাকে বলবেন। ওঁর কাছে কী কী পাওয়া গেছে জানতে পেরেছেন ?" অর্জুন শান্ত গলায় প্রশ্ন করল।

"একজন সাধারণ মানুষের কাছে যা পাওয়া যায়। আলমারির চাবি, মানিব্যাগ, চিরুনি। কোনও রহস্যজনক কাগজপত্র পাইনি। স্যাটিসফাইড ?"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "লাইটার ?"

"লাইটার ! এত জিনিস থাকতে লাইটারের কথা বললে কেন ?"

"না, মানে উনি সিগারেট খান কি না জানতে চাইছি।"

"ও, সিগারেট খেলে হার্ট অ্যাটাক হবে, তাই ! সত্যি, কল্পনার দৌড় বটে ! না, কোনও লাইটার সিগারেট পাওয়া যায়নি ওর কাছে।"

ধীরে-ধীরে অর্জুন বেরিয়ে আসছিল হাসপাতাল থেকে। হরিপ্রসাদ লাইটারটা কি বাড়িতে রেখে বেরিয়েছিল। সেটাই স্বাভাবিক। যে সিগারেট খায় না, সে ওটা সঙ্গে নিয়ে যাবে কেন ? এখনই যদি সে রায়বাড়িতে যায় তা হলে একটা হদিস পাওয়া যেতে পারে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

এই সময় কাটা-গদাইকে দেখতে পেল অর্জুন। হাসপাতালের গেটে দাঁড়িয়ে আছে। সে জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার, এখানে কী উদ্দেশ্যে ?"

"তোমাকে ফলো করে এখানে এলাম।"

"সে কী ? কী ব্যাপার ?" অর্জুনের মনে পড়ল গতকাল সিনেমা দেখে বেরোবার সময় কাটা-গদাই তাকে বলেছিল একটা জরুরি কথা আছে। কাটা-গদাই এপাশ-ওপাশ তাকাল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "রায়বাবুর ছেলে ছবি হয়ে গেছে, না ?"

হেসে ফেলল অর্জুন। তারপর গম্ভীর হল আবার, "হ্যাঁ, উনি মারা গিয়েছেন।"

"এইটে ওর পকেটে ছিল।" কাটা-গদাই নিজের পকেট থেকে একটা নীল লাইটার বের করে অর্জুনের হাতে দিল। অর্জুন দ্রুত সেটার পেছনে তাকাল, জোন্স অ্যান্ড জোন্স। খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল সে, "তুমি পেলে কোত্থেকে ?"

মাথা নাড়ল কাটা-গদাই, "পুলিশকে যদি না বল তা হলে বলতে পারি।"

"ঠিক আছে, বল।"

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

"আমার এক শিষ্য বডিটা গাড়ি থেকে টেনে বের করার সময় নিয়েছে। আমি জানতে পেরে বললাম, খুব অন্যায় করেছিস। ফেরত দিতে এসেছিলাম। এখন কী হবে?"

অর্জুন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সেটাকে দেখে লুকনো নব্ টিপে আনলক্ করল। তারপর প্রথম বোতামটা টিপতেই অদৃশ্য ফ্লেম বের হল। সিগারেট ছিল না। একটা কাগজ গর্তর মুখটায় ধরতেই সেটা জ্বলে উঠল। এবার দ্বিতীয় বোতামটা? যদিও সে সুধাময় সান্যালের কাছে দেখেছে হরিপ্রসাদের এই লাইটারটা জ্বাল, তবু ঝুঁকি নিল না। হাতের কাছে একটা কুকুর দাঁড়িয়ে ছিল, সেটার দিকে লক্ষ করে দ্বিতীয় বোতামটা টিপতেই সে ছুটে পালাল।

হতাশ হয়ে অর্জুন বলল, "এটা আমি নিচ্ছি। রায়বাবুদের ফিরিয়ে দেব। এসব আমেরিকান জিনিস। এদেশে কারও কাছে দেখতে পাবে না।"

হাসল কাটা-গদাই, "না অর্জুনভাই, আজকাল তামাম দুনিয়া নেপাল হয়ে এখানে চলে আসে। সেদিন, হ্যাঁ কালকেই, সন্ধেবেলায় রূপমায়ার সামনে একজন কায়দা করে সিগারেট ধরাল। লাইটার টিপল, আলো জ্বলল না, কিন্তু সিগারেট ধরে গেল।"

সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল অর্জুন, "লোকটি কে? হরিপ্রসাদ রায়?"

"না, না। বাঙালি নয় লোকটা। লাল দাড়ি আছে।"

অর্জুনের সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ বয়ে গেল যেন। লাল দাড়িওয়ালা লোক—যার কাছে এইরকম একটা লাইটার আছে। কে বলতে পারে সেই লাইটারের দ্বিতীয় বোতাম টিপলে রে বের হয় কি না। তার মানে এই শহরে তিনটে লাইটার এখন। যার দুটো জাল, একটা ঠিক।

www.banglabookpdf.blogspot.com

সে কাটা-গদাইকে জিজ্ঞেস করল, "লোকটাকে আবার দেখলে চিনতে পারবে?"

একটু ভাবল কাটা-গদাই। তরপর বলল, "হ্যাঁ। চিনে নেব। কিন্তু তোমাকে অন্য কথা বলছিলাম। কেসটা খারাপ।"

"কী কেস?" অন্য কিছু শুনতে এখন মোটেই ইচ্ছে করছিল না অর্জুনের।

"পোড়ার পাখা উঠেছে। ও এবার মরবে, তুমি বাঁচাও ওকে।"

"কেন? ও কী করছে?"

"পাজিটা এবার স্মাগলিং-এ নেমেছে। আমার সঙ্গে দুশমনি থাকলেও ছেলেবেলার বন্ধু তো! তাই খারাপ লাগে। এতদিন রূপশ্রী হলে ব্ল্যাক করছিল, সে ঠিক আছে। কিন্তু এখন বাগডোগরা এয়ারপোর্টে যায়। টানা মাল নিয়ে বাজারে বিক্রি করে।"

"কিন্তু পোড়া-গদাই আমার কথা শুনবে কেন?"

"শুনবে। তোমার দাদাকে আমরা ভয় পাই। তুমি তো তারই শিষ্য।"

হঠাৎ অর্জুনের মাথায় একটা চিন্তা খেলে গেল। সে জিজ্ঞেস করল,

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

"পোড়া-গদাইকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারো ?"

"ওর বাড়িতে। সেনপাড়ায়। যাবে তুমি ?"

"যাব। আমাকে দূর থেকে বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে তুমি চলে যেও।"

"হ্যাঁ। আমি পোড়ার বাড়িতে যাই না। পাজিটা বহুত বদমাস। নেহাত ছেলেবেলার বন্ধু, তাই !"

॥ পাঁচ ॥

দূর থেকে পোড়া-গদাইয়ের বাড়িটা দেখিয়ে নেমে পড়ল কাটা-গদাই রিকশা থেকে। যাওয়ার সময় বলল, "পোড়া যদি তোমায় বেইজ্জত করে তা হলে আমায় বলবে। আমি এখানেই দাঁড়িয়ে আছি।"

অর্জুন আপত্তি করল, "না, না, তোমাকে দাঁড়াতে হবে না। আমারটা আমি বুঝব।"

টিনের চালা আর কাঠের দেওয়ালে তোলা দু'খানা ঘর হল পোড়া-গদাইয়ের বাড়ি। একটা বাচ্চা ছেলে সামনে বসেছিল। অর্জুন তাকে জিজ্ঞেস করল, "গদাইবাবু বাড়িতে আছে ?"

ছেলেটা ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ। এবং, তখনই ভেতর থেকে ফ্যাঁসফেসে গলায় চিৎকার ভেসে এল, "কে, কে ডাকে ?"

www.banglabookpdf.blogspot.com

গলা তুলে অর্জুন নিজের পরিচয় জানাতেই একটা খালি গায়ে লুঙ্গি পরা লোক বেরিয়ে এল। লোকটার মুখের একটা দিক বীভৎসভাবে পুড়ে গেছে। বেশিক্ষণ তাকানো যায় না। পোড়া-গদাই অর্জুনকে দেখে অবাক হল। বোঝা যাচ্ছে সে ওকে চিনতে পেরেছে। অর্জুন হাসল, "তোমার সঙ্গে আমার একটু জরুরি কথা আছে গদাই।"

পোড়া-গদাই চারপাশ তাকিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি একা ?"

"হ্যাঁ।" অর্জুন মাথা নাড়ল।

"কী ব্যাপার বলুন তো ?"

অর্জুন বলল, "ব্যাপারটা তোমার জন্যই। কিন্তু এভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তো কথা বলার সুযোগ হবে না। আমি একটু ব্যক্তিগত কথা বলতে চাই।"

"আপনি কী বলবেন আমি বুঝতে পারছি না। ঠিক আছে, আপনি ভেতরে আসুন। ঘরে বসে কথা বলতে পারি।" পোড়া-গদাই ওকে রাস্তা দেখিয়ে ঘরের মধ্যে নিয়ে এল। ঘরে একটি বউ বসে কাজ করছিল। নতুন লোককে দেখে ঘোমটা টেনে বেরিয়ে গেল বাইরে। অর্জুন দেখল একটা তক্তাপোশের ওপর ময়লা বিছানা। পাশের নড়বড়ে চেয়ারে বসল সে।

পোড়া-গদাই খাটে বসে বলল, "গরিবের বাড়িতে এলেন, কী ব্যাপার ?"

অর্জুন বলল, "আমি তোমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। তুমি আমাকে তুমি

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

বলতে পার। যদি অবশ্য তুমি চাও তা হলে আমি আপনি বলতে পারি। আমার আপনিই বলা উচিত।"

'না, না, যা আছে তাই থাক। 'তুমি' শুনতেই ভাল লাগবে।"

"দ্যাখো গদাই, আমি তোমার সম্পর্কে কিছু-কিছু কথা জানি। তোমাকে যা বলব তা কেউ জানে না, তুমি যা বলবে তাও কেউ জানবে না। পুলিশ তো নয়ই, যদি তুমি আমার সঙ্গে সহযোগিতা কর। এখন বল তো, গত দু'দিনে তোমার সঙ্গে কেউ যোগাযোগ করেছিল?" অর্জুন সরাসরি চোখের দিকে তাকাল। মুহূর্তে পোড়া-গদাই চোখ নামাল, তারপর নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, "অনেক লোকই রোজ নানান ধান্দায় দেখা করে। আপনি কার কথা বলছেন যদি জানি না!"

অর্জুন বলল, "তোমার অচেনা লোক। জলপাইগুড়িতে থাকে না। কখনও দ্যাখোনি তাকে তুমি।"

পোড়া-গদাইয়ের চোয়াল শক্ত হল, "আপনি কী করে জানলেন?"

অর্জুন বুঝতে পারল সে ঠিক জায়গায় হাত দিয়েছে। কিন্তু খুব সাবধানে জাল গোটাতে হবে। সে বলল, "দ্যাখো গদাই, আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই। তুমি এমনিতেই আইনের চোখে অপরাধ করেছ। এখনও অবশ্য পথ খোলা আছে। ভেবে দ্যাখো।"

"ঠিক আছে। আপনি কতটা জানেন তা আরও বলুন। এসব তো ধোঁয়া-ধোঁয়া কথা।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

আচমকা ঢিল ছুঁড়ল অর্জুন, "সেদিন তুমি এয়ার লাইনসের গাড়ি থেকে একটা ব্যাগ সরিয়েছ?"

হকচকিয়ে গেল পোড়া-গদাই, "কী যা-তা বলছ? আমি ওখানে যাব কেন?"

"তুমি শিলিগুড়িতে যাও না?"

এবার মাথা নিচু করল পোড়া-গদাই। কিন্তু কোনও জবাব দিল না। অর্জুন আবার জিজ্ঞেস করল, "কথা বলছ না কেন? সিনক্লেয়ার হোটেলে যখন গাড়িটা পৌঁছল তখন একটা ব্যাগ পাওয়া যায়নি। তাই তো?" পোড়া-গদাই এবারও কথা বলল না। অর্জুন ওঠবার ভঙ্গি করল, "তুমি যখন জবাব দিচ্ছ না, তখন আমার কিছু করার নেই। সহদেব বকসি এবার আসবে তোমার কাছে।"

"না", প্রায় চিৎকার করে উঠল পোড়া-গদাই, "আপনি পুলিশকে কিছু বলবেন না, পায়ে পড়ি।"

"কেন?"

"ছেলে-বউ না খেয়ে মরবে।" প্রায় ককিয়ে উঠল পোড়া-গদাই।

"যখন অন্যায় করো তখন মনে থাকে না কথাটা?"

"বিশ্বাস করুন, লোভে পড়ে করেছি। বাজে ছবি এলে কে ব্ল্যাকে টিকিট

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

নেবে বলুন। এখন কাটাটার খুব বাজার যাচ্ছে, ফি সপ্তাহে হিট ছবি আসে রূপমায়াতে। রূপশ্রীতে যত রদ্দি সিনেমা। তাই একজন লোভ দেখিয়েছিল বলে দুদিন গিয়েছিলাম।"

"ব্যাগের ভেতর কী ছিল?"

"কোনও লাভ হয়নি ব্যাগ এনে। তিনটে বাক্স ছিল। চল্লিশটা করে লাইটারের মতো দেখতে অথচ লাইটার নয় এমন জিনিস। কোনও মুখ নেই। বাজারে বিক্রি করতে চাইলে কেউ কিনবে না।"

এত দ্রুত সাফল্য আসবে অর্জুন ভাবতে পারেনি। তিন বাক্স লাইটার। জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এর হতেই হবে ওগুলো। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আসল না জাল। যে লোকটা হরিপ্রসাদ রায়কে জাল লাইটার দিয়েছে, সে নিশ্চয়ই অত অসতর্কভাবে আসল লাইটার তিনটে বাক্সে আনবে না। কিন্তু জলপাইগুড়ির রাস্তায় আর একটি লোককে সেই লাইটারে সিগারেট ধরাতে দেখা গিয়েছে। ওই লোকটিই কি হরিপ্রসাদের সঙ্গে এক ফ্লাইটে এসেছে এই বাক্সগুলো নিয়ে! অর্জুন বাক্সগুলো দেখতে চাইল। খানিকটা ইতস্তত করে পোড়া-গদাই একটা ব্যাগ নামিয়ে আনল মাথার ওপরের একটা আধা সিলিং থেকে। তিনটে বাক্স ছিল ব্যাগটায়। তিনটেই খোলা হয়েছে। এবং কয়েক ডজন নীলাভ লাইটার পড়ে আছে তাতে। একটা তুলে নিয়ে সে পকেটে পুরল। পোড়া-গদাইয়ের সামনে খোলার কায়দাটা দেখিয়ে দিলে এগুলোকে আর পাওয়া অসম্ভব হবে। সে বলল, "তুমি এখনই এই বাক্সটা নিয়ে থানায় চলে যাও। সহদেব বকসি যদি ফিরে আসেন, তা হলে তাঁকে বলবে আমি পাঠিয়ে দিলাম, উনি যেন যত্ন করে রেখে দেন।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

পোড়া-গদাই দ্রুত মাথা নাড়ল, "না, না, আমাকে থানায় পাঠাবেন না। দারোগাবাবু বলেছেন যেন কখনও আমার মুখ দর্শন করতে না হয় ওঁকে। লোকটাকে আমার খুব ভয় লাগে।"

অর্জুন বুঝল কথাটা মিথ্যে নয়। সে পোড়া-গদাইকে বলল, "দ্যাখো, আমি এটা ঠিক করছি না। তোমাকে এক্ষুনি পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া উচিত, ব্যাগ চুরি করার অপরাধে। কিন্তু তোমার বন্ধু কাটা-গদাইয়ের অনুরোধে একটা সুযোগ দিতে চাই। তুমি আর জলপাইগুড়ি শহরের বাইরে গিয়ে এইসব কাজ করবে না। হয়তো কত নিরীহ মানুষ তোমাদের হাতে এইভাবে সর্বস্ব হারায়। তুমি শহরের মধ্যে খেটে রোজগার করতে পারো না ভাল পথে? ওই বাচ্চাটা বড় হয়ে তোমাকে চোর বলবে সেটা ভাল লাগবে? তোমরা সিনেমা হলের টিকিটের ব্যবসা ছেড়ে দাও। দেখছ তো, ওতে প্রত্যেক সপ্তাহে আয় হয় না। তার চেয়ে বাজারে আলু-বেগুন নিয়ে বসলে অনেক বেশি লাভ। যাক, এই বাক্সগুলো আমি নিয়ে যাচ্ছি থানায়, তুমি কাটা-গদাইয়ের জন্য এ-যাত্রায় রক্ষে পেলে, মনে থাকে যেন।" কথাগুলো একটানা বলে অর্জুন ব্যাগটা বন্ধ করে

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

বাইরে বেরিয়ে এল।

পেছন-পেছন পোড়া-গদাই আসছিল। সে এবার কেমন গলায় জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, সত্যি কাটার জন্য আপনি আমাকে ছেড়ে দিলেন? কাটা আমাকে ছাড়তে বলেছে?"

"হ্যাঁ। ও তোমাকে এখনও ভালবাসে। ও চায় তোমার ভাল হোক।"

"কিন্তু ব্ল্যাক নিয়ে ও হুজ্জুতি করে কেন?"

"টিকিটের ব্ল্যাক করা বন্ধ হলে আর ওটা করবে না।" অর্জুন কথাগুলো বলে ভাবল ওকে সঙ্গে আসতে নিষেধ করবে। কাটা-গদাই নিশ্চয়ই এখনও অপেক্ষা করছে। কিন্তু তারপরেই ভাবল, দেখা যাক দু'জনে মুখোমুখি হয়ে কী করে।

কাটা-গদাই দাঁড়িয়ে ছিল একটা গাছের নীচে। ওদের আসতে দেখে ওর চোখ যেন কপালে উঠেছিল। তাকে ওখানে দেখতে পাবে ভাবতেও পারেনি পোড়া-গদাই। সে যেন কেমন মিইয়ে গেল।

অর্জুন কাটা-গদাইকে বলল, "তোমাকে একটা কাজ করতে হবে ভাই। এই ব্যাগটাকে থানায় দারোগাবাবুর কাছে আমার নাম করে পৌঁছে দিতে হবে।"

পোড়া-গদাইয়ের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে কাটা-গদাই বলল, "যেন এসব এনেছে তাকে বলছেন না কেন? নিজের পাপের নিজেই প্রায়শ্চিত্ত করুক।"

হঠাৎ পোড়া-গদাইয়ের ভাবান্তর দেখা গেল, "ঠিক বলেছে ও। আমাকে দিন, আমিই পৌঁছে দিচ্ছি। দারোগাবাবু যদি মুখ দেখে গরাদে পোরে তো তাই হোক।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

এবার কাটা-গদাই এগিয়ে এসে ব্যাগটা নিজের হাতে নিল, "থাক, যথেষ্ট হয়েছে। আমি চলি। আপনি কোন্ দিকে যাবেন?"

অর্জুন হাসল, "আমি জেলাস্কুলের পাশ দিয়ে অমলদার বাড়িতে যাব।"

কাটা-গদাই ব্যাগটা নিয়ে হাঁটতে শুরু করলে দেখা গেল পোড়া-গদাই তার সঙ্গী হল। দু'জনে পাশাপাশি হাঁটছে, কিন্তু কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছে না। রাস্তাটা অনেক লম্বা, অর্জুন বুঝতে পারল, সে একটা ভাল কাজ করেছে। দূরত্বটা শেষ হবার আগে নিশ্চয়ই ওরা আগের মতো কথা বলবে। দু'মাসের জেল নির্ঘাত পাওনা ছিল পোড়া-গদাইয়ের। কিন্তু সেটা ওকে এভাবে শোধরাতে পারত না।

পোড়া-গদাই যে ব্যাগ চুরি করে এনেছিল, তাতে জাল-লাইটার রাখা আছে। পথে পরীক্ষা করে নিশ্চিন্ত হল অর্জুন। কিন্তু এই জাল লাইটার নিয়ে এত জায়গা থাকতে আমেরিকা থেকে ডুয়ার্স-এ আসছে কেন লোকগুলো? ধরা যাক, জাল-লাইটারকে আসল বলে চালিয়ে ভাল ব্যবসা করতে চায় ওরা। কিন্তু আসল লাইটারের খবর যেখানকার মানুষ জানে না সেখানে জালের আর কী দাম উঠবে? তা ছাড়া নেপালের দৌলতে এসব অঞ্চলে প্রচুর বিদেশি লাইটার

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে। জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এর নকল জিনিস কী বাজার পেতে পারে!

কিন্তু একটা জিনিস পরিষ্কার, একটি আসল লাইটার এই শহরে আছে। নকল তিনটে এখন তার কাছে, বাকিগুলি কাটা-গদাই থানায় পৌঁছে দিতে গিয়েছে। তিন-তিনটে লাইটার পকেটে রাখার কোনও যুক্তি নেই। সেই লোকটি এই শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অর্জুনের বিশেষ ধারণা, হরিপ্রসাদকে দুর্ঘটনা ঘটাতে বাধ্য করা হয়েছিল। ওই কদমতলার ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে লাইটারের দ্বিতীয় বোতাম টিপে হরিপ্রসাদকে অবশ করে দেওয়া মোটেই কঠিন কাজ নয়। অবশ হয়ে গেলে হাত সরে আসবে স্টিয়ারিং থেকে, পা অকেজো হবে এবং নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনা ঘটা স্বাভাবিক। কিন্তু উলটোটাও হতে পারত। হরিপ্রসাদের গাড়ি কোনও পথচারীকে চাপা দিতে পারত এবং সে নিজে সামান্য আহত হয়ে বেঁচে যেত। কিন্তু এক্ষেত্রে হত্যাকারী নিশ্চয়ই একটা ঝুঁকি নিয়েছে। কাউকে চাপা দেওয়া খুব স্বাভাবিক ছিল এবং তা ঘটলে হয়তো গণ-ধোলাই-এ হরিপ্রসাদের প্রাণ বেরিয়ে যেত। সুধাময় সান্যালের কথা যদি ঠিক হয় তা হলে রে স্পর্শ করার পাঁচ মিনিট পরে তার কোনও প্রতিক্রিয়া হয়তো শরীরে থাকবে না। সত্যেন্দ্রনাথের পোস্টমর্টেমে কিছুই পাওয়া যায়নি। কিন্তু এসবই তার অনুমান। প্রশ্ন হল হরিপ্রসাদকে হত্যা করতে চাইবে কেন আততায়ী। আর সে ওখানে আসছে তাই-বা জানবে কী করে? এই একই হত্যাকারী কী করে সত্যেন্দ্রনাথের শহরে আসার সংবাদ পেল? মাথার ভেতরটায় জট পাকাচ্ছিল অর্জুনের।

www.banglabookpdf.blogspot.com

অমলদার বাড়িতে পৌঁছে অর্জুন হাবুকে চা বানাতে বলল। ডাকে অর্জুনের কোনও চিঠি আসেনি। চিঠিপত্র এলে, সেটা যদি খুব ব্যক্তিগত না হয়, অমলদা নির্দেশ দিয়ে গেছেন, উত্তর দিতে। আজ সে একটা প্যাকেট পেল। হংকং থেকে প্রকাশিত হয় কাগজটা। কাগজটার নাম 'ক্রাইম অ্যান্ড প্যাশন'। বিখ্যাত রচনার নামে পত্রিকার নাম। অমলদার কাছে দেশ-বিদেশের অনেক অপরাধ-সংক্রান্ত কাগজ আসে। তাদের মধ্যে ক্রাইম অ্যান্ড প্যাশন আর 'ব্রেনওয়েভ' কাগজ দুটোয় তুলনা হয় না। প্যাকেট খুলে ক্রাইম অ্যান্ড প্যাশন নিয়ে বসে গেল সে। এবং তখনই মনে পড়ল সত্যেন্দ্রনাথের গাড়ি পাওয়া যায়নি। ভদ্রলোক যদি আমেরিকার নাগরিক হন তা হলে এখানে গাড়ি পেলেন কোত্থেকে। এবং তাঁর মৃত্যুর পর সেই গাড়িটা গেল কোথায়? অর্জুন ঠিক করল সমস্ত ব্যাপারটা সে পর পর কাগজে লিখবে। কোনও পয়েন্ট বাদ দেবে না। তারপর বারংবার সেটা পড়লে হয়তো মাথায় ভিন্ন চিন্তা উঁকি দিতে পারে। অমলদা বলেন, 'সবসময় কোনও ঘটনাকে যেমন দেখছ, তেমন ভেবো না। সবরকম সম্ভাব্য পথে ব্যাপারটাকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা কোরো। প্রি-অকুপায়েড হওয়া মানে তুমি সত্য থেকে সরে যাচ্ছ।"

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

কাগজটার কভার স্টোরি, ব্যাঙ্ককে তিনটে খুন হয়েছে। তিনটে মানুষকে পোস্টমর্টেম করে কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। শুধু কোনও বিশেষ যন্ত্র দ্বারা তাদের হৃদযন্ত্র বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হলে শরীরে যেসব লক্ষণ ফুটে ওঠে তার কোনও চিহ্ন নেই। এই তিনজন ব্যাঙ্ককের বিখ্যাত স্মাগলার ছিল। তিনজনই বাড়ির বাইরে মারা গিয়েছে। দু'জন দুটো রেস্তোরাঁতে। একজন মারা গিয়েছে গাড়িতে উঠতে গিয়ে।

খবরটা পড়ে অর্জুনের হাতের তালুতে ঘাম জমল। শুধু হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ করে দেবার মতো কোনও অস্ত্র বের হয়েছে নাকি ? শরীরে কোনও আঁচড় থাকল না, সামান্য কালশিটে পর্যন্ত নেই, পোস্টমর্টেমে কিছুই ধরা পড়বে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ মনে করবে, হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছে। এই জিনিসটা যদি সত্যেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ঘটত, তা হলে পুরো ব্যাপারটাই অজানা থেকে যেত তার কাছে। এবং তখনই তার মাথায় আর একটা চিন্তা ঝিলিক দিয়ে উঠল। যদি জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এর আসল লাইটারের দ্বিতীয় বোতাম সরাসরি কোনও মানুষের হৃদ্‌যন্ত্রের দিকে তাক করে টেপা যায় তা হলে...অর্জুন ঠিক বুঝতে পারছিল না তাতে শুধুই হৃদ্‌যন্ত্র অকেজো হয়ে যাবে কি না। পাঁচ মিনিট বাদে পরীক্ষা করলে সবল হবে কি না ! তার সামনে পরীক্ষা করার কোনও রাস্তা খোলা নেই। সুধাময় সান্যালের একটা কথা মনে পড়ে গেল, 'ওই রে একটা বড় হাতিকেও পাঁচ মিনিট অবশ করে রাখে।' তা হলে একটা মানুষের হৃদয়যন্ত্র বন্ধ হবে না কেন ? কিন্তু একথা কি সত্যেন্দ্রনাথের খুনি জানে না ! সে তো স্বচ্ছন্দে দ্বিতীয় বোতামটা ওঁর হৃদ্‌যন্ত্র লক্ষ করে টিপতে পারত। নাকি সে আরও বুদ্ধিমান। ব্যাপারটাকে আত্মহত্যার চেহারা দিতে চেয়েছে হৃদযন্ত্র বন্ধ করে !

www.banglabookpdf.blogspot.com

পত্রিকাটির পাতা ওলটাতে-ওলটাতে অর্জুনের চোখ একটা বিজ্ঞাপনে আটকে গেল। জোন্স অ্যান্ড জোন্স কোম্পানি থেকে বিজ্ঞাপনটা দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞাপনটা পড়ল সে।

'আমরা দুঃখিত। গত তিন বছর ধরে আমরা একটা বিশেষ ধরনের লাইটার তৈরি করছি। এই লাইটার মূলত ফেডারেল বুরো অব ইনভেস্টিগেশন বিভাগের জন্য হলেও সরকারের অনুমতি পাওয়া সার্টিফিকেট দেখালে অল্প কিছু সাধারণ মানুষের কাছে বিক্রি করা হয়েছিল। সরকারি আপত্তিতে আর ওই লাইটার বাজারে ছাড়া হচ্ছে না। কিন্তু আমরা লক্ষ করছি কোনও অসৎ ব্যবসায়ীর দল হংকং, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, নেপাল এবং ভারতবর্ষে ওই লাইটারের নকল মডেল চালু করার চেষ্টা করছে। যদিও তারা আমাদের নির্মিত লাইটারের কর্মক্ষমতার অর্ধেকটা আয়ত্ত করেছে, তবু ইতিমধ্যেই নানা বিভ্রান্তি দেখা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে যে সব সাধারণ মানুষ বৈধ অনুমতিপত্র দেখিয়ে আমাদের কাছ থেকে ওই লাইটার কিনেছিলেন, সেগুলো ফেরত নেওয়া

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

হয়েছে। কিন্তু মাত্র দুটো লাইটারের হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। সেই দু'জন মানুষ এখন মৃত। আমরা এই পত্রিকার মাধ্যমে জানিয়ে দিচ্ছি, জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এর তৈরি কোনও লাইটার এখন বাজারে নেই (শুধু ওই দুটি ছাড়া)। কেউ যদি এই কোম্পানির নামাঙ্কিত লাইটার কেনেন, কিংবা সংগ্রহ করেন, তা আইনত দণ্ডনীয় হবে।'

॥ ছয় ॥

ট্যাক্সিটা কখন এসে দাঁড়িয়েছিল টের পায়নি অর্জুন। বিজ্ঞাপন তাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। মাত্র দুটো ভাল লাইটার বাজারে ছাড়া আছে। এফ. বি. আই. নিশ্চয়ই চাইছে না সেগুলো সাধারণ মানুষের হাতে থাক। কিন্তু যারা ওই দুটো রেখেছে তারা কি সাধারণ মানুষের পর্যায়ে পড়ে ? এফ. বি. আই. খুঁজে পায়নি বলেই জোন্স অ্যান্ড জোন্স এই বিজ্ঞাপন ছেপেছে। কিন্তু হঠাৎ ডুয়ার্সের এই অঞ্চলে লাইটারগুলো আসতে যাবে কেন ? অর্জুনের মনে হল, অমলদা থাকলে ব্যাপারটার একটা সুরাহা হয়ে যেত সহজে। দুটো খুন হল, অথচ কে খুনি, তার উদ্দেশ্য কী, তা-ই ধরতে পারল না সে এখন পর্যন্ত।

এই সময় হাবু এসে সামনে দাঁড়িয়ে তাকে ইশারায় উঠতে বলল। হাবু যা বলে অমলদা তা স্পষ্ট বুঝতে পারেন। অমলদা বলেন, হাবুর ইশারায় রহস্য নেই। যে মন দিয়ে বুঝতে চায় তার কোনও অসুবিধে হবার কথা নয়। অনেক চেষ্টা করেছে অর্জুন। হাবু বোধগ্রস্ত হলেও মাঝে মাঝে গুলিয়ে যায়। এই মুহূর্তে কিন্তু অর্জুন বুঝতে পারল।

www.banglabookpdf.blogspot.com

ঘরের বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই লোকটাকে দেখতে পেল। জিনসের প্যান্ট, চেক জ্যাকেট পরে যে লোকটা গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার শুধু গায়ের চামড়াই নয়, ভাবভঙ্গিও বলে দিচ্ছে, বিদেশি। চোখাচোখি হতে লোকটা হাসল। বছর তিরিশের মধ্যে বয়স। বেশ নাদুসনুদুস চেহারা। মাথায় চুল অল্প।

বারান্দা থেকে নেমে অর্জুন বাগানের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেল কাছে। সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা বলল, "হাই ! আমল সোম ইজ দেয়ার ?"

অমলদার নামটার এমন হাল দেখে অর্জুন অনেক কষ্টে হাসি চাপল। তারপর গম্ভীর মুখে বলল, "নো। হি ইজ আউট অব দ্য টাউন।"

এখনও ইংরেজি বলতে গেলে তাকে ভাবতে হয়। আগে তো মনে-মনে বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে বলতে চেষ্টা করত। এখন ঠিকঠাক শব্দ সময়মতো মাথায় আসতে চায় না কিছুতেই। লোকটার হতাশ প্রতিক্রিয়া সহজেই ধরা পড়ল। নিজের মনেই বলল, "মাই গড ! হোয়াট শ্যাল আই ডু নাউ। মে আই আস্ক ইওর গুড নেম প্লিজ ?"

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

"আমি অর্জুন। অমল সোমের সহকারী হিসেবে কাজ করছি। আপনার নাম জানতে পারি ?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমি জেমস, জেমস ব্রাউন। রয় আমাকে বলেছিল, যদি তার কিছু হয় আমি যেন মিস্টার সোমের সঙ্গে দেখা করি।"

"কে রয় ?" অর্জুন যাচাই করতে চাইল।

"এস. এন. রায়। উনি কি গতকাল এখানে আসেননি ?"

অর্জুন বলল, "আপনি ভেতরে আসুন।" এই সময় ট্যাক্সিওয়ালা বলল, "আমাকে এবার ছেড়ে দিন সাহেব। অনেকক্ষণ থেকে টাউনে এই ঠিকানা খুঁজতে ঘুরছি। পুরো নাম বলতে পারেন না ইনি। শেষ পর্যন্ত থানায় গিয়ে সব জেনে এলেন। আমাকে এখনই শিলিগুড়িতে ফিরে যেতে হবে।"

অর্জুন ইংরেজিতে জেমস ব্রাউনকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি আবার শিলিগুড়িতে ফিরে যেতে চাইছেন ? এই ট্যাক্সিওয়ালা দাঁড়াতে চাইছে না।"

জেমস বলল, "আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে আমার আজকে এখানেই থাকা দরকার।" কথাটা শেষ করে জেমস পেছনের দরজা খুলে তার লাগেজ নামিয়ে নিয়ে ট্যাক্সিওয়ালার ভাড়া মিটিয়ে দিল। লোকটার মানিব্যাগে প্রচুর টাকা দেখতে পেল অর্জুন। ট্যাক্সিওয়ালা গাড়ি ঘুরিয়ে চলে গেলে সে জেমসকে নিয়ে ঘরে ফিরে এল। হাবুকে ডেকে দু'কাপ চা করতে বলে আরাম করে বসল সে, জেমসের মুখোমুখি। রহস্যটা বেশ জম্পেশ হচ্ছে। এই প্রথম নিজেকে বেশ স্বনির্ভর সত্যসন্ধানী বলে মনে হচ্ছে তার। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "এস. এন. রায়ের সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক ? আর আপনি এখানে আসছেনই বা কোত্থেকে ?"

www.banglabookpdf.blogspot.com

জেমস এতক্ষণ অর্জুনকে দেখছিল। এবার ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল, "আমি কী করে বুঝব তুমি মিস্টার সোমের সহকারী ?"

অর্জুন হেসে ফেলল। তারপরেই মনে হল, সত্যি তো, সমস্ত চেনা মানুষের কাছে তার যে পরিচয়টা জানা, তা অচেনা লোকের কাছে অস্পষ্টই তো হবে। কিন্তু কী দিয়ে প্রমাণ করা যায় ? ওপাশের ঘরে একটা অ্যালবামে অমল সোম আর তার ছবি আছে। কিন্তু তা থেকে কী প্রমাণ হয় ? তা ছাড়া এই লোকটা তো অমল সোমকেই চেনে না। সে বলল, "আমি আপনাকে এই মুহূর্তে কোনও প্রমাণ দিতে পারব না। কিন্তু এই শহরের যে-কোনও মানুষকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন।"

অর্জুনের উত্তর শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল জেমস। তার চোখ মাটির দিকে। মনে হল সে কিছু ভাবছে। তারপরে সে মুখ তুলে ফের অর্জুনের দিকে তাকাল। জিজ্ঞেস করল, "অমল সোম কবে ফিরবেন ?"

"জানি না। উনি শেষ যে চিঠিটা দিয়েছেন তাতে কিছু জানাননি।" বলতে-বলতে অর্জুনের চিঠিটার কথা খেয়াল হল। সে উঠে টেবিল থেকে

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

চিঠিটা নিয়ে জেমসের হাতে দিল। যদিও বাংলায় লেখা কিন্তু ইংরেজিতে অর্জুনের নাম আর এই বাড়ির ঠিকানা এবং পেছনে শুধু অমল সোম লেখা রয়েছে। সেটা পড়ে যেন জেমসের একটু স্বস্তি হল। অর্জুন এবার জিজ্ঞেস করল, "অমল সোমের খবর আপনি পেলেন কোত্থেকে ?"

"বললাম তো, রয় আমাকে বলেছিল। রয়ের এক আত্মীয় নিউইয়র্কে থাকেন। তাঁর কাছে সে শুনেছিল মিঃ সোম নাকি খুব বুদ্ধিমান ডিটেকটিভ। নর্থবেঙ্গলে কোনও ব্যাপার ঘটলে তিনি সাহায্য করতে পারেন। আমাদের যখন কাঠমাণ্ডু থেকে দিল্লি হয়ে বাগডোগরায় আসা প্রয়োজন হল তখন রয় ঠিক করল ওঁর কাছে আসবে। আমি শিলিগুড়িতে থেকে গিয়েছিলাম। কথা ছিল, আজ সকাল সে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। কোনও খবর না পেয়ে এখানে এসে জানলাম হি ইজ ডেড।"

"আপনি কি জোন্স অ্যান্ড জোন্স কোম্পানি থেকে আসছেন ?"

প্রশ্নটা শোনামাত্র সোজা হয়ে বসল জেমস, ওর মুখে অদ্ভুত অভিব্যক্তি ফুটল, "হাউ ডু য়ু নো ?"

অর্জুন বলল, "শোনো জেমস। আমি গতকাল থেকে আজ পর্যন্ত অনেক কিছু জেনে গেছি। কিন্তু আমিও তো জানি না তুমি কে ? সুতরাং তোমাকে কিছু বলার নেই।"

এই সময় একটা জিপ এসে দাঁড়াল বাইরে। গেট খুলে সহদেব বকসি ভেতরে ঢুকলেন।

www.banglabookpdf.blogspot.com

অর্জুন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আসুন সহদেবদা।"

সহদেব বকসি জেমসের দিকে তাকালেন। জেমস তাঁকে বলল, "হা-ই।"

সহদেব বললেন, "যাক, তা হলে সাহেব এখানে পৌঁছে গেছে। ব্যাপারটা একটু গোলমেলে মনে হচ্ছে এখন। সত্যেন্দ্রনাথ আত্মহত্যা করা মাত্র ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের লোক পৌঁছে গেল জলপাইগুড়িতে। ওকে বললাম, অমলবাবু শহরে নেই, তবু বিশ্বাস করল না। কী বলে এ ?"

অর্জুন বলল, "এখনও কিছু বলেনি। আসলে আমি যে অমলদার সহকারী তা বিশ্বাস করতে পারছে না এখনও।"

সহদেব বকসি এবার ইংরেজিতে জেমসকে বললেন, "অর্জুন খুব ব্রাইট ছেলে। অমল সোমকে ও সাহায্য করে। কিন্তু তোমাদের ব্যাপারে ওর কী করণীয় আছে বুঝতে পারছি না।"

তারপর অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ও হ্যাঁ, যে জন্য তোমার কাছে এলাম। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পাওয়া গেছে। রায়বাবুর ছেলের হার্ট অ্যাটাক হয়নি। কারণ তার কোনও নিদর্শন ডাক্তার পায়নি। তা হলে ভদ্রলোক অমন করলেন কেন, বোঝা যাচ্ছে না। আর তুমি কী পোড়া-গদাইকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলে ?"

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

অর্জুন অবাক হয়ে বলল, "হাঁ। কেন, কী হয়েছে ?"

"পোড়া-গদাই থানায় এসে বসে ছিল আমার জন্য। সে সময় আমি হাসপাতালে ছিলাম। সে বলছে, তার সঙ্গে একটা ব্যাগ ছিল, যা তুমি আমাকে পৌঁছে দিতে বলেছিলে। হঠাৎ তার শরীর অবশ হয়ে যায়। যখন হুঁশ আসে, তখন ব্যাগটাকে খুঁজে পায় না। দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে ছিল বলে পড়ে যায়নি। পুরো ব্যাপারটাই বানানো মনে হচ্ছে। ওর শরীর অবশ হয়ে গেল আর ব্যাগটা কেউ নিয়ে গেল ! ইয়ার্কি আর কি ! আমি ওকে থানায় আটকে রেখেছি। ওর বন্ধু কাটা-গদাইকেও ছাড়িনি। কী ব্যাপার বল তো ?"

অর্জুনের নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হল। পোড়া-গদাইকে থানার মধ্যে কে অবশ করে রাখবে ? একটা লোক কখনও নিঃসাড়ে বসে থাকতে পারে ? তা হলে কি জলপাইগুড়ির থানার মধ্যে সে স্বচ্ছন্দে ঢুকতে পারে, যার কাছে আসল লাইটার আছে ! লোকটা কে ? পোড়া-গদাইয়ের দিকে তাক করে দ্বিতীয় বোতাম টিপলে সে মরে গেল না, শুধু অবশ হয়ে বসে রইল ! লোকটা জানলই বা কী করে পোড়া-গদাই জাল লাইটার-বোঝাই স্যুটকেসটা নিয়ে থানায় এসেছে ! লোকটা যদি নাই চায় জাল লাইটারের কথা পাবলিক জানুক, তা হলে রায়বাবুর ছেলেকে কেন উপহার দিতে গেল। অবশ্য রায়বাবুর ছেলের সহযাত্রী আর এই লোকটি যদি আলাদা না হয়।

সহদেব বকসি জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল ? কী ভাবছ ?"

www.banglabookpdf.blogspot.com

অর্জুন চট করে সিদ্ধান্ত নিল না, এখনই সহদেব বকসিকে লাইটারের কথা বলা উচিত হবে না। ব্যাপারটা উনি বিশ্বাসই করবেন না। সে বলল, "ওই স্যুটকেসটা কার বোঝা যাচ্ছিল না বলে পোড়া-গদাইয়ের হাত দিয়ে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলাম।"

"কার বোঝা যাচ্ছিল না মানে ? পেলে কোথায় ?"

"পোড়া-গদাই এনেছিল। ওর কোনও বন্ধু বোধহয় চুরিচামারি করে।"

"চোরাই মাল। কিন্তু থানায় এসে কে নিয়ে যাবে সেটা ?"

"যার মাল সে।"

"বুঝলাম। এটা আবার কাউকে বলে বোসো না, থানা থেকেও চুরি যায়। কিন্তু ওই অবশ হওয়ার গল্প। নিজেই সরিয়ে গল্প ফাঁদেনি তো ?"

"না, না। তা হলে থানাতেই নিয়ে যেত না। হয়তো মাথা ঘুরে গেছে কোনও কারণে আর সেই ফাঁকে কেউ নিয়ে গেছে ওটা। আপনি বরং ওদের ছেড়েই দিন।"

"ছেড়ে দেব বলছ ? ওরা সিনেমায় টিকিট ব্ল্যাক করে।"

"সেটা তো শহরের সবাই জানে।"

"আচ্ছা চলি। পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা জানার পর মেজাজ খিঁচড়ে আছে। ওটা যদি অন্য কিছু হয় তো আমার দফা রফা হয়ে যাবে।" সহদেব বকসি

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

জেমস ব্রাউনকে জানান, যদি তাঁর দ্বারা কোনও উপকার হয় তা হলে তিনি সবসময় করতে রাজি আছেন। আপাতত তাঁর থানায় জরুরি কাজ আছে বলে চলে যেতে হচ্ছে।

সহদেব বকসি চলে গেলে জেমস এবার নীরবতা ভাঙল, "জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এর নাম তুমি জানলে কী করে? ইন্ডিয়াতে তো কারোর জানার কথা নয়!"

এই সময় হাবু এসে দুই পেয়ালা চা দিয়ে গেল। জেমসের যেন তার খুব প্রয়োজন ছিল। অর্জুন পকেট থেকে জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এর লাইটারটা বের করে জেমসের হাতে দিল। তার পকেটে তখনও দ্বিতীয় লাইটারটা রয়েছে। সেটার কথা সে ইচ্ছে করেই জানাল না।

খুব অবাক হয়ে গেল জেমস, "মাই গড! তুমি এটাকে কোত্থেকে পেলে?"

সে দ্রুত লক্ খুলে প্রথম ও দ্বিতীয় বোতাম টিপে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। অর্জুন সেটা লক্ষ করে বলল, "তোমার পকেটেও নিশ্চয়ই একটা রয়েছে?"

জেমস নীরবে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। অর্জুন তখন উঠে সদ্য-আসা পত্রিকার পাতা খুলে বিজ্ঞাপনটা জেমসের সামনে ধরল। তৎপর চোখে বিজ্ঞাপনটা পড়ল জেমস। অর্জুন বলল, "এটা এস. এন. রায়ের লাইটার। উনি গতকাল এখানে এসেছিলেন। যাওয়ার সময় ভুল করে ফেলে গিয়েছিলেন।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

"আই. সি," বলে জেমস ব্রাউন চোখ বন্ধ করল। তারপর বলল, "তুমি যদি কিছু মনে না করো, তা হলে আমাকে বলবে, ঠিক কী কী জানো এবং কেমন করে জানো?"

অর্জুন বলল, "আমি তোমাকে কী করে বিশ্বাস করব?"

জেমস চটপট ওর পরিচয়পত্র বের করে দেখাল। সেখানে তার ছবিও আছে। অর্জুন তবু বলল, "এটাও যে জাল নয় তা বুঝব কী করে?"

জেমস চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল, "কী প্রমাণ চাও?"

অর্জুন এবার হাসল, "জেমস, আমি কিছুটা আন্দাজ করেছি, কিন্তু মিলিয়ে নিতে চাই। তুমি আর এস. এন. রায় কী উদ্দেশ্য নিয়ে আমেরিকা থেকে কাঠমণ্ডুতে এসেছিলে?"

জেমস ব্রাউন অবাক হয়ে গেল। সে বলল, "তোমার বয়স দেখে আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম। আমি বুঝতে পারছি তুমি কিছু তথ্য জেনে গেছ। গতকাল রয় এখানে না আসার ব্যাপারে তো তোমার কোনও জ্ঞান হওয়া সম্ভব ছিল না। রয় বলেছিল, অমল সোমের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। তিনি নেই। তুমি তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট। ঠিক আছে, আমি তোমাকে বিশ্বাস করছি। কিন্তু এই ঘরে কথা বলা কি নিরাপদ?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "এই ঘরের ধারেকাছে কেউ এলে সে হাবুর চোখে

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

পড়বেই। ও কথা বলতে পারে না বলেই বোধহয় অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলো খুব সজাগ। তুমি শুরু কর।"

জেমস ব্রাউন শুরু করল, "এস. এন. রায় জোন্স অ্যান্ড জোন্স কোম্পানির একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এর তৈরি লাইটার সম্পর্কে তুমি কি..."

"আমি সব জানি। যারা জাল লাইটার তৈরি করেছে তারা সব পেরেছে শুধু রে তৈরি করতে পারেনি।"

"মাই গড। ভারতীয় তরুণরা এত বুদ্ধিমান হয় আমার জানা ছিল না। হ্যাঁ, যারা ওই লাইটার জাল করছে তারা সেকেন্ড বোতামটা টিপে রে বের করার কৌশলটা আয়ত্ত করতে পারেনি। কিন্তু তাতেই কোম্পানির যা ক্ষতি হবার হয়ে যাচ্ছে। জোন্স অ্যান্ড জোন্স ফেডারেল ব্যুরোকে সাপ্লাই দিত। বাজারে যা ছেড়েছিল লাইসেন্সের বদলে তা তুলে নিয়েছিল সরকারের আপত্তিতে। শুধু দু'জন জানিয়েছিল তারা লাইটার হারিয়ে ফেলেছে। আমরা দেখেছি লোক দুটোর মিথ্যে বলার কোনও কারণ নেই। কিন্তু ওই দুটো লাইটার বাজারে এমন লোকের হাতে গিয়েছে যা শুধু অপরাধীদের হাত শক্ত করবে না, এফ. বি. আই.-কে পর্যন্ত বিভ্রান্ত করছে। প্রতিটি লাইটার পরীক্ষা না করে আমরা নিশ্চিত হতে পারছি না, ওটা ঠিক না জাল।

"জোন্স অ্যান্ড জোন্স এবং এফ. বি. আই. যুক্তভাবে ওই লাইটার দুটো উদ্ধার করতে চায়। এই মুহূর্তে কয়েকটা দল পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে দুটো আসল লাইটার খুঁজে যাচ্ছে। মোটামুটি স্থির সিদ্ধান্তে এসেছিলাম। হংকং, সিঙ্গাপুর, কোরিয়া, থাইল্যান্ড অঞ্চলে জাল লাইটার তৈরি হচ্ছে। এবং আমাদের বিশ্বাস করার পেছনে যুক্তি আছে যে জাল লাইটার যারা তৈরি করছে তাদের কাছেই আসলটি রয়েছে। দিন বারো আগে আমাদের কাছে খবর এল, সন্দেহভাজনদের একজনকে কাঠমাণ্ডুতে দেখা গেছে। তারা চাইছে ভারতবর্ষের এই অঞ্চলে লাইটারগুলোর ব্যবসায়িক এলাকা বিস্তৃত করতে। আমরা ভারত সরকারকে ব্যাপারটা জানিয়েছি। কিন্তু আমাদের হাতে হঠাৎ একটি লাইটার এল। ওগুলো দেখতে অবিকল জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এর তৈরি লাইটারের মতো। প্রথম বোতাম টিপলে ফ্লেম দেখা যায় না কিন্তু সিগারেট ধরানো যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে শুরু হয়ে যায় চার্জ। দশ সেকেন্ডের মধ্যে দ্বিতীয় বোতাম টিপে ছুঁড়ে দিলে একটা শক্তিশালী গ্রেনেডের চেয়ে বেশি কাজ করে। ওরা রে আবিষ্কার করেনি, কিন্তু লুকানো গ্রেনেড আবিষ্কার করে ফেলেছে। বুঝতেই পারছ, এই লাইটারগুলি তাদের কাছে কতখানি মূল্যবান, যারা ওটা ব্যবহার করতে চায়। হোয়াইট হাউসে বেড়াতে গিয়ে সিগারেট ধরাবার নাম করে কেউ যদি ওটা ব্যবহার করে, তা হলে যা হবে কল্পনা করতে চাই না আমরা। সিঙ্গাপুরে যে-লোকটি ধরা পড়েছে সে আমাদের জানিয়েছিল,

www.banglabookpdf.blogspot.com

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

ওরা তরাই অঞ্চলটাকে ঘাঁটি করতে চায়। এখান থেকে ইন্ডিয়ার বিভিন্ন প্রভিন্স, বাংলাদেশ এবং নেপাল, ভুটানকে বাজার তৈরি করবে। লোকটার কথা বিশ্বাস করার কারণ আছে, পরদিনই পুলিশের হেফাজতে লোকটি মারা যায়। তার হৃৎপিণ্ড শুধু অচল হয়ে গিয়েছিল। আমরা বিশ্বাস করি, ওটা জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এর আসল লাইটার ব্যবহার করে করা হয়েছিল। এনি ওয়ে, উই ওয়ান্ট টু স্টপ দিস! আমরা যখন এই অঞ্চলের ম্যাপটা স্টাডি করছিলাম, তখন লক্ষ করলাম, ইন্ডিয়ান পুলিশ দীর্ঘ এলাকাকে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না। এই সময় রয় অমল সোমের কথা বলল। পাঙ্কদের সঙ্গে ওঁর নাকি একটা এনকাউন্টার হয়েছিল, এবং তাদের কাছ থেকে একটি মেয়েকে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই রিপোর্ট নিউইয়র্ক টাইমসে ছাপা হয়েছিল এবং রয় ওর এক আত্মীয়ার মাধ্যমে জেনেছিল। সেই আত্মীয়ার দাদা বোধহয় অমল সোমের পরিচিত। সুতরাং এই ঠিকানা পেতে আমাদের কোনও অসুবিধে হয়নি। আমরা ঠিক করেছিলাম পাঙ্কদের ব্যাপারটা যিনি ট্যাকল করতে পেরেছেন, প্রয়োজনে তাঁর সাহায্য নেব। লোকটির সন্ধানে কাঠমাণ্ডুতে আসবার পর আমরা হতাশ হলাম। ওখানে সঠিক সোর্স না থাকলে কাউকে খুঁজে বের করা মুশকিল। রয় জানতে পারল কাঠমাণ্ডু থেকে বাই রোড শিলিগুড়িতে যাওয়া যায়। বাগডোগরা এয়ারপোর্টে যাচ্ছে এমন লোক কম নয়। সেই সময় আমরা জানতে পারলাম দ্যাট ম্যান ইজ নাউ ইন ডুয়ার্স। রয় এল প্লেনে। আমি বাসে। কথা ছিল শিলিগুড়িতে আজ আমরা মিট করব। দ্যাটস অল।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

কথা শেষ করে জেমস তার চুলে হাত বোলাল। ব্যাপারটা বোধহয় ওর মুদ্রাদোষ।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "তুমি থানায় গেলে কেন? এস. এন. রায় ঠিকমতো না পৌঁছনোতেই তোমার কেন মনে হল থানায় যাওয়া উচিত?"

জেমস বলল, "আমাদের মধ্যে তাই কথা ছিল। নাউ টেল মি, তুমি কী করে এত জানলে?" অর্জুনের মনে হচ্ছিল জেমস ঠিকঠাক বলেছে। সে যখন বলতে আরম্ভ করল তখন আর কোনও আড়াল রাখল না। পোড়া-গদাইকে দিয়ে সে লাইটারগুলো থানায় পাঠিয়েছিল এটাও জানাল। এইমাত্র সহদেব বকসি জানিয়ে গেলেন যা উধাও হয়ে গেছে থানার চত্বর থেকেই।

জেমস সব শুনে চুপচাপ বসে রইল খানিক, "তুমি কি মনে করো রায়বাড়ির ছোট ছেলে ওই দলটার সঙ্গে যুক্ত। কেন সে গাড়ি নিয়ে ওইসময় বেরিয়েছিল?"

"আমি বুঝতে পারছি না। তবে সে এখন থাকে তোমাদের দেশে। সেই সূত্রের যোগাযোগ থাকলেও থাকতে পারে। কোথায় গিয়েছিল সেটা জানতে পারলে ব্যাপারটা সহজ হত অবশ্য।"

জেমস বলল, "ওর ভাইয়ের কথামতো যে লাইটারটা ওর কাছে ছিল, সেটা

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

এখন কোথায় ?"

এবার অর্জন পকেট থেকে দ্বিতীয় লাইটারটা বের করে দিল, "অ্যাকসিডেন্ট হওয়ার পর উদ্ধার করার সময় কাটা-গদাইয়ের এক শাগরেদ এটাকে পকেট থেকে সরিয়েছিল।"

সন্তর্পণে লাইটারটাকে ধরে জেমস জিজ্ঞেস করল, "এটাকে পরীক্ষা করেছ ?"

"হ্যাঁ, জাল।" অর্জুন নিশ্চিন্ত গলায় বলল।

জেমস মাথা নাড়ল, "আমার মনে হচ্ছে এই ভদ্রলোক লোভের শিকার হয়েছে। শুধু একটা জাল লাইটার থাকার কারণে কেউ ওকে হত্যা করবে না। রয়কে হত্যা করার অবশ্যই একটা কারণ আছে। দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি ডিস্টার্বড। বাট হোয়াট অ্যাবাউট দিস চ্যাপ ?" এবং তখনই অর্জুনের মাথায় একটা চিন্তা চলকে উঠল। সত্যেন্দ্রনাথ এবং রায়বাবুর ছোট ছেলের পদবি এক। এবং এঁরা দু'জনেই এসেছেন আমেরিকা থেকে। দু'জন আগে থেকেই দু'জনকে চিনতেন কি ?

জেমস বলল, "তুমি একটা কাজ করতে পারো। আমার অনুমান, খুব অল্পের জন্যে তুমি বেঁচে গেছ। ওই ব্যাগে যে ক'টা লাইটার দেখেছ তার সবগুলোই যে নিরীহ হবে এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। আর নেই বলেই ওরা ব্যাগটাকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। ওই জাল লাইটার এখানে একশো-দুটো টাকার বেশি দামে বিক্রি হবে না। ওরা অত অল্পের জন্য অত কষ্ট করবে না। লাইটারগুলো মেশানো ছিল। তুমি সৌভাগ্যক্রমে নিরীহ লাইটারটায় হাত দিয়েছিলে। কিন্তু এ সবই আমার অনুমান। তুমি নিহত ছেলেটির বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নিতে পারো, গতকাল কেউ তার সঙ্গে দেখা করেছিল কি না। কিংবা কোথায় যাচ্ছিল সে ? অ্যান্ড হোয়াট অ্যাবাউট দ্যাট কার যা এস. এন. রয় ভাড়া করে এনেছিল !"

www.banglabookpdf.blogspot.com

অর্জুন মাথা নাড়ল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "তুমি আজ রাত্রে কি এই শহরে থাকবে ?"

"অফ কোর্স।" জেমস বলল, "আমাদের প্রতিপক্ষ এখানে আছে। কিন্তু তোমার সাহায্য চাই। একজন বিদেশি হিসেবে আমি একা কিছু করতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। রয় যেখানে ছিল সেখানে জায়গা পেতে অসুবিধে হবে ?"

অর্জুন চিন্তিত গলায় বলল, "সেখানে থাকাটা ঝুঁকি হয়ে যাবে না ?"

জেমস উঠে দাঁড়াল, "প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু নিয়ে আমরা হাঁটাচলা করি। আমার যদি কিছু হয় তা হলে কলকাতার আমেরিকান কনস্যুলেটে জানিয়ে দিও। লেটস্ গো টু দ্যাট জেন্টলম্যান যিনি টোব্যাকো পত্রিকা পড়েন।"

"সুধাময় সান্যাল ? কেন ?"

"আমার ভয় হচ্ছে তিনি খুব বেশি জেনে গেছেন, এটাই তাঁর অপরাধ হতে

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

পারে।"

বিশাল ব্যাগটা হাতে ঝুলিয়ে স্বচ্ছন্দে হাঁটছিল জেমস। কয়েক পা এগিয়েই ওরা রিকশা পেয়ে গেল। অর্জুন দেখল শহরের রাস্তায় তাকে একজন বিদেশির সঙ্গে রিকশায় বসে থাকতে দেখে অনেকেই ঘুরে-ঘুরে তাকাচ্ছে। এখন ঘন বিকেল। অর্জুনের খিদে পাচ্ছিল। সুধাময় সান্যালের বাড়িতে গেলে খাবার পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। অমলদা থাকলে এক কাপ কফি আসে দুধ-চিনি ছাড়া। সে জেমসকে বলল, "আমরা যদি পাঁচ মিনিট রিকশাটা দাঁড় করাই তা হলে তোমার কি খুব আপত্তি হবে? আমার বেশ খিদে পেয়ে গেছে।"

জেমস হেসে বলল, "তুমি আমার মনের কথা বলেছ। কিন্তু এখানে কী খাবার পাওয়া যায়! ইন্ডিয়াতে ম্যাকডোনাল্ড কোম্পানির অবিলম্বে ব্যবসা শুরু করা উচিত।"

অর্জুন ওই কোম্পানির নাম শুনেছে। কম পয়সায় সুন্দর খাবারের দোকান করেছে তারা আমেরিকা এবং ইউরোপে। সে বলল, "ওই দোকানে দারুণ রাধাবল্লভি ভাজে। সঙ্গে জিলিপি।"

"রাধাবল্লভি। হোয়াটস দ্যাট?" জেমসের চোখমুখে বিস্ময় ফুটল।

ইংরেজিতে রাধাবল্লভি শব্দটাকে কিছুতেই অনুবাদ করতে পারল না অর্জুন। সে জেমসকে বলল, "তুমি রিকশা থেকে নেমে দোকানে এসে খাবারটা দ্যাখো।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

জলপাইগুড়ি শহরের এই অঞ্চলের দোকানগুলো যেমন হয় এটি তেমন। শোকেসে মিস্টি, সামনের বেঞ্চিতে বসে খদ্দেররা খাচ্ছে। পাশের নর্দমার গন্ধটাকে কেউ আমল দিচ্ছে না। সেদিকে তাকিয়ে জেমস মাথা নাড়ল, "তুমি খাও। আমি পারব না।"

অর্জুন জোর করল না। বিদেশিদের এই ব্যাপারে অনেক মানসিক বিধিনিষেধ আছে বলে সে শুনেছিল। সেটা হাতেনাতে প্রমাণিত হল। দ্বিতীয় রাধাবল্লভি মুখে দেওয়া মাত্র কাণ্ডটা হল। জেমস বসে ছিল রাস্তার পাশে দাঁড় করানো রিকশায়। রিকশাওয়ালা বিশ্রাম পেয়ে নেমে দাঁড়িয়ে খৈনি খাচ্ছিল। বেশ শান্ত চারদিক। ঠিক তখনই গাড়িটাকে যেতে দেখল সে। সেই একই রকম ধুলো-ভর্তি গাড়ি। নাম্বারপ্লেটটা পড়ল সে। পশ্চিমবঙ্গের নাম্বার। বাঁক নিয়ে কিছুদূর গিয়ে গাড়িটা যেন গতি কমাল। ড্রাইভারকে দেখতে পেল না অর্জুন, কিন্তু সে নিশ্চিত যে লোকটা ঘাড় ঘুরিয়ে জেমসকে দেখেছে। অর্জুন তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এল। এবং সঙ্গে-সঙ্গে গাড়িটা বেরিয়ে গেল। তাকে ওই অবস্থায় দেখে জেমস জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার?"

গাড়িটাকে আর দেখতে না পেয়ে অর্জুন ফিরে গেল দোকানে। দাম মিটিয়ে সে ধীরেসুস্থে রাস্তায় উঠে জেমসকে বলল, "আমাদের উচিত রিকশাটাকে ছেড়ে দেওয়া।"

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

"কেন ?" জেমস অবাক হল।

"এস. এন. রয় যে গাড়িতে আমাদের ওখানে এসেছিলেন, সেই গাড়িটাকে আমি এখনই দেখতে পেলাম। নাম্বারপ্লেটটা আমি লক্ষ করিনি কিন্তু মনে হচ্ছে সেইটেই।"

জেমস পেছন দিকে একবার তাকাল, তারপর জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি নিশ্চিত ?"

"মনে হচ্ছে, বললাম।"

"তা হলে ভালই হল। ওরা আমাদের খুঁজে বের করবে। নিশ্চয়ই ওরা জানে রয় তোমার সঙ্গে গতকাল কথা বলেছিল। ওরা এ-কথাও জানে, আমি রয়ের সঙ্গে দেশে এসেছি। অতএব আশা করছি আমরা মুখোমুখি হতে পারব। কিন্তু রিকশা ছাড়তে বলছ কেন ?"

"ওরা আক্রমণ করতে পারে।"

"সাক্ষী রেখে কেউ আক্রমণ করে না। উঠে পড়ো।"

অর্জুন যদিও জেমসের পাশে বসল, তবু তার অস্বস্তি হচ্ছিল। কাঁচা রাস্তা দিয়ে এখন যাচ্ছে রিকশাটা। জেমসের কথা যদি ঠিক হয়, তা হলে একটা লাইটার চার্জ করে ছুঁড়ে দিলেই কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না। করলা সেতু পেরিয়ে আর একটু এগোতেই সে দেখতে পেল, পোড়া-গদাই আর কাটা-গদাই আসছে। পোড়া-গদাইয়ের কাঁধে হাত রেখেছে কাটা-গদাই। ওরা দূর থেকে তাকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করতে লাগল। জেমস জিজ্ঞেস করল, "এরা কারা ?"

www.banglabookpdf.blogspot.com

অর্জুন দ্রুত পরিচয় দিয়ে রিকশাটা দাঁড় করাতে বলল। সামনাসামনি পৌঁছে সে রিকশা থেকে নেমে পোড়া-গদাইয়ের সামনে গিয়ে বলল, "কিছু মনে কোরো না, আমি ভাবতে পারিনি সহদেবদা তোমাদের ধরে রাখবেন। ছেড়ে দিয়েছেন দেখে খুশি হলাম।"

সঙ্গে-সঙ্গে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল পোড়া-গদাই, "আমি কথা রাখতে পারিনি। আপনি আমাকে যে কাজ দিয়েছিলেন তা করতে পারিনি। ক্ষমা চাওয়ার মুখ নেই আমার।"

কাটা-গদাই মুখ নিচু করল। তাকেও খুব দুঃখিত দেখাচ্ছিল। অর্জুন বলল, "কী করে ব্যাপারটা হল, তা সহদেবদার মুখে আমি শুনেছি। কিন্তু তোমাদের কি নতুন কিছু বলার আছে ?"

পোড়া-গদাই প্রথমে মাথা নাড়ল, "আগে বলুন কী করলে ক্ষমা পাব ?"

অর্জুন বলল, "তোমাদের যখন কোনও দোষ নেই, তখন কেন ক্ষমা চাইছ। ঠিক আছে, আমি কিছু মনে করিনি। তোমরা দু'জনে কি সোজা থানায় চলে গিয়েছিলে ?"

এবার কাটা-গদাই মাথা নাড়ল, "না। হাঁটতে-হাঁটতে হাসপাতালের সামনে

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

গিয়ে পোড়াকে আমি বলেছিলাম. জিনিসগুলো দেখাতে। ও বলল, খুব দামি-দামি লাইটার আছে ব্যাগে। আমি বললাম যে, আমিও আজ একটা লাইটার পেয়েছিলাম। তখন পোড়া ব্যাগটা খুলে আমাকে লাইটারগুলো দেখাল। আমরা হাসপাতালের সামনের রকে বসে লাইটারগুলো দেখছিলাম। এইসময় একটা লোক আমাদের জিজ্ঞেস করল, ওগুলো কোত্থেকে পেয়েছি? আমি তাকে ভাগিয়ে দিলাম। কিন্তু মনে কুমতলবএল। পোড়াকে ধাপ্পা দিয়ে একটা লাইটার সরিয়ে নিলাম। থানায় গিয়ে দেখলাম বড়বাবু নেই। পোড়া একটা বেঞ্চিতে হেলান দিয়ে বসে ব্যাগটাকে পাশে রেখেছিল। আমি সিগারেট খাব বলে বারান্দায় বেরিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ পরেই একটা নেপালি গাড়ি নিয়ে থানায় এল। সে খুব বড়বাবুর খোঁজ করল। তার কোনও চেনা মানুষ কাল মারা গেছে। মর্গে নাকি ডেডবডি আছে। সেই ব্যাপারে খোঁজ নিতে চায়। একটু পরে লোকটা বেরিয়ে গেল ব্যাগ হাতে নিয়ে। আমার মনে হল ওটা পোড়ার ব্যাগ। সত্যি কি না দেখবার জন্য ভেতরে ছুটে এসে পোড়াকে হেলান দিয়ে একইভাবে বসে থাকতে দেখলাম, কিন্তু ব্যাগটা নেই। পোড়াকে হাত দিয়ে ঝাঁকুনি দিতেই ও বেঞ্চিতে টলে পড়ল। যখন জ্ঞান ফিরল, তখন বড়বাবু কিছুতেই বিশ্বাস করলেন না আমাদের কথা।"

কাটা-গদাই থামতে পোড়া-গদাই বলল, "আমি চুপচাপ বসে ছিলাম। হঠাৎ দেখি একটা লোক আমার সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাচ্ছে। সে সিগারেট ধরাল, কিন্তু আগুন না জ্বেলেই। আমি তাকে বললাম, ওই লাইটার আমি চিনি। তারপরেই আর কোনও খেয়াল নেই। বড়বাবু আমাকে সেপাই দিয়ে পিটিয়েছেন।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

অর্জুন কাটা-গদাইকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি যখন দেখলে একটা লোক পোড়া-গদাইয়ের ব্যাগ নিয়ে চলে যাচ্ছে, তখন তাকে ধরলে না কেন?"

কাটা-গদাই বলল, "আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। পোড়ার কাছ থেকে কেউ কিছু ছিনতাই করবে ভাবতে পারা যায় না।"

অর্জুন হাত বাড়াল, "লাইটারটা দাও।"

কাটা-গদাই পকেট থেকে সেটা বের করে জিজ্ঞেস করল, "পোড়াকে কী ভাবে অজ্ঞান করেছিল? কোনও গন্ধটন্ধ শুঁকিয়ে, তাই না? ও সেটা বলছে না?"

পোড়া-গদাই সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিবাদ করল, "না, না, সত্যি বলছি, কেউ কিছু শোঁকায়নি আমাকে।"

অর্জুন ওদের কিছু বলল না। এরকম একটা অস্ত্রের অস্তিত্ব জানলে ওদের লোভ বেড়ে যাবে।

সে লাইটারটাকে ভাল করে দেখল। আগেরগুলোর সঙ্গে কোনও তফাত নেই। কাটা-গদাইকে সে বলল, "একটা খুব বড় ঝামেলা শুরু হয়েছে।

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

তোমরা বাড়ি চলে যাও।"

কাটা-গদাই বলল, "ঝামেলা ? জান লড়িয়ে দেব। কী করতে হবে ?"

"এখন কিছু করতে হবে না। লোকটাকে দেখলে চিনতে পারবে ?"

"হ্যাঁ। নিশ্চয়ই। তবে হাসপাতালে যে আমাদের প্রশ্ন করেছিল, তাকে মনে হয় চিনি।"

"আগে নাথুয়া-জলপাইগুড়ি রুটে বাস চালাত," পোড়া-গদাই জানাল।

"এখন কী করে ?"

"জানি না। অনেক বছর দেখিনি। খোঁজ নিতে পারি। তবে সেই লোক আর থানার লোক এক নয়।" কাটা-গদাই নিশ্চিন্ত হয়ে বলল।

অর্জুন বলল, "তা হোক, তবু তোমরা ওর খবর নিয়ে যদি পারো একবার রাত্রে আমার বাড়িতে এসো।"

আবার রিকশায় উঠে বসে জেমসকে সমস্ত ঘটনাটা খুলে বলল অর্জুন। এতক্ষণ জেমস চুপচাপ ওদের দেখেছে। এবার জিজ্ঞেস করল, "এরা কি লোকাল ক্রিমিন্যাল ?"

অর্জুন একটু সময় দিল, "না, ঠিক ক্রিমিন্যাল বলা যায় না, আবার বলতেও পারো। এরা দুটো সিনেমা হলের টিকিট ব্ল্যাক করে। এতদিন শত্রু ছিল, আজ বন্ধু হয়েছে।"

জেমস হেসে জিজ্ঞেস করল, "কী রকম ?"

www.banglabookpdf.blogspot.com

অর্জুন তখন ব্যাপারটা বলল। তারপর হাতের লাইটারটার লক্ খুলল। সঙ্গে-সঙ্গে জেমস চাপা গলায় বলল, "সাবধানে বোতাম পুশ করবে।"

"এটা তো জাল।"

"জাল তো নিশ্চয়ই। কিন্তু কী ধরনের জাল তা তো জানি না।"

সুধাময় সান্যালের বাড়ির সামনে পৌঁছে গিয়েছিল রিকশাটা। অর্জুন ওকে দাঁড়াতে বলল।

সন্ধে হয়ে আসছে। তিস্তা বাংলোতে যাওয়ার রিকশা এটাকে ছেড়ে দিলে পাওয়া যাবে না।

হাতের লাইটারটার লক্ তখনও খোলা। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "এটাকে কী ভাবে পরীক্ষা করব ?"

জেমস একটা সত্যিকারের জাল লাইটার আর এইটের ওজন এক কি না অর্জুনকে হাতের তালুতে রেখে যাচাই করতে বলল। সেটা করামাত্র অর্জুন কাটা-গদাইয়ের সরানো লাইটারটার ওজন বেশি টের পেল। সে জেমসকে বলল, "এটা এত ভারী ভাবিনি।"

জেমস ওর হাত থেকে লাইটারটা তুলে নিল। তারপর ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত মুখে হাসি ফুটে উঠল, "দ্যাখো, নতুন লাইটারটার পেছনে লেখা রয়েছে জোন্স অ্যান্ড জোন্স। এ. এন. রয়েছে, ডি.

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

নেই। অবশ্যই এটা সংকেত, যারা ব্যবহার করে তারা জানে! তোমার লোক যদি লোভ সামলে হাতসাফাই না করত তা হলে এইটের অস্তিত্ব আমরা টের পেতাম না। মনে হচ্ছে দ্বিতীয় বোতাম টিপলেই বিস্ফোরণ হবে। অবশ্য তার আগে আমাদের এই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করা উচিত।" খুব সাবধানে ওটা নিজের পকেটে রেখে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে ছিল জেমস।

অর্জুন বলল, "এখানেই সুধাময় সান্যাল থাকেন। বৃদ্ধ মানুষ। বিয়ে-থা করেননি। এককালে কলেজে পড়াতেন। কিন্তু লাইটারটার সম্পর্কে জানা গেল না।"

জেমস বল, "কী জানতে চাও? এটা ছুঁড়লে বিস্ফোরণ হয় কি না? যদি হয় তা হলে এটা আর কাজে লাগবে না। তাই না?"

"বিস্ফোরণ হলে কী রকম হবে?'

"একটা হাতি মরে যাবে, এইমাত্র।"

অর্জুন কথা না বলে নিজেদের উপস্থিতি জানান দিল। কিন্তু মনের মধ্যে অস্বস্তিটা থেকেই গেল। ওই লাইটার সত্যি বিস্ফোরক কি না তা না ছুঁড়লে জানা যাবে না। কিন্তু সেটা না হলে জেমসের ধারণা সঠিক বলে প্রমাণ হবে না। সেক্ষেত্রে নানারকম সন্দেহ উঠতে পারে।

সুধাময় সান্যালের ভৃত্য দরজা খুলল। অর্জুনকে দেখে বলল, "বাবুর শরীর খারাপ, আজ কারও সঙ্গে দেখা করবেন না।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

অর্জুন অবাক হল। এরকম তো কখনও হয়নি। একবার সুধাময় সান্যালের ম্যালেরিয়া হয়েছে শুনে সে অমলদার সঙ্গে দেখতে এসেছিল। তখন তো কোনও বাধা পায়নি। সে ভৃত্যকে জিজ্ঞেস করল, "বাবুর কী হয়েছে?"

"আমি ঠিক জানি না, তবে দেখা হবে না।"

"ডাক্তার এসেছিল?"

"সেটাও জানি না।"

অর্জুন জেমসকে সংবাদটা অনুবাদ করে জানাল। জেমস জিজ্ঞেস করল, "এই লোকটা যে বিশ্বাসযোগ্য তাতে তুমি নিশ্চিত?"

অনেকদিন ধরে ভৃত্যটাকে দেখছে অর্জুন। অবিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই। কথাটা জানালে জেমস বলল, "জিজ্ঞেস কর তো, একটু আগে কেউ এসেছিল কি না।"

ভৃত্যটা বলল, "দু'জন লোক এসেছিল। তাদের মধ্যে একজনের চেহারা এই সাহেবের মতন। তারা কথা বলে চলে যাওয়ার পর থেকেই বাবুর শরীর খারাপ করেছে।" অর্জুনকে সে চেনে বলেই এত কথা বলল, নইলে বলত, "বাবু বলেছেন কারও সঙ্গে কোনও কথা না বলতে।" চাকরটা দরজা বন্ধ করে দিল।

"দু'জন লোক এসেছিল। তার মধ্যে একজনকে তোমার মতো দেখতে।"

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

"প্রত্যেকটা রাউন্ডে হারছি আমরা।" বিড়বিড় করল জেমস, "প্রার্থনা করছি, এই ভদ্রলোক বেঁচে থাকুন। চল, আমরা আস্তানার খোঁজে যাই।"

অর্জুন রিকশার কাছে চলে এল। সুধাময় সান্যালের ব্যবহারে সে খুব দুঃখিত হয়েছিল। লোক দুটো কী কথা বলল যার জন্য ভদ্রলোক জনসংযোগ ত্যাগ করতে চাইছেন! জেমসের মতো দেখতে, বলল ভৃত্যটা। তা হলে কি আর একজন আমেরিকান এই শহরে এসেছে? তা হলে গদাইরা তো সে কথা বলত! জেমস যাই বলুক, সুধাময় সান্যাল মারা যাননি। ভৃত্যটি এতবড় কথা চেপে যেত না। সুধাময় সান্যাল থাকেন দোতলায়। অর্জুনের মনে হল, কেউ যেন ব্যালকনি থেকে চট করে সরে গেল। সে জেমসকে রিকশায় অপেক্ষা করতে বলে বাড়িটার একপাশে চলে এল। বৃষ্টির জলের পাইপ ছাদ থেকে ব্যালকনির পাশ দিয়ে নীচে নেমে এসেছে। অর্জুন পাইপটা ধরল। উঠতে কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যালকনিতে পৌঁছে গেল সে। এখন সন্ধে হয়ে গেছে। মশার কারণে আশেপাশের বাড়িগুলোর জানালা বন্ধ। ফলে অর্জুনের মনে হল, সে কারও চোখে পড়েনি। রেলিঙ টপকে ব্যালকনিতে ঢুকতেই সে সুধাময় সান্যালকে দেখতে পেল। পেছনে হাত রেখে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে কিছু দেখছেন।

"আপনার শরীর খারাপ?" অর্জুন স্পষ্ট জিজ্ঞেস করল। সঙ্গে-সঙ্গে মুখ ফেরালেন সুধাময় সান্যাল আর সেখানে আতঙ্ক ফুটে উঠল। এক পা পিছিয়ে গেলেন তিনি, "তুমি? তুমি কী করে উপরে উঠে এলে? নো, নো, ইটস নট গুড। এইভাবে বাড়িতে ঢুকতে পারো না তুমি!"

www.banglabookpdf.blogspot.com

অর্জুন ঘরে ঢুকল, "আপনার কী হয়েছে? এরকম ব্যবহার করছেন কেন আপনি?"

দ্রুত ভেতরের দরজার দিকে ছুটে গেলেন সুধাময়। তারপর চলে এলেন ব্যালকনিতে। মুখ ঘুরিয়ে আশেপাশে তাকালেন। তারপর ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "সাহেবটা কে?"

"আমেরিকান। অমলদার কাছে এসেছে।"

"অমল! অমল ফিরেছে?" সুধাময় ব্যগ্র হয়ে প্রশ্ন করলেন।

"না।"

উত্তরটা শোনামাত্র সুধাময়ের মুখে কালো ছায়া নামল। তিনি বললেন, "অর্জুন, তুমি এখনই চলে যাও। কিছুদিন আমি কারও সঙ্গে দেখা করতে চাই না।"

অর্জুন শান্ত গলায় প্রশ্ন করল, "কেন?"

"জোন্স অ্যান্ড জোন্স, অর্জুন জোন্স অ্যান জোন্স আমার সর্বনাশ করেছে। এখন আমি আমার কাজের লোককেও বিশ্বাস করতে পারছি না। ওই লোকগুলো সত্যিকারের খুনি।" কথাগুলো বলার সময় ওঁর মুখের ভঙ্গি

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

বোঝাল তিনি যথার্থই ভীত।

"ওরা কী বলেছে আপনাকে ?"

"ওরা ! কাদের কথা বলছি তুমি জানো ?"

"না। তবে অনুমান করতে পারি। জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এর লাইটার জাল করে এদেশে যারা ব্যবসা করতে চায়, তারাই এসেছিল আপনার কাছে। আপনি কি জানেন গত চব্বিশ ঘণ্টায় ওরা দু'জন মানুষকে খুন করেছে, যাদের কাছে জাল লাইটার ছিল ? ওরা কী করে জানল যে, আপনি লাইটারটার ব্যাপারে সব খবর রাখেন ?"

"রায়বাবুর ছোট ছেলে ওদের বলেছে, আমি এই লাইটারটার সম্পর্কে সমস্ত লিটারেচার পড়ে জেনেছি। আমিই বলেছি তার সঙ্গে আনা লাইটার জাল। ওরা আমাকে শাসিয়ে গিয়েছে আমি যেন কারও সঙ্গে এই ব্যাপারে কথা না বলি। বললে কী হবে, তা আমার বেড়ালটার ওপর পরীক্ষা করে দেখিয়ে দিয়েছে।" সুধাময় সান্যাল হাত বাড়ালেন টেবিলটা দেখাতে। সেখানে বেড়ালটা পাশ ফিরে শুয়ে ছিল। কিন্তু সচেতন চোখে অর্জুন বুঝল ও বেঁচে নেই। জীবিত বেড়াল অতক্ষণ পাশ ফিরে শুয়ে থাকতে পারে না।

হঠাৎ অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ওরা আপনাকে দয়া দেখাবে কেন ? শুধু ভয় দেখিয়ে চলে যাওয়ার পাত্র তো ওরা নয়।"

"আমি জানি না, বিশ্বাস কর, আমি জানি না। হরিপ্রসাদের কাছে টেলিফোনে ওরা আমার কথা জেনেছিল। ওদের খুব তাড়া ছিল। একজন চেয়েছিল আমায়...।" ঢোক গিললেন সুধাময়, "কিন্তু দ্বিতীয়জন বলল, চাকরটা ওদের ঢুকতে দেখেছে। আজ রাত্রে ওরা যখন সামচিতে পৌঁছচ্ছে না, তখন আর ঝুঁকি বাড়িয়ে কোনও লাভ নেই। সেটা শুনে প্রথমজন সাবধান করে চলে গেল। আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। ওরা কী চাইছে তাও বলল না। শুধু টোব্যাকো পত্রিকাটি নিয়ে চলে গেল।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

"সামচি ? আপনি কি ভুটানের সামচির কথা বলছেন ?"

"আমি বলিনি। ওরাই বলল। ভুটান ছাড়া আর কোথাও সামচি নামে কোনও জায়গা আছে বলে জানি না। ওরা কারা অর্জুন ?"

অর্জুন বলল, "অমলদা ফিরে এলে আপনার সঙ্গে দেখা করব। তার আগে আপনি কারও সঙ্গে এই ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলবেন না।"

যে-পথে ওপরে উঠে এসেছিল সেই পথেই সন্তর্পণে নেমে এল সে। যদিও এর ফলে জামা-প্যান্টে নোংরা লেগে গেছে। রিকশায় উঠে সে তাড়াতাড়ি তিস্তা বাংলোর দিকে যেতে বলল।

জেমস জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার ? কী হল ?"

অর্জুন জেমসের দিকে তাকাল। তারপর বলল, "ওরা এসে ওঁকে এমন শাসিয়ে গিয়েছে যে, উনি খুব ভেঙে পড়েছেন। এখন কথা বলার অবস্থায়

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

নেই।"

"দে আর রিয়েলি ডেঞ্জারাস," জেমস মন্তব্য করল।

তিস্তা বাংলোয় পৌঁছানো পর্যন্ত কোনও বিপদ হল না। ঘর পেতে ওদের কোনও অসুবিধে হল না। এবং সেই ঘরটিই পাওয়া গেল, যেখানে গতকাল সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন। বাবুর্চিকে খাবার অর্ডার দেওয়ার পর জেমস বলল, "খুব টায়ার্ড লাগছে আজ। কাল সকালে একবার ট্রাঙ্ককল করার চেষ্টা করতে হবে। তার মধ্যে তোমার ওই লোক দুটো যদি কোনও খবর আনে তো সৌভাগ্য বলতে হবে।"

অর্জুন দেখল জেমস তার লাগেজ না খুলেই বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল। সে যাওয়ার জন্য উঠল, "সাবধানে থেকো। যদি কেউ দরজা নক করে তা হলে তৈরি হয়ে খুলবে।"

সেই অবস্থায় জেমস বলল, "থ্যাঙ্কস্। আমি আত্মরক্ষায় অভ্যস্ত।"

॥ সাত ॥

আকাশে বেশ মেঘ। কখন মেঘ জমল তা টের পায়নি অর্জুন। হাঁটতে হাঁটতে সে পুরো ব্যাপারটা ভাবার চেষ্টা করছিল। যারা শহরে এসেছে তারা নিশ্চয়ই স্থানীয় কাউকে সঙ্গী করেছে। না হলে এত স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করতে পারত না। এই লোক্যাল লোকটি কি সেই ড্রাইভার? তাকেই কি আজ তারা গাড়িটা চালিয়ে যেতে দেখল? সামচিতে যাচ্ছে ওরা। সামচি হল জলপাইগুড়ি থেকে মাইল চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ দূরের ভুটান বর্ডার। নাম শুনেছে, কিন্তু কখনও যাওয়া হয়নি। গাড়িতে দূরের ভুটান বর্ডার। নাম শুনেছে, কিন্তু কখনও যাওয়া হয়নি। গাড়িতে ঘণ্টা দেড়েক লাগে। সুধাময় সান্যালের কথা যদি ঠিক হয় তা হলে ওরা আজ রাত্রেও এই শহরে থাকছে। এখন ওদের অস্তিত্ব একমাত্র অর্জুন ছাড়া এই শহরের কেউ জানে না। অতএব নিশ্চিন্ত ওরা। কিন্তু আজ রাত্রে কী কাজ ওদের? আবার তার লাইটারটার কথা মনে পড়ল। দু' নম্বর বোতামটা টিপলেই চার্জ হবে এবং তখন ছুঁড়ে দিলে দশ সেকেন্ডের মধ্যেই যে বিস্ফোরণ ঘটবে তাতে একটা হাতি মরে যাবেই। কিন্তু ওই লাইটারটাই যে সেই কর্মটি করবে তা প্রমাণিত হল কই; জেমসের কাছ থেকে চেয়ে আনলে ভাল হত। কথায়-কথায় ওটার কথা আসবার সময় একটুও খেয়াল ছিল না।

জলপাইগুড়ির একমাত্র হোটেলটির সামনে পৌঁছে অর্জুনের মনে হল ভেতরে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর খবরটা দিয়ে আসে। গতকাল ভদ্রলোক খুব ক্ষুব্ধ ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের ব্যবহারে। তাকে দেখেই ভদ্রলোক বললেন, "কী খবর। সব ভাল? কালকের লোকটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। শুনলাম

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

তিনি নাকি মারা গিয়েছেন ? আত্মহত্যা ? যা রাগী লোক। আরে ভাই, এই হোটেলের কেউ কোনও বদনাম কখনও করেনি। এই তো এক সাহেব আজ বিকেলে চলে গেলেন, তিনি তো কোনও বদনাম করেননি।"

কোনও মানুষ মারা গেলেও যারা তার সম্পর্কে রাগ পুষে রাখে তাদের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে হয় না অর্জুনের। তবু সে বলল, "আপনার হোটেলে আজকাল খুব সাহেব-মেম আসছে বুঝি ?"

"মেম না শুধু সাহেব। কাল একজন আমেরিকান ছিলেন, আজ চলে গেছেন। আর একজন চাইনিজ এসেছেন। খাওয়াদাওয়ার হেভি ঝামেলা ওদের।"

"আমেরিকান ভদ্রলোক ? কী নাম বলুন তো ?"

"খাতা দেখে বলতে হবে। হ্যাঁ, রবার্ট মিচেল। চা-বাগানের ব্যবসায় এখানে এসেছেন। খুব ভদ্রমানুষ।"

চা-বাগানের ব্যবসা এখানে আমেরিকানরা কখনও করেছে কি না অর্জুন জানে না। তবে রাস্তায় চলতে চলতে অর্জুনের মনে হল, রবার্ট মিচেল কেন ওই হোটেলে থাকতে গেলেন ? তিনি তো টি প্ল্যান্টার্স ক্লাবেই স্বচ্ছন্দে জায়গা পেতে পারতেন।

বাড়ির সামনে এসে সে অবাক হল। তাদের বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে। তার মানে কেউ দেখা করতে এসেছে। ইলেকট্রিকের বিল বেশি ওঠে বলে মা অকারণে বাইরের ঘরের আলো জ্বালিয়ে রাখেন না। সে নক করতেই যিনি দরজা খুললেন তাঁকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল অর্জুন। দরজা খুলে নির্বিকার ভঙ্গিতে চেয়ারে ফিরে গিয়ে ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট পত্রিকা ওলটাতে ওলটাতে অমল সোম বললেন, "মাসিমা একা থাকেন। এত রাত পর্যন্ত বাইরে ঘোরার কী দরকার তা বুঝি না !"

অর্জুনের সময় লাগল স্থির হতে, "আপনি ! আপনি কখন এসেছেন ?"

"এই তো। হাবু বলল তুমি গিয়েছিল। তাই চলে এলাম। মাসিমা বললেন গতরাতেও তুমি বাড়ি ফিরতে দেরি করেছ।"

অর্জুন উলটো দিকের চেয়ারে বসে জিজ্ঞেস করল, "আপনি বোম্বে থেকে লিখেছিলেন কবে ফিরবেন জানেন না, আপনাকে দেখে খুব ভাল লাগছে।"

অমল সোম কিছুক্ষণ তাকিয়ে বললেন, "অর্জুন, তোমার বুদ্ধি আগের থেকে অনেক ধারালো, কিন্তু এখনও পুরো হয়নি। আমার চিঠির ওপরে পোস্টাল স্ট্যাম্প দেখেছ ? ওগুলো বোম্বের নয়। যা হোক, হাবু বেচারা এখন হাসপাতালে। খুব সামান্য চোট লেগেছে যদিও। কিন্তু আমাদের বাইরের ঘরটা খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তুমি আসার আধঘণ্টা বাদেই ব্যাপারটা ঘটে।"

অর্জুন চমকে উঠল আবার, "কী হয়েছে বাইরের ঘরে ?"

"একজন নেপালি এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে। হাবু তাকে

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

বোঝাবার চেষ্টা করেছে আমি নেই। তখন সে তোমার কথা জিজ্ঞেস করে। হাবু যা বলে তা সে বোঝেনি। দরজা বন্ধ করার পর হাবু দেখেছে সে সিগারেট ধরাচ্ছে কিন্তু চলে যাচ্ছে না। মনে হয় লোকটা সন্দেহ করেছিল তুমি বাড়িতে আছ। ও বাইরের ঘরে পায়ের শব্দ পেয়েছিল, কিন্তু হাবু তখন পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। তার ওই ঘরে শব্দ করা সম্ভব না। ঠিক তাই সে কিছু একটা ছুঁড়ে দেয় ঘরের মধ্যে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বিস্ফোরণটা ঘটে। কী ছুঁড়েছে তা দেখবার জন্য এগিয়ে যেতে হাবু সামান্য আঘাত পায়। আর সেই সুযোগে লোকটা সরে পড়ে।"

অমলদা চুপ করলে অর্জুন উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "ঘরের ভেতরে কে শব্দ করেছিল?"

"আমি। তোমরা বেরিয়ে যাওয়ামাত্র আমি ফিরেছিলাম। হাবুকে আমি নিষেধ করি কাউকে আমার ফিরে আসবার খবর জানাতে। তার কিছুক্ষণ বাদেই ওই গাড়িটা নিয়ে নেপালি লোকটা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। এই নিয়ে ভাবনার কিছু নেই।"

"লোকটা কেন এমন করল আপনি অনুমান করতে পারেন?"

"হয়তো কোনওদিন ওকে কোনও অপরাধের জন্য ধরিয়ে দিয়েছিলাম, তার বদলা নিল। লোকটা লাইটার ছুঁড়তে যাচ্ছে দেখেই আমি দ্রুত পাশের ঘরে ছুটে যাই। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে যখন আমি বাড়ির পেছনে, তখনই বিস্ফোরণ ঘটল। লোকটাকে আমি চেষ্টা করলে ধরতে পারতাম। কিন্তু ও অত দ্রুত গিয়ে গাড়িতে উঠবে ভাবতে পারিনি। তা ছাড়া লাইটার থেকে বিস্ফোরণ তো কল্পনায় ছিল না।" কথা বলে কান খাড়া করলেন অমল সোম। চাপা গলায় বললেন, "দু'জন লোক বাইরে এসেছে। বাইরে গিয়েই কথা বল। আমি যে ভেতরে আছি তা জানানোর দরকার নেই।"

অমলদার এইভাবে ফিরে আসা এবং নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কথা বলা অর্জুনকে এমন অবাক করে দিয়েছিল যে, লাইটার সম্পর্কে অমলদা কতটা জানেন সেটা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেল। এই সময় দরজায় শব্দ হল। অর্জুন পরিচয় জানতে চাইলে ওপার থেকে উত্তর এল, "আমরা গদাই।"

সন্তর্পণে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল অর্জুন। পোড়া এবং কাটা-গদাই সামনে দাঁড়িয়ে। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "বল, কী খবর?"

কাটা-গদাই বলল, "লোকটার নাম মান সিং। নাথুয়া লাইনে বাস-ড্রাইভারি করত। কিন্তু বড় একটা চাকরি নিয়ে ও নাকি নেপালে চলে গিয়েছিল। অনেক বছর এখানে আসেনি। চার নম্বর গুমটির কাছে ওর বাসা ছিল। দু'দিনের জন্য নাকি বেড়াতে এসেছিল, আজ চলে গেছে ডুয়ার্সে। ওর এক ভাই এখনও আছে চার নম্বর গুমটিতে। সে বলল।"

পোড়া-গদাই বলল, "আমার খুব লজ্জা করছে। আমার দোষেই ব্যাগটা

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

হারালাম।"

কাটা-গদাই বলল, "আমাদের দিয়ে যা সম্ভব, তাই করব। ব্যাগটা উদ্ধার না করা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না। চোরের ওপর বাটপাড়ি।"

অর্জুন বলল, "মাথা গরম কোরো না তোমরা। যারা ওই ব্যাগ সরিয়েছে তাদের কাছে খুব জোরালো অস্ত্র আছে। তোমরা যদি আমাকে সাহায্য করতে চাও, তা হলে খুশি হব। তোমাদের মধ্যে একজন তিস্তা বাংলোতে চলে যাও। সেখানে দেখবে এক দুই তিন চার নম্বরের গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে কি না। যদি থাকে তো চলে এসো। কাউকে কিছু বোলো না। আর একজন এখানে অপেক্ষা করো। সন্দেহজনক কাউকে দেখতে পেলে আমাদের জানিয়ে দিও।"

'আমাদের' শব্দটা উচ্চারণ করে সচকিত হল সে। কিন্তু গদাইরা যে সেটা বুঝতে পারেনি তাতে সন্দেহ নেই। কাটা-গদাই বেরিয়ে গেল দ্রুত পায়ে। অর্জুন আবার দরজা বন্ধ করে ভেতরে আসামাত্র অমলদা বললেন, "চমৎকার। তোমার উন্নতি দেখে আমার ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে, এই কেসটা তুমি নিজেই ট্যাকল করতে পারবে অর্জুন।"

অর্জুন অমলদার সামনে চেয়ার টেনে বসল, "আমি বুঝতে পারছি না আপনি কী করে এই কেসটার কথা জানলেন ? কতটাই বা জানেন ?"

অমলদা চোখ বন্ধ করলেন। তারপর ধীরে-ধীরে বললেন, "আমি চাই না ভারতবর্ষের মানুষের মন বিষাক্ত করতে বিদেশিরা সক্ষম হোক। একদল মতলববাজের হাতে ওই লাইটার তুলে দিতে আমি চাই না। জোন্স অ্যান্ড জোন্স কোম্পানি সম্পর্কে আমি যাবতীয় বৃত্তান্ত জানি। তোমাকে আমি বলেছিলাম, ভারতবর্ষে বেড়াতে যাচ্ছি। তাই ইচ্ছে ছিল। এই সময় আমেরিকা থেকে সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের একটি চিঠি আমি পাই। তিনি বিষ্টুসাহেবের বোনের কাছ থেকে আমার খবর পেয়েছেন। নিউইয়র্ক টাইমসে পাঙ্কদের ঘটনাটা পড়েছেন। ব্যাপারটা জানিয়ে উনি আমাকে সাহায্য করতে অনুরোধ করেছেন। ওঁদের কাছে খবর ছিল এই গ্যাংটা কাঠমাণ্ডু হয়ে ডুয়ার্সে আসবে। আমি সুধাময় সান্যালকে লাইটারটার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করি। তিনি খুব উৎসাহিত হন সংগ্রহ করতে। ফলে আমার অজানা থাকল না ওই বস্তুটির বৈশিষ্ট্য। ভারতবর্ষের বদলে আমি চলে গেলাম কাঠমাণ্ডুতে।"

"আপনার সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের দেখা হয়েছিল ?"

"হ্যাঁ। আমিই তাঁকে বলেছিলাম জলপাইগুড়িতে গিয়ে আমার খোঁজ নিতে। ওই লাইটার আমার বাড়িতে ফেলে আসতে আমি অনুরোধ করেছিলাম। আমার চিঠি পেলে তুমি লাইটার সম্পর্কে আগ্রহী হবে বলে আমার ধারণা ছিল।"

"চিঠিটা আপনি কোথায় পোস্ট করেছিলেন ?"

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

"নিজের নামে আসা পুরনো খামের ভেতরে চিঠিটা ভরে দিয়েছিলাম। ওটা সত্যেন্দ্রনাথ নিজের হাতে নিয়ে গিয়ে টেবিলে রাখেন। আসলে আমি চেয়েছিলাম আমার অনুপস্থিতিতে তুমি ওদের গতিবিধি সম্পর্কে খোঁজ নাও।" অমল সোম উঠলেন।

"কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ মারা গেলেন সেটা আপনি এখানে থাকলে হয়তো হত না। তা-ছাড়া হরিপ্রসাদ রায় মারা গিয়েছেন ওদের হাতেই বলে আমার ধারণা।"

"এগুলো আমি ঠেকাতেও পারতাম না। আমাকে শিলিগুড়িতে থেকে যেতে হয়েছিল তোমার জেমসের জন্য। থেকে অবশ্য লাভই হয়েছে। আমি চলি।" অমলদা পা বাড়ালেন।

"আপনার সঙ্গে জেমসের পরিচয় হয়েছে?"

"বাঃ,কাঠমাণ্ডুতে একসঙ্গে একটি বেলা কাটিয়েছি আমরা, পরিচয় হবে না?"

"অমলদা, এরা খুব ডেঞ্জারাস। জেমস বলেছে, ওরা লাইটারে মিনি গ্রেনেড রাখতে পেরেছে। বোধহয় সেইটেই ছুঁড়েছিল বাড়ির ভেতরে। একটা লোক গাড়ি চালাতে চালাতে জেমসকে রিকশায় বসে থাকতে দেখেছিল। হয়তো ভেবেছিল আমি তখনও ওই বাড়িতেই আছি। ওরা আজকালের মধ্যে সামচিতে যাচ্ছে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না এখনও, এরা কারা? শুধু একটা নাম পেয়েছি মান সিং। আগে ড্রাইভারি করত, এখন নেপালের বাসিন্দা। কিন্তু তার বিরুদ্ধেও কোনও প্রমাণ নেই। থানায় গিয়ে যে ব্যাগ তুলে নিয়ে এসেছে পোড়া-গদাইকে অবশ করে, সে অন্য লোক।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

"তুমি জেমসকে নিয়ে সামচি রওনা হয়ে যাও। আর ও যদি একা যেতে চায় তো যেতে দাও। মনে হয় ভোরের আগেই তোমার ওখানে পৌঁছানো দরকার।"

"আপনি কোথায় যাচ্ছেন?"

"সহদেব বকসির কাছে।" অমলদা নিঃশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন। অর্জুনের খুব রাগ হচ্ছিল। মাঝে-মাঝে অমলদা এমন ব্যবহার করেন যেন তিনি অর্জুনের কাছের মানুষ নন। এই যে এখন সমস্যার চূড়োয় তাকে রেখে কী নির্লিপ্তভাবে সরে দাঁড়ালেন!

॥ আট ॥

তিস্তা ব্রিজে টোল না দিয়ে যখন অর্জুনরা ছুটে যাচ্ছিল সামচির দিকে, পেছনের সিটে তার পাশে তখন অমলদা বসে। অমলদা চলে যাওয়ার পরে কাটা-গদাই ফিরে এসে জানিয়েছিল, এক দুই তিন চার নম্বর গাড়িটা তিস্তা বাংলোর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে-সঙ্গে অর্জুন উঠে দাঁড়িয়েছিল।

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

জেমসের জীবনের জন্য সে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। দুই গদাইকে সঙ্গে নিয়ে সে ছুটে গিয়েছিল তিস্তা বাংলোতে। গিয়ে দ্যাখে, গাড়িটা নেই। কিন্তু কাটা-গদাই শপথ করে বলে সে গাড়িটাকে বাংলোর পাশে দাঁড়াতে দেখেছে। সেই লোকটা গাড়ি থেকে নামে, যে থানায় গিয়েছিল। গাড়িতে আরও একটা লোক বসেছিল স্টিয়ারিং-এর পেছনে। কাটা-গদাইয়ের ধারণা ওই দ্বিতীয়টা লোকটাই মান সিং। অর্জুন নিষেধ করেছিল বলে সে কিছু করেনি, না হলে তার ইচ্ছে হচ্ছিল লোকটাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে।

অর্জুন সঙ্গীদের নিয়ে ওপরে ছুটে গিয়েছিল। তখন মধ্যরাত। তিস্তা বাংলোর প্রতিটি ঘরের দরজা বন্ধ। জেমসের ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। সেখানে ঢুকে হতভম্ব হয়ে পড়েছিল অর্জুন। কোনও চিহ্ন নেই জেমসের। বাথরুমের দরজা খোলা। তার লাগেজও নেই। অর্জুনের মনে হয়েছিল, আততায়ীরা আরও সাবধানী হয়েছে। তারা জেমসের মৃতদেহ এখানে রেখে যেতে চায়নি। একমাত্র অর্জুন ছাড়া কেউ জানে না জেমস এই বাংলোতে আশ্রয় নিয়েছে। অর্জুন যদি লাইটার-বিস্ফোরণে নিহত হয় তা হলে জেমসের হদিস কেউ পাবে না।

ওরা যখন নীচে নেমে ভাবছে কী করা যায়, তখন আর-একটা জিপ এসে দাঁড়াল সামনে। জিপের পেছন থেকে অমলদা মুখ বাড়ালেন, "উঠে এসো অর্জুন।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

"আপনি?" অর্জুন কাছে এগিয়ে গেল।

"সহদেব বকসির সঙ্গে কথা বলে মনে হল আমার এখনই রওনা হওয়া উচিত। তোমার বাড়িতে পৌঁছে দেখলাম তুমি নেই। এত রাত্রে এখানে ছাড়া আর কোথাও যেতে পারো না তুমি। তাই চলে এলাম। উঠে এসো।" অমল সোম সোজা হয়ে বসলেন।

কোনও প্রতিবাদ না করে জিপে উঠল অর্জুন। উঠে বলল, "ওরা জেমসকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। আমরা যদি আর-একটু আগে পৌঁছতাম তা হলে...।" খুব আফসোস হচ্ছিল ওর। অমলদা কোনও জবাব দিলেন না। সামনের সিটে যে ভদ্রলোক বসে আছেন, তাকে দেখে খুব অবাক হল ও। জলপাইগুড়ির এস. পি.-কে সে এই গাড়িতে আশা করেনি। ভদ্রলোক কোনও কথা বলছেন না। সরকারি জিপ বলে তিস্তা ব্রিজে টোল দেবার জন্য দাঁড়াতে হল না।

ময়নাগুড়ি শহরকে বাঁ দিকে রেখে ঝড়ের মতো জিপটা ছুটে গেল ধুপগুড়ি, গয়েরকাটা পেরিয়ে। 'খুঁটিমারি রেঞ্জ' রহস্যটা সে ওই গয়েরকাটায় উদ্‌ঘাটন করেছিল। বানারহাটের চৌমাথায় দেখল একটা পুলিশের জিপ দাঁড়িয়ে আছে। এস. পি. গাড়িটাকে থামাতে বললেন। বানারহাটের ও.সি. এসে ওঁকে স্যালুট করলেন। বোঝাই যাচ্ছে এখানে অপেক্ষা করতে ওঁদের খবর পাঠানো হয়েছিল। ও.সি.-কে এস. পি. জিজ্ঞেস করলেন, "ওয়ান টু থ্রি ফোরকে

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

দেখেছেন ?"

ও.সি. দ্রুত ঘাড় নাড়লেন, "হ্যাঁ স্যার। আপনার খবর পাওয়ামাত্র বাইরে বেরিয়ে দেখি, গাড়িটা চলে গেল। ধরতে পারিনি। ধরার অবশ্য অর্ডার ছিল না।"

পেছন থেকে অমলদা মন্তব্য করলেন, "ভালই করেছেন। লেটস্ মুভ। ওঁদের আধঘণ্টা বাদে স্টার্ট করতে বলুন মিস্টার কাপুর।"

হুকুম দেওয়া হলে জিপ আবার দৌড়তে শুরু করল। পলাশবাড়ি চা-বাগান পেরিয়ে রিয়াবাড়ির পাশ দিয়ে ওরা ছুটে যাচ্ছিল। ভুটানের বর্ডারটা দেখতে পাওয়ামাত্র অমলদা গাড়ি থামাতে বললেন। এস. পি. মাথা ঘুরিয়ে বললেন, "মিস্টার সোম, ওই বর্ডার পেরিয়ে গেলে আমার কিছুই করার থাকবে না।"

অমলদা বললেন, "আমি জানি। আপনি জিপটাকে নিয়ে সামচির ভুটান পুলিশের কাছে চলে যান। ওদের সাহায্য চান। আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব। অর্জুনকে ইশারা করে নেমে পড়লেন অমল সোম। অর্জুন নামতেই জিপটা সীমান্ত পেরিয়ে বর্ডার পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের সামনে পড়ল। অর্জুন দেখল ওদের ছাড়া পেতে সময় লাগল না। তারপরেই জিপটা ওপরে উঠে যেতে চারপাশে অন্ধকার নামল। শুধু ভুটান পুলিশের চেকপোস্টে হ্যাজাক জ্বলছে। দুজন সান্ত্রী বন্দুক হাতে তার বারান্দায় দাঁড়িয়ে।

অমলদা চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "ওরা কোথায় যেতে পারে বলে তোমার ধারণা অর্জুন ? সোজা সামচি বাজারে পৌঁছাবে চেকপোস্ট ডিঙিয়ে ?"

www.banglabookpdf.blogspot.com

অর্জুন বলল, "আমি বুঝতে পারছি না। যদি না যায় তা হলে ওদের গাড়িটাকে দেখতে পেতাম।"

"গুড। কিন্তু এমনও তো হতে পারে, আমাদের মতন ওদের দু'জন নেমে গেছে মাঝরাস্তায়। মান সিং নামের এদেশি লোকটা গাড়ি নিয়ে পুলিশের কাছে কিছু জবাবদিহি দিয়ে চলে গেছে বাজারে। সেখানে কারও গ্যারাজে গাড়ি রেখে আবার ফিরে অসবে। এই চেকপোস্টগুলোতে কোনওরকম কড়াকড়ি হয় না। কোথা থেকে আসছ, কোথায় যাবে এইটুকু জানালেই চলে। তাই না ?"

অর্জুনেরও তাই মনে হল। এদিকটা এখন গভীর অন্ধকারে ঢাকা। ওপাশে পাহাড়ের শরীর সোজা ওপরে উঠে গেছে। সামচি পাহাড় হিসেবে কোনও কৌলীন্য দাবি করতে পারে না। কিন্তু রাত্রে তাই কত রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে। কোথাও কোনও শব্দ নেই।

অমলদা বললেন, "অদ্ভুত ব্যাপার তো ? এই পাহাড়ে কি ঝিঁঝিও শব্দ করে না ? অর্জুন, তুমি এখানেই অপেক্ষা কর। আমি একটু ঘুরে আসছি।"

অমলদা অন্ধকারে মিলিয়ে গেলে অর্জুন চারপাশে একবার তাকাল। এইভাবে কোনও সূত্র ছাড়া দাঁড়িয়ে থাকার কী অর্থ, তা তার মাথায় আসছিল না। সামচিতে যদি ওরা যায়, তা হলে জেমসকে জোর করে ধরে নিয়ে

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

গেছে। আর তারই বা কী দরকার। জলপাইগুড়ি থেকে আসবার পথে অন্ধকারে যে-কোনও জঙ্গলের ধারেই ওকে মৃত অবস্থায় ফেলে দিলে কে দেখবে। একজন এফ. বি. আই. অফিসার এত সহজে মারা গেল, ভাবলেই অবাক হতে হয়। অবশ্য মারা যে গিয়েছে, তারও তো কোনও প্রমাণ নেই।

ঠিক সেই সময় দূরে পাহাড়ের গায়ে একটা বাড়ির সামনে আলো জ্বলে উঠল। আলোটা জ্বলছে নিভছে। অর্জুন সতর্ক হল। এত রাত্রে কেউ আলোর খেলা খেলবে কেন? শেষবার নিভে যাওয়ার পর আর জ্বলল না আলোটা। অর্জুনের মনে হল, কেউ নিশ্চয়ই জেগে আছে ওদিকে। তাকে আলোটা টানছিল। রাস্তা দিয়ে ঘুরে যেতে গেলে সামনেই পড়বে চেকপোস্টটা। অর্জুন ডান দিকে এগোল। অন্ধকারে বেশিক্ষণ থাকলে আকাশ এক ধরনের আলো দেয়। যাদের চোখ থাকে, তারা ঠিক পৃথিবীটাকে চিনে নিতে পারে। অর্জুন চেষ্টা করল।

পাহাড় কখনওই পায়ে চলার জন্য সুন্দর রাস্তা তৈরি করে রাখে না। আগাছা, এবড়ো-খেবড়ো পাথর ডিঙিয়ে অর্জুন সন্তর্পণে উঠছিল। তার একবার মনে হয়েছিল অমল সোমকে খবরটা দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করবে কি না! কিন্তু পরক্ষণেই স্থির করলে আলোর উৎসটা দেখেই ফিরে আসবে। কিছুদূর যাওয়ার পর অর্জুন বুঝল আর এগোন সম্ভব নয়। এখান থেকে পাহাড় খাড়াই উঠে গেছে। ওপাশে অনেক নীচে একটা চওড়া নদীর খাত। আলোটা যেখানে জ্বলেছিল সেখানে এদিক দিয়ে পৌঁছানো যাবে না। সে সমান্তরালভাবে হাঁটতে লাগল। এবং এক সময় আগাছা ভাঙতে-ভাঙতে বড় রাস্তায় চলে এল। এই রাস্তাটাই চেকপোস্টের সামনে দিয়ে চলে এসেছে। অর্জুন আবার ওপরের দিকে তাকাল। সেখানে পৌঁছতে গেলে রাস্তাটা ধরে চলাই সুবিধে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

ক্রমশ সে সামচির বাজারে এসে পড়ল। বাড়িঘরগুলো ঘুমিয়ে আছে। কোথাও কোনও প্রাণের অস্তিত্ব নেই। বাজারটা চৌকো, মাঝখানে চত্বর খোলা পড়ে আছে। আরও একটু এগোতেই সে মানুষের গলা শুনতে পেল। একাধিক মানুষ জড়ানো গলায় কথা বলছে। সন্তর্পণে এগিয়ে সে বুঝতে পারল ওটা দিশি মদের দোকান। দোকানের ঝাঁপ বন্ধ। কথাবার্তা আসছে ওখান থেকেই। একটু অপেক্ষা করল সে। ঝাঁপের ফাঁক দিয়ে আলো বাইরে আসছে। হঠাৎ তিনটে লোক বেরিয়ে এল বাইরে। তিনজনেই স্থানীয় মানুষ। পা টলছে। তারা বের হওয়ামাত্র আলো নিভে গেল। শেষবার জড়ানো কথা বলে তিনটে লোক তিনদিক চলে গেল। অর্জুন মুশকিলে পড়ল। প্রথমত এদের সন্দেহ করার কিছু নেই। দ্বিতীয়ত, যদি অনুসরণ করতে হয়, কাকে করবে। যারা জলপাইগুড়ি থেকে এসেছে তাদের একজন আমেরিকান, একজন চাইনিজ আর একজন নেপালি। এই তিনটে মানুষের

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

মধ্যে নেপালিটাই থাকতে পারে। তিনজনের চেহারাই এক। আর এইসব ভাবতে-ভাবতে ওরা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। অর্জুন ঠিক করল যেখানে অমলদা তাকে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন সেখানেই ফিরে যাবে। ঠিক তখনই বন্ধ পানশালার ঝাঁপ সরিয়ে চতুর্থ লোকটি বেরিয়ে এল। বেরিয়ে একটু অপেক্ষা করে মুখ ফিরিয়ে নেপালি ভাষায় কিছু বলল কাউকে। ভেতর থেকে তার জবাব এল। লোকটা একটু অপেক্ষা করে পা ফেলতে লাগল। মধ্যবয়সী লোকটা বেশ স্মার্ট, প্যান্ট আর জ্যাকেট পরা, মাথায় একটা চাপা টুপি। সে হঠাৎ পকেট থেকে টর্চ বের করে কয়েকবার জ্বালল আর নেভাল। অর্জুন ঘাড় ফিরিয়ে ওপারের পাহাড়ের দিকে তাকাল। সঙ্গে-সঙ্গে সেখানেও একই আলোর সঙ্কেত শুরু হল। এবার লোকটা সন্তুষ্ট হয়ে সেদিকে হাঁটতে লাগল। রাস্তাটা দুটো ভাগ হয়ে গেছে। একটা সোজা ওপরের দিকে চলে গেছে, আর একটা বেঁকে ওই পাহাড়ে। মুখ-চোখ এখন ভাল করে দেখা অসম্ভব ব্যাপার, তবু অর্জুনের মনে হল, এই হল মান সিং। লোকটা, এতক্ষণ পানশালায় ছিল কিন্তু একফোঁটাও মদ খেয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। ও গাড়িটাকে কোথায় পার্ক করল ?

কিন্তু পাহাড়ের রাস্তায় যেখানে পায়ের তলায় অসমান নুড়ি সেখানে কাউকে শব্দহীন হয়ে অনুসরণ করা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু এই লোকটা বোধহয় ফুর্তিতে আছে। অর্জুন চেষ্টা করছিল যতটা নিঃশব্দে যাওয়া যায়। লোকটা যেভাবে পা ফেলছে সে তাই করছে। কিন্তু লোকটা একটিবারও পেছন ফিরে তাকিয়েছে বলে মনে হল না। মিনিট দশেক হাঁটল লোকটা। এখনও ওরা পাহাড়ের অনেকটা উঁচুতে উঠে এসেছে। পরপর অনেকটা জায়গা নিয়ে এক-একটা বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিটি বাড়ি কাঠের এবং দেখলেই বোঝা যায় মানুষগুলো অর্থবান। লোকটি যে বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়াল সেখানেই রাস্তার শেষ। তারপরেই পাহাড় নেমে গেছে সোজা নীচে নদীর বুকে।

বারান্দায় যে দাঁড়িয়ে ছিল সে শিস দিতেই আগন্তুক একই সঙ্গে শিস দিল, একই রকম ছন্দে। তারপর সে ভেতরে ঢুকে গেল। অর্জুনের নিশ্চিত ধারণা হল, মান সিং গাড়ি পার্ক করে তার কর্তাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। এই মাটি ভুটানের। যদিও পাশপোর্ট-ভিসার দরকার হয় না কিন্তু এখানকার পুলিশ তাকে যে-কোনও মুহূর্তে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। কী করবে বুঝতে পারছিল না সে। ওই মানুষগুলো যদি এখানে থাকে তা হলে বিপদ যে-কোনও মুহূর্তেই আসতে পারে। ওই গ্রেনেড-লাইটার ছুঁড়ে দিলেই হল। আর যদি জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এর আসল লাইটারের মালিক এখানে থাকে তা হলে তো আর দেখতে হবে না। অর্জুনের সঙ্গে কোনও অস্ত্র নেই। যদি এস. পি. এখানকার পুলিশদের সঙ্গে এনে বাড়ি ঘেরাও করেন, তা হলে সদলবলে ধরা যায়। কিন্তু ওদের তো জানাতে হবে। অমলদা যেখানে থাকতে বলেছিলেন, সেখানে

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

ফিরে যেতেও তো সময় লাগবে !

এই সময় বাংলোর একটা দরজা খুলে গেল। অর্জুন দ্রুত একটা গাছের আড়ালে সরে গেল। যে লোকটা বেরিয়েছিল, সে বারান্দার রেলিং ধরে হিন্দিতে জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার, এত দেরি হল কেন ? কোনও গোলমাল হয়েছে নাকি ?"

"সামচি আমার হাতের মুঠোয়। গোলমাল এখানে হবে কেন ?"

"কোনও গাড়ি এসেছে ?"

"হ্যাঁ। জলপাইগুড়ির এস. পি. একা গাড়ি নিয়ে ঢুকেছে।"

"এস. পি. ! ওই ছোকরা সঙ্গে নেই তো ?"

"না।"

"কেন্টকে বললাম শেষ করে দিতে ছোকরাটাকে কিন্তু ও খেলতে চাইল। কাম অন, আমরা এখনই রওনা হব।" লোকটা এবার বাংলোর ভিতরে ঢুকে গেল। মান সিং সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে তাকে অনুসরণ করল। যে লোকটা বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, সে দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরাল। তারপর সিঁড়ির মধ্যে বসে পড়ল। ওই লোকটা হয়তো নিরীহ। জাল লাইটার হাতে পায়নি।

কিন্তু ওরা এখন কোথাও যাচ্ছে ! কোথায় ? অর্জুন আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। এবার ওই লোকটি হেঁটে আসছে দেখতে পেল গেটের কাছে। গেটে হাত রেখে চারপাশে তাকাল। তারপর মুখের শেষ-হয়ে-আসা সিগারেটের প্রান্তটুকু ছুঁড়ে দিল রাস্তায়। একবার পেছন ফিরে তাকাল। বাংলোয় কোনও আলো জ্বলছে না। লোকটা গেট খুলে চলে এল এপাশে। তারপর কী জন্য যেন পথের পাশে বসে পড়ল। মুহূর্তেই অর্জুনের শরীর টান-টান হল। বাংলোর কাছে পৌঁছনোর এই একটাই সুযোগ। লোকটা বসেছে তার দিকে পেছনে ফিরে। সে নিঃশব্দে চিতাবাঘের মতো দূরত্বটা অতিক্রম করল। শেষ মুহূর্তে বোধহয় লোকটা অনুমান করল কেউ আসছে। কিন্তু ততক্ষণে অর্জুনের হাত নেমে এসেছে ওর ঘাড়ে। সঙ্গে-সঙ্গে একটা ককানির মতো শব্দ হল। আর লোকটা এলিয়ে পড়ল মাটিতে। অর্জুন ওকে টেনে নিয়ে এল গাছটার পেছনে। লোকটা নেপালি। কোমরে একটা ভোজালি গোঁজা। সেটা খুলে নিয়ে বাংলোর দিকে তাকাল সে। দরজাটা এখন বন্ধ। কেউ নেই সামনে। দ্রুত ঢুকে পড়ল অর্জুন ভেতরে। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত ভাবল। তারপর ওপরে না উঠে বাংলোর পাশ দিয়ে নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল। বাংলোর ঠিক পেছনেই পাহাড়টা নেমে গেছে নদীর বুকে। সেখানে পৌঁছে সে মানুষের গলা পেল। দুটো ভারী স্যুটকেস নিয়ে কারা কথা বলতে বলতে বাংলো থেকে নামছে। মান সিংয়ের গলা পেল সে, "ওকে কিছু বলে যাওয়া হল না। ও জানবে আমরা বাংলোতেই আছি।"

"তাই জানা উচিত। বেশি লোককে জানাবার দরকার নেই।"

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

"এর মধ্যে সব একই ধরনের মাল আছে ?"

"কেন ?"

"হাত থেকে পড়ে গেলে তো শেষ হয়ে যাব।"

"শেষ যাতে না হও তার ব্যবস্থা করা আছে।"

অর্জুন এবার লোকটিকে চিনতে পারল। পাতলা, কিন্তু মজবুত শরীর। একটা হিলহিলে ভাব আছে। চেহারা দেখলে চাইনিজ বলে মনে হয়। থাই কিংবা সিঙ্গাপুরিও হতে পারে। ওরা নদীর ধার দিয়ে নেমে যাচ্ছিল। অর্জুনকে অনেকখানি ব্যবধান রাখতে হচ্ছিল। জেমস নিশ্চয়ই একটি মৃতদেহ হয়ে পড়ে আছে কোথাও। লোকটার জন্য কষ্ট হচ্ছিল তার। মিনিট পনেরো হাঁটার পর ওরা একটা প্যাগোডা টাইপের বাড়ির সামনে এসে পড়ল। এদিকে মানুষের বসতি কম। এত রাতেও পাশের মনাস্ট্রিতে অদ্ভুত বাজনা বাজছে। প্যাগোডা টাইপের বাড়িটার ভেতরে ঢুকে গেল ওরা। অর্জুন দেখল দু'জন লামা কথা বলতে বলতে মনাস্ট্রি থেকে বেরিয়ে উলটো দিকে চলে গেলেন। এবং তখনই বাজনা থেমে গেল।

"ডোন্ট মুভ," চাপা গলায় ধমকানিটা শুনে চমকে পেছনে ফিরে তাকাতেই অর্জুন অমল সোমকে দেখতে পেল। অমলদা বললেন, "তোমাকে অপেক্ষা করতে বলেছিলাম। খুব রেগে যেতাম যদি না ঠিক জায়গায় পৌঁছে যেতে। এস. পি. মিনিট পাঁচেকের মধ্যে এসে পড়বেন। কিন্তু তার আগে আমি ভেতরে যাচ্ছি। তুমি এবার এখান থেকে নোড়ো না।" কথা শেষ করে অমলদা বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেলেন। সঙ্গে-সঙ্গে ভেতর থেকে শব্দ ভেসে এল। কেউ চ্যালেঞ্জ করছে। অমলদা কিছু জবাব দিতেই আলো দেখা দিল। একটা লোক বেরিয়ে ভেতরে নিয়ে গেল ওঁকে। নিয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে যেন খাতির ছিল।

www.banglabookpdf.blogspot.com

ঠিক তখনই মনাস্ট্রি থেকে আর-একটি লোক বেরিয়ে চাতালের ওপর দাঁড়াল। লোকটা কোমরে হাত রেখে আকাশ দেখল। তারপর লম্বা-লম্বা পা ফেলে প্যাগোডা-বাড়ির দিকে আসছিল। এই আকাশ-চুঁয়ানো তারার আলোয় কাছাকাছি লোকটাকে দেখে অর্জুনের হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল। জেমস ব্রাউন বাড়িটায় ঢুকছে।

এই সময় চাইনিজ লোকটি ওপর থেকে ডাকল, "কেন্ট, সামওয়ান ওয়ান্টস টু মিট ইউ।"

"হু ইজ হি ?"

"এ বায়ার। গট ইনফরমেশন ফ্রম কাঠমাণ্ডু। হিজ আইডি ইজ জনিস ফ্রেন্ড।"

"ডিড ইউ টেল জনি দ্যাট উই উড বি হেয়ার ?"

"ইয়া।"

"ও. কে. আই অ্যাম কামিং।" তরতর করে উঠে গেল জেমস ওপরে।

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

মাথায় কিছু ঢুকছিল না। জেমস আর কেন্ট এক লোক ? জেমস তো এফ. বি. আই-এর অফিসার। কেন্ট স্পষ্টতই স্মাগলার। অর্জুন এও বুঝতে পারছিল না অমল সোম কী করে জনি নামক লোকটির বন্ধু হন !

তখনই পায়ের শব্দ পেল অর্জুন। দশ-বারোজন পুলিশ আড়ালে পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এস. পি. ওর পাশে এসে নিচু গলায় প্রশ্ন করলেন, "অমলবাবু ভেতরে ?"

খুব রাগ হয়ে গেল অর্জুনের। অমলদা এঁকে সব প্ল্যান বলে এসেছেন, কিন্তু তাকে কিছু জানাননি। সে গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল। এস. পি. বললেন, "উনি আমাদের অপেক্ষা করতে বলেছেন যতক্ষণ না বাইরে বেরিয়ে আসেন।"

মিনিট-দশেক কেটে গেল। তারপর আলো জ্বলল। অমল সোম ইংরেজিতে চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে আসছেন, "তোমরা কী করে আশা কর জিনিসগুলো ঠিক কাজ করবে কি-না না জেনে আমি টাকা দেব। অন্তত একটা আমাদের সামনে পরীক্ষা কর। তা ছাড়া আমি শুনেছিলাম লাইটার থেকে রে বের হয়। সেটাই তো দিচ্ছ না।"

জেমস বলল, "লুক ম্যান, এই রাত্রে গ্রেনেড চার্জ করলে সবাই শুনতে পাবে। তা ছাড়া রে-লাইটার যে বিক্রির জন্য নয়, তা জনি জানে। তুমি সত্যি একজন খদ্দের কি না আমার সন্দেহ আছে।"

"সন্দেহ ? জনি কখনও তোমাদের বলেনি সে ইন্ডিয়ান খদ্দেরদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে ?"

www.banglabookpdf.blogspot.com

"বলেছিল। কিন্তু তোমার সঙ্গে টাকা কোথায় ?"

"আগে মাল দেখব, পরে টাকা। তুমি তো মালই দেখাতে পারলে না।"

"তুমি এখানে এসেছ কী করে ?"

"বাই রোড। আমার গাড়ি বাজারে রেখে এসেছি।"

হঠাৎ জেমস ঘুরে ডাকল, "লি, এই লোকটাকে পরীক্ষা করতে বল মান সিংকে।"

চাইনিজ লোকটার নাম লি। সে মান সিংকে হিন্দিতে কিছু বলল। মান সিং মাথা নেড়ে নীচে নেমে এল। অমল সোম পা বাড়াচ্ছিলেন, জেমস বাধা দিল, "নো ম্যান, তোমার গাড়ির নাম্বারটা বল। মান সিং বাজারে গিয়ে দেখে আসবে তুমি ঠিক বলছ কি না। মাল কিনতে তুমি একা এসেছ আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।"

"গাড়ি দেখে কী করে বিশ্বাস করবে ?"

"সেটা আমি বুঝব। আগে দেখি গাড়িটা আছে কি না।"

এই সময় একজন তিব্বতি ঘর থেকে বেরিয়ে লি'র পাশে দাঁড়াল। তারপর পরিষ্কার হিন্দিতে বলল; "লোকটাকে ছেড়ো না। অনেকক্ষণ থেকে আমি মনে করতে চেষ্টা করছি একে কোথায় দেখেছি। কিছুতেই মনে পড়ছে না। কিন্তু

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

লোকটাকে দেখে আমার ভাল লাগছে না।" ওর কথা শেষ হওয়ামাত্র লি সিগারেট বের করল এবং পকেট থেকে একটা লাইটার বের করে ধরাল। তার লাইটার থেকে কোনও আগুন বের হল না। এইবার সে সোজা অমল সোমের দিকে সেটা তাক করতেই তিনি লাফিয়ে নীচে পড়লেন। সঙ্গে-সঙ্গে মান সিং ছুটে ধরতে গেল তাঁকে। অমল সোম মাটিতে পড়েই এঁকেবেঁকে দৌড়চ্ছিলেন। এবং তখনই দৃশ্যটা দেখা গেল। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল মান সিং। তারপর কাটা গাছের মতো মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। জেমস পকেট থেকে আর একটা লাইটার বের করে মাথার ওপর তুলতেই অর্জুন চিৎকার করে উঠল, "জেমস!" সঙ্গে-সঙ্গে দারুণ চমকে গেল জেমস। অর্জুন ছুটে গেটের সামনে দাঁড়িয়েছে। অন্য লাইটারটি হাতে লি নামতে যাচ্ছিল। তার রে অবশ্যই দশ ফুটের বেশি যায় না। সে বোধহয় অমল সোমের কাছাকাছি যেতে চাইছিল। অর্জুনকে দেখে দ্রুত ফিরে গেল। তৎক্ষণাৎ একটা গালাগাল দিল জেমস। তারপর হাতের লাইটারটা ছুঁড়ে মারল গেটের ওপর। বিস্ফোরণের আগে অর্জুন যতটা সম্ভব দূরে সরে যেতে পেরেছিল। এবং তখনই পেছনে থেকে গুলি ছুটে গেল ওপরে। প্রথমে আহত হল লি। মাটিতে পড়ে গিয়ে সে চিৎকার করতে লাগল। ততক্ষণে এস. পি. ঢুকে গেছেন ভেতরে। সামচির পুলিশবাহিনী তাঁর সঙ্গে। অমল সোম চিৎকার করলেন, "কেন্ট, আত্মসমর্পণ কর, নইলে তুমি মরবে।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

জেমস ছুটে গেল লি'র কাছে। ওর পাশে পড়ে থাকা লাইটারটার ওপরে দ্বিতীয় গ্রেনেড লাইটার ছুঁড়ে মারতেই বারান্দার কিছু অংশ এবং লি'র শরীরটা নীচে গড়িয়ে পড়ল। তারপর তিন নম্বর বিস্ফোরণ ঘটল। তৃতীয় গ্রেনেড-লাইটারটা ফাটল জেমসের শরীরেই।

খুব ভোরে ফিরে আসছিল ওরা। তিনটে মৃতদেহ এখন ভুটান সরকারের হাতে। মান সিংকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তার জ্ঞান ফিরেছিল দেরিতে। সে স্বীকার করেছে কাঠমাণ্ডুতে জনির ক্যাসিনোতে চাকরি করতে করতে সে এদের দলে ভিড়ে যায়। সে স্বীকার করেছিল, রায়বাবুর ছোট ছেলেকে সে মারেনি, কিন্তু অমল সোমের বাড়িতে লাইটার-গ্রেনেড চার্জ করেছিল। সত্যেন্দ্রনাথ এবং রায়বাবুর ছেলে মারা গিয়েছে লি'র হাতে।

অমল সোম মুখ খুললেন, "সত্যেন্দ্রনাথের চিঠি পেয়ে কাঠমাণ্ডুতে গিয়েছিলাম। জনি'র ক্যাসিনোতে সত্যেন্দ্রনাথ খবর পান সামচির মনাস্ট্রিতেই ওরা ঘাঁটি করছে। সেই উদ্দেশ্যেই ওরা এসেছিলেন ডুয়ার্সে। জেমস নামের এফ. বি. আই. অফিসারটির সর্বস্ব চুরি যায় শিলিগুড়ির হোটেলে। আমি তাকে সেখানেই রেখে এসেছি। জলপাইগুড়িতে কেন্ট এসে জেমসের নাম ব্যবহার করে তার পাশপোর্ট এবং আইডেনটিটি কার্ড দেখিয়ে। দুটো ভালমানুষ আর

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

তিনটে বদলোক খুন হল, এটা খুবই দুঃখের ব্যাপার। কিন্তু সুখের ঘটনা সত্যসন্ধানী হিসেবে অর্জুন এখন দক্ষ হয়েছে। জোন্স অ্যান্ড জোন্স নিশ্চয়ই ওকে পুরস্কৃত করবে।"

অর্জুন ঠোঁট কামড়াল। তার খুব আফসোস হচ্ছিল। আসল লাইটারটা যদি পাওয়া যেত! একটাকে চোখের সামনে নষ্ট হতে দেখল। দ্বিতীয় হারানো আসল লাইটার এখন কোথায়?...

www.banglabookpdf.blogspot.com

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

দ্বিতীয় লাইটার

ইদানীং অমল সোম সারাদিন চুপচাপ থাকেন। বাইরের লোকের সঙ্গে দেখাও করেন না, কাজের প্রসঙ্গ এলে এড়িয়ে চলেন। অর্জুন দেখেছে অমলদার সঙ্গী যে বইগুলো তার সবই ঈশ্বর সম্পর্কিত। ওরকম সচল মানুষ এত চুপচাপ হয়ে যাবেন ভাবা যায় না। সেই জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এর লাইটার-রহস্যের পর থেকেই এই ব্যাপার। একটি লাইটারের অস্তিত্ব জানা গিয়েছিল কিন্তু দ্বিতীয়টি কোথায়, কার কাছে, তা কেউ জানে না। অবশ্য যার কাছে আছে সে ছাড়া। এমন লাইটার, যার বোতাম টিপলে অদৃশ্য আগুন বেরিয়ে আসে, যাতে সিগারেট ধরানো যায়, দ্বিতীয়টি টিপলে এমন একটা অদৃশ্য রশ্মি বেরিয়ে আসে যা দশফুটের মধ্যে যে-কোনও জীবন্ত প্রাণীকে অসাড় করে দিতে পারে। প্রথম লাইটারটি পাওয়া এবং হারানোর গল্প যারা 'আনন্দমেলা'য় পড়েছ তারা জানো ওই লাইটার যারা তৈরি করেছিল, সেই আমেরিকার জোন্স অ্যান্ড জোন্স কোম্পানি কতটা উদগ্রীব হারানো লাইটার ফিরে পেতে। তারা ফেডারেল ব্যুরো অভ ইনভেস্টিগেশনের সাহায্য নিয়েছে কিন্তু দুটো হারানো লাইটার, যা নিয়ে একদল কুচক্রী মানুষ পৃথিবীব্যাপী জাল পাততে চলেছিল তার হদিস করা সম্ভব হয়নি। অর্জুনরা একটি লাইটার পেতে গিয়েও পেল না। সেটি ধ্বংস হয়েছে, কারও কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। এই তথ্যটি অমল সোম ঘটনাটির পর জোন্স অ্যান্ড জোন্সকে জানিয়েছিলেন। তারা তার উত্তরে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল। অধিকন্তু দ্বিতীয় লাইটারটি উদ্ধার করতে সাহায্য চেয়েছিল। এ-বাবদ যা খরচ হবে, তা জোন্ড অ্যান্ড জোন্স বহন করবে এবং সেইসঙ্গে ভাল পুরস্কারের ব্যবস্থাও থাকছে। স্বভাবতই অর্জুন উত্তেজিত। কিন্তু তারপর থেকেই অমল যেন হঠাৎ বৈরাগী হয়ে গেলেন। একদিন অর্জুনকে বললেন, "এসব আর আমার ভাল লাগে না। তুমি তো এখন বেশ ম্যাচিওর। যা কেস আসবে এখন থেকে তুমিই ডিল করবে।"

দ্বিতীয় লাইটারটি কোথায় আছে অর্জুন জানে না। কিন্তু জোন্স অ্যান্ড

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

জোন্স নিউইয়র্ক থেকে প্রায়ই তাগাদা দিচ্ছে। অমলদা চিঠিপত্র লিখেছিলেন অর্জুনের নামে। ওরা তো জানে না অর্জুনের বয়স কত! চিঠিপত্র আসছে অর্জুনের নামেই। ওরা প্রয়োজনে আমেরিকায় যাওয়ার কথা লিখেছে। কারণ এফ. বি. আই. যে দুটো লাইটারের একটাকেও খুঁজে বের করতে পারেনি, অর্জুন তার একটাকে বের করে নিশ্চিন্ত করেছে। সেই কৃতিত্ব তারা স্বীকার করেছে। অর্জুন পাশপোর্টের দরখাস্তে করেছিল কিছুদিন আগে বাংলাদেশ বেড়াতে যাবে বলে। সেখানে ন'মাসির দেওর থাকেন এখনও। সেটা হাতে এসেছে। জোন্স অ্যান্ড জোন্স নিউইয়র্ক থেকে জানিয়েছে ভিসা কোনও সমস্যা হবে না।

আমেরিকায় যাওয়ার ব্যাপারে মনস্থির করতে পারছে না অর্জুন। তোমরা যারা অর্জুনকে জানো, তারা আর-একজনকে তো জানোই, তিনি কালিম্পং-এর বিষ্টুসাহেব। খুব ভাল মানুষ। বয়স হয়েছে, বিয়ে-থা করেননি, কালিম্পংয়ে কুকুর নিয়ে থাকতেন, অর্জুনকে খুব স্নেহ করেন। অমল সোম বয়সে ছোট হলেও শ্রদ্ধার সঙ্গে 'আপনি' বলে সম্বোধন করেন। সেই বিষ্টুসাহেব কিছুদিন ধরে কঠিন অসুখে ভুগছেন। তাঁর শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছে। স্থানীয় ডাক্তাররা রোগ ধরতে পারছে না। বিষ্টুসাহেবের এক বোন থাকেন নিউইয়র্কে। তিনি বারংবার লিখছেন, ওঁকে সেখানে যাওয়ার জন্যে। চিকিৎসা ভাল তো হবেই, জায়গারও পরিবর্তন ঘটবে। কিন্তু বিষ্টুসাহেব একা সেখানে যেতে সাহস পাচ্ছেন না। ছোটখাটো বৃদ্ধ মানুষটি জানিয়েছিলেন, যদি অমল সোম তাঁর সঙ্গী হন, তা হলে তিনি বিদেশে যেতে রাজি আছেন। অমল সোম আর তাঁর দোতলার কাঠের ঘর ছেড়ে নড়বেন এ আশা নেই। জোন্স অ্যান্ড জোন্সের আমন্ত্রণ আর বিষ্টুসাহেবের শরীরের কারণে বিদেশে যাওয়া, গন্তব্যটা যখন এক তখন অর্জুন এক দুপুরে গিয়ে হাজির হল কালিম্পংয়ে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

বাজার ছাড়িয়ে বাঁ দিকে তিব্বতি কারুশিল্পের শো-রুম রেখে অর্জুন হাঁটছিল। এখন তার শরীর পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি লম্বা। ছিপছিপে, সামান্য মেদ নেই। ফর্সা গালে তরুণ রবীন্দ্রনাথের মতো দাড়ি যা কিনা এখনও কালচে ভাব ধরেনি। অর্জুন হাঁটছিল খুশি মনে। কালিম্পংয়ের পাহাড়টাকে তার ভাল লাগে। কী শান্ত, আর নীল চাদর মুড়ে চুপচাপ বসে থাকে চারপাশে। রাস্তাটা যাচ্ছে সার্কিট হাউসের দিকে। আরও ছাড়ালে দূরবিন-দাঁড়া। এই পথেই ডান দিকে বিষ্টুসাহেবের কটেজ। কিছু নেপালি মেয়ে বোধহয় স্কুল ফেরত ভর দুপুরেই বাড়ি যাচ্ছে। দু-একজন তিব্বতি গম্ভীর মুখে বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে। রাস্তাটা যেখানে গুলতির মতো দু'টুকরো হয়েছে সেখানে এসে দাঁড়াতেই সে মানুষটিকে দেখতে পেল। পাহাড়ের শরীরে প্রায় নাক লাগিয়ে কিছু দেখছেন। লম্বায় অন্তত ছয়-দুই, বিশাল চেহারা, নীল জিন্‌সের ওপর সামার জ্যাকেট, মুখে একজঙ্গল কাঁচা-পাকা দাড়ি, মাথায় বারান্দা-দেওয়া নেপালি টুপি, হাতে ছড়ি আর চুরুট। এই লোকটিকে কোথায় যেন দেখেছে

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

বলে মনে হচ্ছিল অর্জুনের। খুব চেনা অথচ ঠাহর করতে পারছিল না। এত মগ্ন হয়ে আছেন যে, বিশ্বচরাচর ওঁর কাছে মুছে গেছে যেন। অর্জুন দাঁড়িয়ে পড়ল। কারণ ভদ্রলোকের হাতের চুরুট তাঁর জ্যাকেটের গায়ে, যে-কোনও মুহূর্তে আগুন ধরতে পারে। কিন্তু সেই মুহূর্তেই তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখ পড়ল অর্জুনের ওপর, "অদ্ভুত! ভাবতে পারিনি এখানে এসে একে দেখতে পাব।" ঘন-ঘন দাড়ি-মুখ নাড়ছিলেন ভদ্রলোক। তারপর 'উঃ' বলে চুরুটটাকে ছুঁড়ে দিলেন রাস্তায়। তাঁর হাতে অবশ্যই ছ্যাঁকা লেগেছিল। দাড়িওয়ালা মানুষটাকে মুহূর্তেই ভাল লাগল অর্জুনের। শিশুর সারল্য আচরণে। বড্ড চেনা।

সে হেসে জিজ্ঞেস করল, "কিছু যদি মনে না করেন, কী দেখতে পেলেন জানাবেন?"

"অফকোর্স," ভদ্রলোক নিজের ছ্যাঁকা-লাগা দুটো আঙুল ঠোঁটের ওপর থেকে সরিয়ে বললেন, "রেয়ার টাইপ অব পপি। সুইজারল্যান্ডেও দেখতে পাইনি। আমার বন্ধু হেনরি ডিমককে বললে এক্ষুনি ছুটে আসবে। কিন্তু বলব না, সারপ্রাইজ দেব। সেবার আইসল্যান্ড থেকে ফিরে ওকে একটা ফসিল দিয়েছিলাম, এবার পপি।"

অর্জুন ফুলটাকে দেখল। এই ধরনের জংলি ফুল পাহাড়ের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকে। বিশেষ ভাবে কোনওদিন নজর করেনি সে। এখনও মনে হল না অসাধারণ কিছু। ভদ্রলোক আর কথা বললেন না। গম্ভীর হয়ে পাহাড় দেখতে লাগলেন। যেন কোনও এগজিবিশনে গিয়ে ছবি দেখছেন মন দিয়ে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

বিষ্টুসাহেবকে বারান্দায় বসে থাকতে দেখবে আশা করেনি সে। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠেই সুন্দর বাগানটার পাশে বারান্দায় নজর যেতেই বিষ্টুসাহেব যেন লাফিয়ে উঠলেন, "আরে অর্জুন! কী আশ্চর্য! তুমি? ভাবাই যায় না। এসো, এসো।"

অসুস্থ মানুষটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আন্তরিক হাসিতে। দুটো হাত বাড়িয়ে ওঠার চেষ্টা করার আগেই অর্জুন সেখানে পৌঁছে গেল, "ব্যস্ত হবেন না, আপনি বসুন। কেমন আছেন?"

"আর আছি। হঠাৎ যে কী হল! এখন তো বারান্দায় বসে তোমার সঙ্গে কথা বলছি, মাসখানেক আগেও বিছানা ছাড়তে পারতাম না। কেমন দেখছ, ঠিক আছে?" শেষ শব্দ দুটো শুনে হাসি পেলেও মাথা নাড়ল অর্জুন। ওটা বিষ্টুসাহেবের মুদ্রাদোষ। দোষ কেন বলে কে জানে! বলল, "একটু রোগা হয়ে গেছেন। ডাক্তাররা কী বলছে?"

"ফালতু! মানুষের শরীরের রোগ ধরতে পারে না যে, সে কিসের ডাক্তার। তিনি কোথায়?"

"কে, অমলদা!" অর্জুন বিষ্টুসাহেবকে অমলদার বৈরাগ্যের কথা জানাল।

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

শুনে আফসোসের শব্দ উচ্চারিত হল বিষ্টুসাহেবের মুখে, "ছি ছি। অমন প্রতিভা, যাকে বলে পর্বতপ্রমাণ, তাকিয়ে দেখছ কী, শুয়ে-শুয়ে অনেক বাংলা পড়ে ফেলেছি হে, হ্যাঁ, পর্বতপ্রমাণ প্রতিভার কী অপচয়! ছি ছি! আমি তো আজই চিঠি লিখব ভেবেছিলাম। অতবড় লাইটার-অভিযান আমাকে বাদ দিয়ে হল? তোমাদের খুঁটিমারি রেঞ্জ ছাড়া সবক'টাতেই তো আমি আছি! শরীরটা—দেহপট সনে নট সকলি হারায়।"

অবাক থেকে কৌতুকে পৌঁছে গেল অর্জুন, "ওই লাইনটা অভিনেতাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। কিন্তু আপনি লাইটারের কথা জানলেন কী করে? অমলদা কী লিখেছিলেন?"

"তিনি লিখলে কোনও আফসোস থাকত না। আমাকে পড়তে হল কিনা বিদেশি কাগজে!"

"বিদেশি কাগজ?" অর্জুন আরও অবাক।

"ও ঘরে যাও। ওঠো, হ্যাঁ, বাঁ দিকের টেবিলে ভাঁজ করা আছে। কী কাগজ ওটা? নিউইয়র্ক টাইমস! তার দ্বিতীয় পাতা খোলো। ওপরে কী লেখা?" চেয়ারে বসে বলে যাচ্ছেন তিনি। অর্জুন কাগজটার সামনে দাঁড়িয়ে পুলকিত। বড়-বড় হরফে ছাপা, "ওয়ান মিসিং লাইটার ট্রেসড্ বাই অ্যান ইয়াং ইন্ডিয়ান ইনভেস্টিগেটর।" তার নীচে বিস্তারিত বিবরণ। এমনকী অর্জুনের কৃতিত্বে যে এটা সম্ভব হয়েছে তাও লেখা। সমস্ত শরীরে যেন কদম ফুটল অর্জুনের। সাগরপারের একটা কাগজে তার কথা এমনভাবে লেখা হবে তা কল্পনাতেও ছিল না। কাগজটাকে রেখে দিয়ে সে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই বিষ্টুসাহেব তৃপ্তির হাসি হাসলেন, "আই অ্যাম হ্যাপি। আমি তোমাকে কতবার বলেছি, জলপাইগুড়িতে বসে থেকো না, তোমার মধ্যে সম্ভাবনা আছে। ঠিক আছে?"

www.banglabookpdf.blogspot.com

"আপনি নিউইয়র্ক টাইমস রাখেন?"

"কালিম্পংয়ে ওসব পাওয়া যায়? পাগল! আমার বোনের দেওর এসেছে আমাকে নিয়ে যেতে। এক নম্বরের পাগল। এর মধ্যে কালিম্পংয়ের সবাই চিনে গেছে। এত জোরে হাসে যে, এই বাগানে পাখিগুলো আর বসতে চায় না। মেজর ছিল। মেজাজেও মিলিটারি। আমারই মতো ব্যাচেলর। একটু আগে ফুল দেখতে বেরিয়ে গেল। কেন, রাস্তায় দ্যাখোনি?" বিষ্টুসাহেব বোধহয় অনেকদিন বাদে অনর্গল কথা বলছেন। কারণ তাঁর মুখে এবার একটু ক্লান্তির ছাপ।

অর্জুন মাথা নাড়ল, "মুখে দাড়ি, হাতে চুরুট।"

"ঠিক আছে।"

বলতে-না-বলতে পায়ের শব্দ হল। অর্জুন দেখল, মেজর ফিরছেন। তাঁর কোলে একটা নেড়ি কুকুরের বাচ্চা। মুখে স্নেহ যেন ঝরে পড়ছে। বিষ্টুসাহেব

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

সোজা হয়ে বসলেন, "নো, নো, নেভার। এ-বাড়িতে কুকুর ঢুকবে না। লিলি নেই, ওর পর এ-বাড়িতে আর কুকুর দেখতে চাই না। ঠিক আছে?"

বিশাল চেহারার ভদ্রলোক হঠাৎ জবুথবু হয়ে গেলেন, "অসহায় জীব, রাস্তায় কুঁকড়ে পড়ে ছিল। মনে হচ্ছে এর শরীরে মেক্সিকান ব্লাড আছে। মেক্সিকান উলফের ব্লাড!"

বিষ্টুসাহেব হাঁ হয়ে গেলেন। অর্জুন দেখল, নেড়ি কুকুরটাকে বুকের মধ্যে সন্তর্পণে চেপে ভদ্রলোক কাতর চোখে তাকিয়ে আছেন। এই মুহূর্তে ওঁকে কিছুতেই মেজর বলে মনে হচ্ছে না। বিষ্টুসাহেব বিড়বিড় করলেন, "নেড়ি কুকুরে মেক্সিকান ব্লাড! আমাকে কুকুর চেনাচ্ছে। নামানো হোক ওটাকে! হ্যাঁ, অ্যাই, তুতু, এত্তা আও, তু তু তু।"

নেড়ি-বাচ্চাটা সুড়সুড় করে এসে বিষ্টুসাহেবের পা চাটতে লাগল। ভদ্রলোক হাত ঝাড়লেন। তাঁর সবকটা দাঁত ঝিলিক দিল দাড়ির ফাঁকে, "ঠিক এক রকম, বুঝলেন! সেবার মেক্সিকোতে গিয়েছি মরুভূমিতে এক ধরনের নেকড়ে দেখতে। হেনরি ছিল সঙ্গে। দেখি, নেকড়ের বাচ্চা। ঠিক এইরকম গায়ের লোম, তাকানোর ভঙ্গি, হেনরির পা চাটল ওই এক ভঙ্গিতে। বাচ্চাটাকে বাঁচাতে পারেনি। মেক্সিকান ফক্স কী করে এদেশে এল তা বুঝতে পারছি না।"

কুকুরেরা বোধহয় ভবিষ্যৎ দেখতে পায়। না হলে এই নেড়ি কুকুরটি গুটগুট করে কেন ঘরের ভেতর ঢুকে যাবে? সেইদিকে তাকিয়ে বিষ্টুসাহেব একটি প্রবল নিশ্বাস ত্যাগ করলেন, "ওঃ লিলি, লিলি রে—!"

www.banglabookpdf.blogspot.com

সামনে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক নাক কুঁচকে প্রশ্ন করলেন, "লিলি কে?"

বিষ্টুসাহেব বুকে হাত দিলেন, "আমার পাঁজর! ওই যে ওইখানে ওকে শুইয়ে রেখেছি।"

সঙ্গে সঙ্গে যেন ভূমিকম্প হল। ভূমিকম্প শব্দটি মনে করা ছাড়া কোনও উপায় রইল না। কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে হাসির আওয়াজে। একটা পাহাড়ি কাক বসে ছিল গ্রান্ডিফ্লোরার ডালে, ভয় পেয়ে ডানায় শব্দ করে উড়ে গেল। পেটে হাত দিয়ে হাসি থামিয়ে ভদ্রলোক বললেন, "ওঃ, ভাবতেই পারিনি আপনি আর-একটা কুকুরের শোক করছেন। আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি? ওহো, একটু আগেই, তাই না?" শেষ দুটি প্রশ্ন অর্জুনকে। সে ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল। বিষ্টুসাহেব বেজার মুখে বললেন, "এই রকম বিতিকিচ্ছিরি হাসিটা একটু নীচের স্কেলে ধরা যায় না? তৃতীয় পাণ্ডব, ইনি হলেন মেজর, মেজর আমার বোনের দেওর। আর মেজর, এ হল তৃতীয় পাণ্ডব। বুঝতে পারা গেল না? নিউইয়র্ক টাইমসে যে তরুণ বঙ্গ-সন্তানটির কথা লেখা হয়েছে, এই হল সেই অর্জুন।"

মেজরের মুখের অভিব্যক্তি দাড়ির কারণে দেখা যায় না বটে, কিন্তু চোখ

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

দুটো যে বিস্মিত এবং পুলকিত হয়ে উঠল, তাতে সন্দেহ নেই। অত্যন্ত গাঢ় গলায় তিনি হাত বাড়িয়ে বললেন, "আই অ্যাম গ্লাড টু মিট ইউ। এত অল্প বয়সে এত বড় কাজ করেছেন, আহা, বড় সুন্দর।"

অর্জুন লজ্জা পাচ্ছিল। প্রসঙ্গ এড়াতে সে জিজ্ঞেস করল, "আপনি বিষ্টুসাহেবকে ওদেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন? বাঃ, খুব ভাল। ওঁর চিকিৎসার পরিবর্তন হলে উপকার হবে।"

"শুনুন তা হলে। উনি যাবেন কি না মনস্থির করতে পারছিলেন না। অথচ আপনার স্নেহধন্য এই তরুণ গোয়েন্দাটি বলছে, গেলে আপনার উপকার হবে।" মেজর চুরুট ধরালেন।

অর্জুন প্রতিবাদ করল, "আমি গোয়েন্দা নই সত্যসন্ধানী।"

"কী সন্ধানী? সত্য? মানে ফ্যাক্ট? সন্ধানী মানে যে খোঁজে? তা হলে, তা হলে আমার সঙ্গে তো কোনও প্রভেদ নেই। আমিও সত্য খুঁজি। তবে প্রকৃতির মধ্যে, আর আপনি মানুষের লুকিয়ে রাখা সত্যিটাকে খুঁজে বের করতে চান, দ্যাটস দি ডিফারেন্স। ওকে একটু এনকারেজ করুন তো।" মেজর বিষ্টুসাহেবকে দেখালেন।

"আপনি প্রকৃতিতে সত্য খোঁজেন?" অর্জুন কৌতূহলী হচ্ছিল।

"হ্যাঁ। সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছি, দিন রাত। কত রহস্য চারধারে! জলের নীচে, জলের ওপরে। মিলিটারি থেকে বিশ্রাম নিয়ে এই করে কাটাচ্ছি। কালিম্পংয়ে এসে আমার হিলারির কথা খুব মনে পড়ছে। লোকটা ইয়েতি খুঁজতে অত ওপরে উঠেও জন্তুটাকে না ধরে ফিরে এল।" খুব বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন মেজর।

www.banglabookpdf.blogspot.com

বিষ্টুসাহেব প্রতিবাদ করলেন, "জন্তুটার পায়ের ছাপ ইয়েতির কি না তা প্রমাণিত হয়নি।"

হাত তুললেন মেজর। এখন তাঁর চুরুট জ্বলছে, "ঠিক কথা। প্রমাণিত হয়নি বলেই ওটা যে ইয়েতির নয় তাও বলা যাচ্ছে না। আই মাস্ট কাম হিয়ার। নেক্সট সামারেই আসব।"

"আপনি অনেক অভিযান করেছেন?" অর্জুন মুগ্ধ হচ্ছিল।

"তেমন কিছু না। আমাজনে তিরিশ দিন ডিঙি নৌকোয় ছিলাম, আল্পসের তুষারঝড়ে হারিয়ে গিয়েছিলাম পুরো সাতদিন, ওজন কমেছিল বারো কেজি। আইসল্যান্ডে এক ধরনের শ্যাওলা খুঁজতে গিয়ে গ্লেসিয়ারের ওপর তাঁবু করে আছি টের পেতে দু'দিন লেগেছিল। তবে সবচেয়ে মারাত্মক হয়েছিল হার্লেমের একটা নিগ্রো ফ্যামিলির কাছে আফ্রিকায় যাওয়ার নেমন্তন্ন জানাতে গিয়ে। দু'জন নিগ্রোর সঙ্গে অলওয়েট বক্সিং-এ তিনটে পাঁজর ভেঙেছিল। আমি কোনও অন্যায় সহ্য করতে পারি না। নো, নেভার। আপনার শরীর কেমন আছে?" ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলেন মেজর।

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

"আছি আর কি," বিষ্টুসাহেব বিরস গলায় বললেন।

"ওয়েল। দেন উই উইল স্টার্ট টুমরো।" ঘোষণা করলেন মেজর।

"না। মনে হচ্ছে শরীর এখানেই সেরে উঠছে।" প্রতিবাদ জানালেন বিষ্টুসাহেব।

"নো! NAWH, NINE, NOH, NAY, NAI!" চিৎকার করে উঠলেন মেজর।

"মানে?" বিষ্টুসাহেব ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন।

"এগুলো সবই 'না'। ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইটালিয়ান, স্প্যানিশ, ডাচ ইত্যাদি ভাষায়। আন্তর্জাতিক ভাষায় প্রতিবাদ করলাম। অন্যায় করছেন এখানে পড়ে থেকে। অন্যায় আমি সহ্য করতে পারি না। আপনাকে যেতেই হবে। আপনি কী বলেন?" মেজর অর্জুনের দিকে তাকালেন।

অর্জুন মাথা নাড়ল, "বিষ্টুসাহেব, আপনি চলুন! আমাকে জোন্স অ্যান্ড জোন্স কোম্পানি আমন্ত্রণ করেছে আমেরিকায় যাওয়ার জন্য। আপনি গেলে আমি যাব।"

সঙ্গে সঙ্গে উৎফুল্ল হলেন বিষ্টুসাহেব, "তুমি যাবে? বাঃ। তা হলে আমি রাজি। ঠিক আছে?"

অর্জুন দেখল মেজরের মুখ তখনও গম্ভীর। সে বলল, "আপনি আমাকে 'আপনি' বলবেন না। কত ছোট আপনার চেয়ে আমি।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

মেজর ঘরের দিকে পা চালাতে চালাতে বললেন, "ঠিক আছে। TANK BRAH."

বিষ্টুসাহেব তড়িঘড়ি জিজ্ঞেস করলেন, "এটা আবার কোন্ দেশের ভাষা?"

ঘরে ঢোকার আগে মেজর বললেন, "এটা সুইডিশ ভাষা। মানে ভেরি ওয়েল।"

দিল্লির হোটেলে ওরা পৌঁছেছিল মধ্যরাত্রে। এগারোটাকে তো মধ্যরাতই বলা যায়। অথচ ভোর চারটের সময় এয়ারপোর্টে পৌঁছতে হবে। উত্তেজনায় অর্জুনের ঘুমের প্রশ্নই ছিল না। এই প্রথম সে বিদেশে যাচ্ছে। এর আগে জলপাইগুড়ির বাইরে বলতে গিয়েছিল চণ্ডীগড়ে। সেবার সঙ্গে ছিলেন অমলদা। এবার একদম অজানা বিদেশে পা বাড়ানো। আসবার পথে কলকাতায় কয়েকটা দিন কাটাতে হয়েছিল। বিষ্টুসাহেবের ভিসা টিকিট মেজর ব্যবস্থা করেছিলেন। প্যান-অ্যাম এয়ারলাইন্সের মাধ্যমে জোন্স অ্যান্ড জোন্স কোম্পানি অর্জুনের যাবতীয় ব্যবস্থা করেছিল। দিল্লিতে আসার পর তার কেবলই মনে হচ্ছিল একটাও ভাল জামা-কাপড় নেই। স্যুট তো দূরের কথা, বুড়িদির বুনে দেওয়া সোয়েটারটাই সম্বল। তার কাছে টাকাপয়সা নেই যে কিছু কিনবে। তা ছাড়া বিদেশে টাকার মূল্য নেই, সেখানে চাই ডলার। একটা

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

ডলারের বিনিময়-মূল্য ভারতীয় মুদ্রায় বারো টাকা সাতাশ পয়সা। শোনার পর থেকেই অর্জুনের মনে হচ্ছিল ভাতবর্ষের চেয়ে বারো গুণ বেশি ধনী দেশে সে যাচ্ছে পকেট শূন্য রেখে। অবশ্য বিষ্টুসাহেব ভরসা দিয়ে যাচ্ছেন। জোন্স অ্যান্ড জোন্স যদি আমন্ত্রণ না জানাত তাতে কিছু যেত না, তাঁর ইচ্ছে ছিল অমল সোম সঙ্গে যাবে। তা অমল সোমের বদলে না হয় অর্জুন যাচ্ছে। অতএব কেউ কিছু দায়িত্ব না নিলে বিষ্টুসাহেবের বোন তো আছে। ভারী আদরের বোন তাঁর। মেজর কিন্তু খুব মেজাজে আছেন। তিনি বলেছেন আমেরিকায় পোশাক নিয়ে কেউ মাথাই থামায় না। টাই-পরা লোক রাস্তাঘাটে চোখেই পড়বে না। শীত এড়াবার জন্য জ্যাকেট থাকলেই হল। প্রয়োজনে সেসব ব্যবস্থা হবে। মেজরকে খুব ভাল লাগছে অর্জুনের। যতই হম্বিতম্বি করুন, মনটা খুব সরল। ওঁর দিকে তাকালেই চেনা মনে হয়। কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারছে না বলে একটা অস্বস্তি আছে। মেজরের কাছে পৃথিবীটা যেন হাতের চেটো।

ভোরবেলায় দিল্লিতে বেশ ঠাণ্ডা থাকে। পকেটে যা ছিল মেজরের পরামর্শে কিছু খুচরো ডলার কিনল অর্জুন কাস্টমস এনক্লোজারে ঢোকার আগে। ডলার দেখতে টাকার মতনই। তবে বেশ বড়সড়। সে কত ডলার নিয়ে যাচ্ছে তা আবার পাসপোর্টে লিখে দেওয়া হল। খবরের কাগজে পড়েছিল যখন কেউ এয়ারপোর্ট দিয়ে বিদেশে যাওয়া-আসা করে তখন তাকে সার্চ করা হয়। কিন্তু তাদের কিছুই করা হল না। বিপদে পড়লেন মেজর। তাঁর ব্যাগের মধ্যে সেলোফেন প্যাকেটে একগাদা ফুল পেলেন অফিসাররা। এই ফুল থেকে কোনও মাদক তৈরি হয় কি না তাই নিয়ে যখন বিস্তর আলোচনা চলছে এবং মেজর ফুলগুলো বিরল ধরনের পপি বলেও বোঝাতে পারছেন না তাঁদের, তখন তিনি ক্ষিপ্ত হলেন। অনর্গল তাঁর মুখ থেকে অচেনা শব্দ বেরোতে লাগল। কাস্টমসের লোকেরা এত তাজ্জব যে, তাঁরা যেন ছেড়ে দিয়ে স্বস্তি পেলেন। প্লেনে বসেও মেজরের রাগ পড়ছিল না। এয়ারহোস্টেস যখন তাঁকে 'যাত্রা শুভ হোক' বলে নমস্কার জানালেন, তখন তিনি গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন, "ট্যাক।'

অর্জুন বসেছিল জানলার ধারে, মাঝখানে মেজর, প্যাসেজের ধারে বিষ্টুসাহেব। খুব বিনীত ভঙ্গিতে অর্জুন জিজ্ঞেস করেছিল, "কথাটার মানে কী ? জ-ফলা না থাকলে বাংলা শোনাত।"

মেজর চুরুট ধরাতে গিয়ে থেমে গেলেন। ওপরে 'নো স্মোকিং' লেখা আছে তখনও। বললেন, "শব্দটা ড্যানিশ। মানে হল ধন্যবাদ। চুরুট ধরাবার আগে আমার সঙ্গে কথা বোলো না।"

প্লেনের ভেতরটা বিশাল। সামনের দিকটায় বোধহয় বেশি দামের টিকিট। সুন্দরী এয়ারহোস্টেসরা সবাই বোধহয় আমেরিকান। প্লেনটা তো ওই

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

দেশের। কেনও আসল খালি নেই। এত লোক প্রতিদিন বিদেশে যায়? ভোর হচ্ছিল বাইরে। জানলা দিয়ে অন্ধকার মুছতে দেখল অর্জুন। নীচে, অনেক নীচে ভারতবর্ষ পড়ে রয়েছে। আকাশের কি কোনও নাম আছে? কিন্তু কী আশ্চর্য! প্লেনটা ঘণ্টাখানেক বাদে যখন করাচিতে থামল, তখন অন্ধকার যায়-যায়। এতক্ষণে তো রোদ ওঠার কথা। মাইকে স্থানীয় সময় যা বলল, তা ভারতীয় ঘড়ির সঙ্গে মিলছে না। অর্জুনের খুব মজা লাগছিল। তারা বোধহয় সূর্যকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে গেলে কখনওই কি ভোর হবে। জানলা দিয়ে এয়ারপোর্টটাকে দেখল অর্জুন। এই হল পাকিস্তান। মানুষজন যারা উঠল, ঘরবাড়ি যা দেখা গেল, ভারতবর্ষের সঙ্গে তো কোনও পার্থক্যই ধরা পড়ছে না।

মেজরের রাগ যে তখনও কমেনি টের পাওয়া গেল, যখন এয়ারহোস্টেস এসে ব্রেকফার্স্ট সার্ভ করে গেলেন। মেজর চট করে ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, NOH HUEVOS FRITOS।' এয়ারহোস্টেস চোখ বড় করে হাসলেন। তারপর ট্রলির দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন, "MWEE BYEN, TORTA ?" মেজর ঘাড় নাড়তে তাঁর প্লেটে একটি কেক পড়ল। আরও কিছুক্ষণ সেই অবোধ্য বাক্যবিনিময় করে এয়ারহোস্টেস এগিয়ে গেলেন। অর্জুন লক্ষ করল মেজরের মুখে প্রশান্তি ফিরে এসেছে। বিষ্টুসাহেব খাবার মুখে নিয়ে অর্জুনকে বললেন, "ইতালিয়ান। কেকের ইতালিয়ান কী বলব?"

www.banglabookpdf.blogspot.com

"কে বলেছে ওটা ইটালিয়ান?" শব্দটা এত জোরে মুখ থেকে বের হল যে, বেশ কয়েকটা খাবারের টুকরো তার সঙ্গী হল। কাগজের রুমালে নিজের শরীর যে পরিষ্কার করছেন বিষ্টুসাহেব, তা অর্জুন দেখল, কিন্তু লক্ষই করলেন না মেজর। এক নিশ্বাসে বলে যাচ্ছেন, "না জেনে মন্তব্য করা আমি দু'চক্ষে পছন্দ করি না। এই মেয়েটাকে দেখে মনে হল ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলে বাড়ি। আমি স্প্যানিশে বললাম ডিমভাজা খাব না। ওখানকার মানুষ স্প্যানিশ একটু-আধটু জানে। তা আমায় বলল, কেক খাও। আর আপনি বলছেন ওটা ইতালিয়ান?"

বিষ্টুসাহেব নীরবে প্লেট পরিষ্কার করলেন। দিল্লিতে আসার পর থেকেই ওঁর শরীর যেন চনমনে হয়ে উঠছিল। গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "কেক শব্দটির স্প্যানিশ কী?"

মেজর বললেন, "TORTA।"

পাশ দিয়ে একজন এয়ারহোস্টেস ফিরছিলেন, বিষ্টুসাহেব তাঁর দিকে একটা আঙুল তুলে বললেন, "TORTA!,,

লাইটার-রহস্যের অর্ধেক সমাধানের পর থেকে অস্বস্তিটা রয়ে গিয়েছিল। পৃথিবীর কোনও এক কোনায় এখন একটি লাইটার রয়ে গেছে, যা নিয়ে শুধু জাল অথবা চোরাকারবারিরা তৎপর নয়, ওই মারাত্মক ক্ষমতাবান লাইটারটির

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

গঠন-কৌশল জেনে গেলে সারা পৃথিবীর পক্ষে বিপদ হতে পারে। একটা নিরীহ দেখতে লাইটারের দ্বিতীয় বোতাম টিপলে অদৃশ্য রশ্মি দশ ফুট বেরিয়ে এসে যে-কোনও মানুষকে অবশ করে ফেলতে পারে। আশেপাশে দাঁড়িয়েও কেউ সেটা বুঝতে পারবে না। ওই বস্তুটির নকল করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে এখন পর্যন্ত কিন্তু অদৃশ্য রশ্মির ব্যবস্থা না করতে পেরে ওরা মিনি গ্রেনেড ঢোকাতে পেরেছে ওই ছোট লাইটারের খোলে।

প্রস্তুতকারক জোন্স অ্যান্ড জোন্স কোম্পানি খুব বিব্রত। আমেরিকান সরকার তাদের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে। কেন দুটো লাইটার সতর্কতা সত্ত্বেও হারিয়ে গেল! একটি বিনষ্ট হয়েছে খবর পেয়েও তাদের স্বস্তি নেই। অর্জুন এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেও কোনও কূল পায়নি। তবে জালিয়াতরা হংকং, থাইল্যান্ড থেকে নেপাল হয়ে তরাই-ভুটান অঞ্চলে যে কাজকর্ম চালাতে চেয়েছিল, তা ওই ঘটনার পর ভেস্তে গিয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর আর কোনও অঞ্চলে যে এই মুহূর্তে কাজ শুরু হয়নি, তা কে বলতে পারে!

প্যান-অ্যাম-এর এই প্লেন এবার থামবে ফ্রাঙ্কফুর্টে। এর মধ্যে দু-দুটো সিনেমা দেখতে পেয়েছে ওরা। দুটোই জেমস বন্ডের ছবি। বিষ্টুসাহেব আর অর্জুনই ছবি দেখল। মেজর নাক ডাকিয়ে ঘুমোলেন প্রায় পাঁচ ঘণ্টা। খুব সুখী মানুষই ওভাবে চটপট নাক ডেকে ঘুমোতে পারে। ফ্রাঙ্কফুর্ট যখন এল তখন স্থানীয় সময় আর ওদের ঘড়ির সময়ে অনেক তফাত। মালপত্র সব প্লেনেই থাকবে, ওদের শুধু কয়েক ঘণ্টার জন্য এয়ারপোর্টের ট্রানজিট লাউঞ্জে থাকতে হবে। কারণ এই সময়ে প্লেনের ঝাড়পোঁছ, তেল ভরার কাজ সেরে নেওয়া হবে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

প্লেনের দরজা দিয়েই এয়ারপোর্ট বিল্ডিং-এর দোতলায় চলে এল ওরা লাইন করে। এরকম ব্যবস্থা দমদম কিংবা দিল্লিতে দ্যাখেনি অর্জুন। মাটিতে পা পর্যন্ত দিতে হল না। ওর মনে হল, বৈধ ভিসা ছাড়া যাতে বিদেশিরা ওদের দেশের মাটিতে পা রাখতে না পারে তাই জার্মানরা এই ব্যবস্থা করেছে। যাই হোক, তবু তো সে জার্মানিতে এল। বিষ্টুসাহেব প্রথমেই উচ্চারণ করলেন, "হিটলারের দেশ হে!"

মেজর সঙ্গে-সঙ্গে চটে গেলেন, "NINE, BIT-TUH জার্মান মানেই হিটলার? আশ্চর্য!"

দাড়িতে হাত বুলিয়ে বোধহয় সংযত করলেন তিনি নিজেকে। তারপর গড়গড় করে অন্তত দশ-বারো জন জার্মানের নাম আওড়ে গেলেন। যাঁরা প্রত্যেকেই স্মরণীয় মানুষ। বিষ্টুসাহেব বললেন, "লোকটার কথাই মনে পড়ল আগে, কেন? আশ্চর্য!"

কিন্তু এই জায়গাটা তো পৃথিবীর যে-কোনও দেশের হতে পারে। অন্তত তিন ফার্লং লম্বা ঝকঝকে প্যাসেজের দু'পাশে আলো-ঝলমল দোকান এবং

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

অফিসঘর। প্রতিটি দোকানের জিনিসপত্র শুল্কবিহীন। অর্জুন বিস্মিত হয়ে শেষ প্রান্তে চলে এল হাঁটতে-হাঁটতে। বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের ট্রানজিট প্যাসেঞ্জাররা প্যাসেজের মাঝে-মাঝে-রাখা চেয়ারে বিশ্রাম নিচ্ছেন। মেজর বললেন, "এখানে আমার এক বন্ধু আছে। আপনারা কেউ যাবেন আমার সঙ্গে ?"

বিষ্টুসাহেব মাথা নাড়লেন, "উঁহু। আমি এই চেয়ারে বসে মানুষ দেখব। জার্মানিতে এসে একটাও জার্মান দেখতে পাচ্ছি না! তোমরা বরং ঘুরে এসো।"

অর্জুন মেজরের সঙ্গী হল। মেজর বললেন, "ওরা এই এয়ারপোর্টের বাইরে যেতে দেবে না আমাদের। ভিসা থাকলে দিত। ফ্রাঙ্কফুর্টের বিখ্যাত জিনিস হল এর অপেরা। আমি SACHESENHAUSEN-এ অপেরা দেখেছি। দ্বিতীয় বিখ্যাত বস্তু হল আপেলের তৈরি মদ। ওদের জাতীয় মদ। আহা, অমৃত।" একটি দোকানে ঢুকে মেজর একটা হাত ওপরে তুলে চিৎকার করে বললেন, "GOO-TEN-TAHK !"

টাকমাথা লোকটার মুখ উজ্জ্বল হল। তিনিও হাত তুললেন, "GOO-TEN-THAK ! VEE GAYTESS EE-NEN ! বলে করমর্দনের জন্য হাত বাড়ালেন। মেজর হাতটা ধরে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, "ZAYRGOOT !"

www.banglabookpdf.blogspot.com

শব্দগুলোর একবর্ণ বুঝতে পারছিল না অর্জুন। মেজর আরও কিছুটা শব্দ খরচ করার পর লোকটি অর্জুনের দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে বললেন, "ওয়েলকাম, ওয়েলকাম। এত অল্প বয়সে আপনি এত প্রতিভাবান, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে গর্বিত হচ্ছি।"

এই সময় আর-একজন খদ্দের দোকানে ঢুকে কাউন্টারে দাঁড়াতে টাকমাথা ভদ্রলোক, "EN-SHOOL-DIGEN-ZEE,, বলে ছুটে গেলেন তাঁর কাছে। লোকটার পরনে চমৎকার স্যুট, চোখে চশমা, বয়স তিরিশের সামান্য ওপরে। যা নেবেন সেটা জানিয়ে ভদ্রলোক পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে অলস ভঙ্গিতে একটা সিগারেট নিয়ে ওদের দিকে তাকালেন। অর্জুন চোখ ফিরিয়ে নিল। টাকমাথা ফিরে এলে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলে ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন সিগারেট না ধরিয়ে। এমন হতে পারে তিনি লাইটার কিনতে এসে না পেয়ে ফিরে গেলেন। কিন্তু পাশের টেবিলের ওপর স্তূপ করা দেশলাই রয়েছে। জলপাইগুড়িতে যেসব দেশলাই দেখেছে সেরকম নয়। বাক্সের বদলে পাতার মধ্যে আটকানো কাঠি। লোকটা তো এই একটাতে সিগারেট ধরাতে পারত। মেজর ততক্ষণে বন্ধুর সঙ্গে গল্প শুরু করেছিলেন। অর্জুন চটপট বাইরে বেরিয়ে এল। অন্তত আট-দশটি প্লেনের যাত্রীরা ট্রানজিট লাউঞ্জে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রতিটি মানুষই যথেষ্ট ধনী, অর্জুনের মনে হল, এখানে কোনও

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

গরিব নেই। অন্তত পোশাক এবং আচরণে। লোকটি হাঁটছিল অত্যন্ত অলস ভঙ্গিতে। তার ডান হাতে সিগারেটটি ধরা, তাতে এখনও আগুন পড়েনি। প্যাসেজের পাশে রাখা চেয়ারগুলিতে অনেকে বসে। তাদের একজন লোকটিকে দেখে উঠে দাঁড়াল। ওর বয়স বেশি। দু'জনেই বিদেশি। দেখে কোন্ দেশের তা অর্জুনের পক্ষে ঠাওর করা সম্ভব নয়। কিন্তু দ্বিতীয় লোকটিকে বোঝা যায়। ওর তাকানো, শরীর বলে দেয় সহজ পথের মানুষ নয়। তা ছাড়া লোকটার কাঁধে বেশ ভারী ব্যাগ ঝুলছে। টুকিটাকি ছাড়া সবাই জিনিসপত্র প্লেনেই রেখে এসেছে। অত বড় ভারী ব্যাগ লোকটি বইছে কেন ?

ওরা কী কথা বলছে তা বোঝা এতদূর থেকে অসম্ভব। দু-তিনজনের ইংরেজি এর মধ্যে কানে এসেছিল, যার উচ্চারণ এমন যে, চেনা শব্দও অচেনা হয়ে যায়। লোক দুটো এখন পাশাপাশি হাঁটছে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে-বলতে। দু'পাশের দোকান বা জনতার দিকে আর মন দিচ্ছে না। অর্জুনের মনে হল, যদি ও লাইটার কিনতে যেত তা হলে না পেয়ে অন্য দোকানে খোঁজ করত। লাইটার ছাড়া অন্য কিছু হলেও তো এইটে সঙ্গত ছিল। কিন্তু সে কেন ওই লোক দুটোকে অনুসরণ করছে ?

অর্জুন দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর মেজরের জন্য পিছন ফিরল। কিন্তু কী আশ্চর্য, সব দোকান যে এক রকম দেখাচ্ছে ! দোকানের গায়ে যে নাম লেখা, তা ইংরেজিতে নয়। প্রতিটি দোকান তন্নতন্ন করে খুঁজে সে সেই দোকান বা মেজরকে দেখতে পেল না। এমনকী বিষ্টুসাহেব যে চেয়ারটায় বসেছিলেন সেটাও নজরে আসছে না। মাইকে কিন্তু অনবরত ঘোষণা করছে, কখন কোন্ প্লেন ছাড়বে। যাত্রীদের সেইভাবে বিভিন্ন এয়ারলাইনসের কাউন্টারের দিকে এগোতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। আচমকা অর্জুনের শরীরে যেন বরফের স্পর্শ লাগল। তার পাসপোর্ট-টিকিট বিষ্টুসাহেবের কাছে রাখা। যদি ওরা তাকে না পেয়ে প্লেনে উঠে পড়ে তা হলে সে কী করবে ? ঠিক তখনই নজরে পড়ল বিষ্টুসাহেব টয়লেট থেকে বেরিয়ে আসছেন।

প্রাণ ফিরে পাওয়ার মতো আনন্দে ছুটে গেল কাছে, "মেজর কোথায় ?"

"তোমরা তো একসঙ্গে গেলে। কেন, সে হারিয়ে গেছে নাকি ?"

"না, আমরা একটু আলাদা হয়ে পড়েছিলাম, তারপর আর খুঁজে পাচ্ছি না।"

"অ। কোথায় আর যাবে ! যে মরুভূমিতে খ্যাঁকশেয়াল খোঁজে, সে ঠিক আমাদের খুঁজে বের করবে। ঠিক আছে ? এদের টয়লেটে গেছ ? মাথা ঘুরে যায়। কী আধুনিক কায়দা। এসো, এখানে বসি। আমি তখন থেকে বিখ্যাত জার্মানদের নাম ভেবে যাচ্ছি। কিন্তু হিটলার এমন জায়গা দখল করে বসে আছেন যে, হিমলার-টিমলার ছাড়া আর কারও নাম মনে পড়ছে না। তুমি দু-একটা নাম মনে করিয়ে দাও তো !" বিষ্টুসাহেব চোখ বন্ধ করলেন।

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

অর্জুন হাসল, "বেকেনবাওয়ার, বিখ্যাত ফুটবলার ! ম্যাক্সমুলার।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ !" ঘনঘন মাথা নাড়লেন বিষ্টুসাহেব। "ঠিক আছে হিটলার মরে গেছেন, এখন আমার মাথায় সব বিখ্যাত দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানীরা এসে গেছেন ! সোপেনহাওয়ারের নাম শুনেছ ? দার্শনিক !" যেন হৃতরাজ্য ফিরে পেয়েছেন এমন ভঙ্গি করলেন বিষ্টুসাহেব।

ঠিক তখনই মেজরকে দেখা গেল হন্তদন্ত হয়ে, "GEN-RAH-DEH-OUS ! প্যান-অ্যাম থেকে প্যাসেঞ্জারদের ডাকছে আর আপনারা এখানে গপ্পো করছেন ! প্লেন চলে যাবে আপনাদের ফেলে। চলুন, চলুন। আর তুমি ! আমাকে না বলে তুমি চলে এলে ?"

প্রায় তাড়িয়ে মেজর নিয়ে এলেন প্যান-অ্যাম এয়ারলাইন্সের কাউন্টারে। সেখানে তখন লাইন পড়ে গেছে। হঠাৎ বিষ্টুসাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন, "আমার ওষুধের কৌটো !"

মেজর হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কী ওষুধ ?"

"হার্টের। ডাক্তার বলেছিল সব সময় সঙ্গে রাখতে। আমি কৌটোয় রেখেছিলাম।"

"আর নেই সঙ্গে ? কী ওষুধ নাম বলুন, পাশেই মেডিসিন শপ। চটপট।"

"কিন্তু, কিন্তু...। ওই কৌটোর তলায় হিরের আংটি রেখেছি।"

"হিরের আংটি ?" মেজরের দাড়িগুলো যেন ঝুলে পড়ল।

www.banglabookpdf.blogspot.com

"শুনেছিলাম কাস্টমস খুব চেক করে। যদি আঙুলে থাকলে না নিতে দেয় তাই ওষুধের কৌটোয় রেখে দিয়েছিলাম। প্রথম আমেরিকায় যাচ্ছি। ভাগ্নিকে দেব বলে !" প্রায় কেঁদে ফেললেন ভদ্রলোক, "অনেক দাম, অনেক। কোথায় ফেলেছি !"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি এখানে আসার সময় পকেটে রেখেছিলেন ?"

"ইয়েস। আমি চেয়ারে বসে দেখেছি কৌটোটা। রিয়েল ডায়মন্ড। ঠিক আছে !"

সঙ্গে-সঙ্গে মেজর ছুটলেন বিষ্টুসাহেব যেখানে চেয়ারে বসে ছিলেন সেখানে। অর্জুন যে রাস্তায় ওরা হেঁটে এসেছিল সেটা দেখতে লাগল। আর বিষ্টুসাহেব কাঁদো-কাঁদো ভঙ্গিতে একটি জার্মান পুলিশকে ব্যাপারটা বোঝাতে চাইলেন। অনেক স্মৃতি-বিজড়িত আংটি। খুঁজতে খুঁজতে অর্জুন অনেকটা চলে এল। এত মানুষ হাঁটাচলা করছে, পায়ের তলায় ছোট ওষুধের কৌটো দেখলে নিশ্চয় কেউ পকেটে পুরবে না। কিন্তু যাবে কোথায় ? বিষ্টুসাহেব পুলিশকে কী বলছেন তিনি জানেন, কিন্তু পুলিশ যদি জিজ্ঞেস করে হিরের আংটি কেন তিনি ওভাবে লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তা হলে উত্তরটা কি বিশ্বাসযোগ্য হবে ?

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

মিনিট দশেক কেটে গেল, তবু কৌটোর হদিস পেল না অর্জুন। শেষে হতাশ হয়ে যখন ফিরছে, তখন টয়লেট-সাইনটা নজরে পড়ল। মুখ ধুতে গিয়ে ওখানে ফেলে আসেননি তো। অর্জুন দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। দারুণ ঝকঝকে আধুনিক টয়লেট। অর্জুন মেঝেতে নজর বুলিয়ে কিছু পেল না। শেষ লোকটি বেরিয়ে গেলে সে ফিরতেই ব্যাগটাকে দেখতে পেল। একটা ভারী ব্যাগ টুপি রাখার স্ট্যান্ডে ঝুলছে। নিশ্চয়ই কেউ ভুল করে এটাকে ফেলে গিয়েছে। কাছাকাছি হতেই সে চমকে উঠল। এটাকে সে সিগারেট না জ্বালানো লোকটার নিষ্ঠুর দেখতে সঙ্গীটির সঙ্গে দেখেছিল। হ্যাঁ, অবিকল এই ব্যাগ। কিন্তু সেই লোকটা তো ভুলে ফেলে যাওয়ার পাত্র নয়। অর্জুন দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ব্যাগটা তুলে নিয়ে পাশের খোলা ল্যাট্রিনের ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

দ্রুত হাতে ব্যাগটা খুলে তেমন কিছু সন্দেহজনক জিনিস দেখতে পেল না অর্জুন। কয়েকটা ছেঁড়া মোজা, ভারী মোটা-মোটা অঙ্কের বই, তোয়ালে, এইসব। অর্জুন হতাশ হয়ে দরজাটা খুলতেই চমকে উঠল। সামনে দাঁড়িয়ে আছে রোগামতন একটা জার্মান, যার নাকের ওপর সরু ফ্রেমের স্টেনলেশ স্টিলের চশমা। অর্জুন বেরিয়ে আসা মাত্র লোকটি বলল, "GOO-TEN-TAHK."

অর্জুনের ভেতরটা কেঁপে উঠল। সে কাঁপা গলাতেই ইংরেজিতে বলল, "আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।" লোকটি হাসল। তারপর হাত বাড়িয়ে দরজাটা ধরে ভেতরে ঢুকে গিয়ে সেটাকে বন্ধ করল। প্রচণ্ড দুর্বল মনে হচ্ছিল শরীরটা। লোকটার প্রয়োজন বেড়ে গিয়েছিল এবং সবক'টা ল্যাট্রিনে লোক থাকায় সে বিব্রত ছিল এটা বুঝতে সময় লাগল। তারপর ঝটপট ব্যাগটাকে হ্যাট-র‍্যাকে ঝুলিয়ে দিয়ে সে বাইরে বেরিয়ে এল।

www.banglabookpdf.blogspot.com

মেজর অর্জুনকে দেখে বললেন, "পাওয়া গিয়েছে। চল, আমাদের ডাক এসে গিয়েছে।"

"পাওয়া গিয়েছে ? কী করে পাওয়া গেল ?" অর্জুন অনেকক্ষণ পরে খুশি হল।

"ওঁর কোটের ভেতরের পকেটেই ছিল।"

"যা বাব্বা !" অর্জুন বিষ্টুসাহেবের দিকে তাকাল। তিনি তখন অত্যন্ত মন দিয়ে একটি কাগজ পড়ছেন। এইসব কথাবার্তা যেন ওঁর কানেই যাচ্ছে না।

প্লেনে বসে এবার অর্জুন ঘড়ির দিকে তাকাল। যত তারা এগোচ্ছে, তত পাল্লা দিয়ে ঘড়ির কাঁটা পালটাতে হচ্ছে। ব্যাপারটা এমন দাঁড়াবে যে, ভারতবর্ষ ছাড়ার তারিখটা বাইশ ঘণ্টা পরেও আমেরিকায় পৌঁছে একই থেকে যাবে। বিষ্টুসাহেব এখনও কাগজ পড়ছেন। বোধহয় কৌটোটা ভুল পকেটে রেখে হইচই বাধাবার জন্য বেশ লজ্জিত হয়ে পড়েছেন। হঠাৎ কোমরে একটা খোঁচা

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

খেল অর্জুন। পাশে তাকাতেই দেখল বিষ্টুসাহেব খুব উত্তেজিত ভঙ্গিতে খবরের কাগজের একটা অংশের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। ইংরেজি কাগজটার শেষ পাতায় বক্স করে ছাপা হয়েছে, 'জোন্স অ্যান্ড জোন্স কোম্পানি জানাচ্ছে যে, তাদের চুরি যাওয়া একটি লাইটার যে খুঁজে দেবে বা হদিস কিংবা সূত্র জানাবে তাকে দশ হাজার আমেরিকান ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে। আমেরিকান এই কোম্পানিটির হারানো লাইটারটি মানবসভ্যতার ক্ষতি করতে পারে। সম্প্রতি হামবুর্গ শহরের গ্রোসে ফ্রেইহিট স্ট্রিটের 'দি ট্যাবু' ক্লাবে, জোন্স অ্যান্ড জোন্স কোম্পানির হারানো লাইটারটির একটি নকল পাওয়া গিয়েছে। প্রথম বোতামটি সক্রিয় ছিল কিন্তু দ্বিতীয় বোতাম কার্যকর ছিল না। অনুমান করা হচ্ছে, এই অঞ্চলে ওই জাল-কারবারিদের আনাগোনা হচ্ছে। প্রসঙ্গত মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে, একযন তরুণ ভারতীয় গোয়েন্দা হারানো লাইটারের জুড়িটিকে ধ্বংস করেছেন।'

মেজর বিরক্ত হচ্ছিলেন খবরের কাগজ নিয়ে এই ধরনের উত্তেজনায়। বিষ্টুসাহেব বললেন, "ওদের তোমার নাম দেওয়া উচিত ছিল। আমি প্রতিবাদপত্র লিখব। ঠিক আছে ?"

সেই সময় চোখ তুলতেই অর্জুন অবাক হল। সেই লোক দুটো ঢুকছে। বোর্ডিং কার্ড হাতে নিয়ে সিট নাম্বার খুঁজতে-খুঁজতে ওদের পেরিয়ে চলে গেল। সেই গুণ্ডামতন লোকটার হাতে এখন ব্যাগ নেই। আর সুবেশ মানুষটির হাতে সিগারেট একইভাবে না ধরিয়ে রাখা আছে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

কোনও প্রত্যক্ষ অবলম্বন নেই, কিন্তু অর্জুনের উত্তেজনা বাড়ছিল। একটা লোক অযথা কেন ঘণ্টাখানেক সিগারেট না ধরিয়ে আঙুলের ফাঁকে রেখে দেবে ? সঙ্গী লোকটার ব্যাগে কেন শুধু ছেঁড়া মোজা, অঙ্কের বই থাকবে এবং সেগুলোকে টয়লেটে ফেলে আসবে ? নিশ্চয়ই আরও কিছু ছিল ব্যাগটায়। কী ছিল ? ব্যাগটাকে ওভাবে ফেলে এল কেন ? যে জিনিস সঙ্গে ছিল তা কি ব্যাগে রাখা আর নিরাপদ ছিল না ?

এইসময় ঘোষণাটা করে প্লেন ছেড়ে দিল। সিটবেল্ট বেঁধে অর্জুন পেছন ফিরে তাকাল। সুবেশ ভদ্রলোকের শরীর দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তাঁর সঙ্গীর একটা হাত নজরে এল। কোটের বাইরে আঙুলগুলো মুষ্টিবদ্ধ। ভঙ্গিটাই বলে দেয় প্রচণ্ড শক্তি ধরে লোকটা। এবার ওরা বসেছে সেই এলাকায় যেখানে সিগারেট খাওয়া চলে না। ব্যাপারটা বিষ্টুসাহেব করেছেন, বোর্ডিং কার্ড নেবার সময় বলেছেন, 'নো স্মোকিং।' আর সেইটাই খেপিয়ে দিয়েছে মেজরকে। তিনি এখন সারাটা পথ চেয়ারে বসে চুরুট খেতে পারবেন না।

আকাশে প্লেন স্বাভাবিক হয়ে এল। মেজর উঠলেন। তার বিরাট শরীরটা বিষ্টুসাহেব এবং অর্জুনকে অতিক্রম করে পেছনের দিকে চলে গেল। উড়ন্ত প্লেন এবং রানিং ট্রেনে হাঁটার সময় একই অনুভূতি। অর্জুন কিছুক্ষণ অপেক্ষা

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

করল। তারপর সে-ও চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। এয়ার হোস্টেসরা খাবারদাবারের ব্যবস্থা করছে। সুবেশ ভদ্রলোক চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। ওঁর পাশের লোকটি অর্জুনের দিকে চলে গেল। একবার তাকাল, তারপর দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাল। শেষ প্রান্তে চলে এসে মেজরকে দেখতে পেল অর্জুন। এক হাতে একটা পানীয়ের গ্লাস নিয়ে চুরুট খাচ্ছেন। অর্জুনকে দেখে বললেন, "অদ্ভুত! আগবাড়িয়ে নো স্মোকিং বলার কী দরকার ছিল। এখন খাও এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। আমি নিউইয়র্কে পৌঁছেই কেটে পড়ছি।"

"কোথায় যাবেন?"

"আমার ফ্ল্যাটে। ম্যানহাটনে আমার নিজের ফ্ল্যাট আছে। উনি থাকবেন ওঁর বোনের বাড়িতে। এরকম লোক আমি দেখিনি, সবকিছু জেনে বসে আছেন। অসুস্থ মানুষ অসুস্থ হয়ে থাকলেই তো চলত। সারা এয়ারপোর্ট চষেছি ওঁর কৌটোর জন্য, জানো?" মেজর এক চুমুকে পানীয়টা শেষ করে চুরুটে টান দিলেন।

অর্জুন বলল, "বিষ্টুসাহেব কিন্তু ভালমানুষ। বয়স হয়েছে বলে ভুল হয়।"

মেজর বললেন, "সেটা আমাকে বলতে হবে না। ভাল মানুষ না হলে আমি সঙ্গী হতাম? তুমি তো সিগারেট খেতে এসেছ, ধরাও, আরে, আমি কিছু মনে করব না।"

অর্জুন দ্রুত মাথা নাড়ল, "না, না। আমি আপনার সঙ্গে গল্প করতে এলাম।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

মেজর খুব খুশি হলেন, "গুড। তুমি ছেলেটা ভাল। আমার কোনও সাহায্য প্রয়োজন হলে বলবে।"

অর্জুন বলল, "আপনি তো বলেছেন আমরা দু'জনেই সত্য খুঁজছি। তবে দু'রকমের মাধ্যমে। এই দ্বিতীয় লাইটারটা খোঁজার ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই।"

"গ্র্যান্টেড। লাইটারটা এখন কার কাছে আছে?' মেজর ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন।

হেসে ফেলল অর্জুন, "সেটাই তো সবাই জানতে চাইছে। আমিও জানি না।"

ওপর থেকে মনে হচ্ছিল একেই বোধহয় বলে হিরের মালা। কেনেডি এয়ারপোর্টের আলো নিউইয়র্ক শহরকে রহস্যময়ী করে তুলেছিল। বিষ্টুসাহেব আপ্লুত হয়ে বললেন, "অনবদ্য। দারুণ দৃশ্য, তাই না?"

প্লেন থেকে নেমে প্রথমেই অর্জুনের মনে হল সে আমেরিকায়। ঠাণ্ডা তো তেমন নেই। তারপরে খেয়াল হল তারা প্লেনের পেট থেকে সোজা চলে এসেছে এয়ারকন্ডিশন্ড বিল্ডিং-এর ভেতরে। বাইরের ঠাণ্ডা এখানে ঢুকবে

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

কেন ? কিন্তু এয়ারপোর্ট বিল্ডিংয়ের ভেতরে এসে মনে হচ্ছে যেন খুব বড় কোনও শহরে ঢুকে পড়েছে। এত ব্যস্ততা, কিন্তু তাড়াহুড়ো নেই, চিৎকার নেই। অর্জুন লক্ষ করছিল সেই দুটো লোককে। ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমসের বাধা ডিঙিয়ে ওরা তাদের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এল। এখন সুবেশ লোকটির হাতে সিগারেট নেই। প্লেনের ক্যারিয়ারে রাখা মালপত্রের জন্য সবাই যখন অপেক্ষা করছিল, তখনই ওদের দুটো স্যুটকেস এসেছিল। সুবেশ লোকটা যে সুটকেসটি ধরেছিল তার ওপর লেখা আছে, ১৫-৩২, রাস্তা তিরিশ, ম্যানহাটন।

বিষ্টুসাহেবের বোন এবং ভগ্নীপতি এসেছিলেন এয়ারপোর্টে। দাদাকে পেয়ে স্বভাবতই খুব খুশি। তাঁরা এবং বিষ্টুসাহেব চাইছিলেন অর্জুন ওঁদের ওখানে উঠুক। কিন্তু প্রত্যেকের অনুরোধ নস্যাৎ করে দিলেন মেজর, "না, না। এখন থেকে আমাদের একসঙ্গে অনেক কাজ করতে হবে। তোমাদের ওখানে মাঝে-মাঝে দেখা করতে যাব।"

আলাদা গাড়িতে ওঠার আগে বিষ্টুসাহেব বললেন, "শরীরটা একটু সারিয়ে তুলি। তারপর তোমার সঙ্গে যাব। অভিযান-টভিযান হলে আমাকে বাদ দিও না। ঠিক আছে ?"

মেজর ট্যাক্সি নিলেন না। বললেন, "ট্যাক্সিতে ওঠা মানে গলা বাড়িয়ে দেওয়া। ডলার যাবে একগাদা। তার চেয়ে বাসে উঠি এসো।"

বাইরে কিন্তু বেশ ঠাণ্ডা। অর্জুনের খুব শীত করছিল। একটা পুরো-হাতা সোয়েটারে শীত আটকাচ্ছে না। সঙ্গের মালপত্র বেশি না থাকায় বাসে আপত্তি করল না কেউ। ঢোকার সময় নব্বুই সেন্ট জমা দিয়ে ঢুকতে হয়। মেজরই দু'জনেরটা দিয়ে দিলেন। সন্ধে হয়েছে, রাত্রের নিউইয়র্ক দেখতে জানলার বাইরে তাকাচ্ছিল সে। মেজর বললেন, "নো, নো, এটা নিউইয়র্ক নয়। কেনেডি শহর থেকে অনেক দূরে।"

বাসে সাদা-কালো দুই ধরনের মানুষ আছে। প্রত্যেকের অঙ্গে ভাল শীতবস্ত্র। হঠাৎ নিজেকে খুব গরিব-গরিব বলে মনে হচ্ছিল। বাইরে তাকিয়ে অর্জুন শুধু বুঝতে পারল তারা দারুণ ঝকমকে একটা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। বাস যেখানে শেষ করল সেই জায়গাটার নাম টাইম স্কোয়ার। অর্জুনের মনে হল যেন দেওয়ালির উৎসব হচ্ছে চারধারে। এত আলো, এত সাজগোজ যে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। মেজরের সঙ্গে ফুটপাথ ধরে হাঁটতে খুব ভাল লাগছিল ঠাণ্ডা সত্ত্বেও। ম্যানহাটনে ওঁর ফ্ল্যাটে পৌঁছতে সময় লাগল বেশ, তবু।

নিয়মটা অদ্ভুত। মোটা কাঠের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে যে ফ্ল্যাটে যেতে চাও, সেই ফ্ল্যাটের নম্বরে টেলিফোন করলে তারা যাচাই করবে তুমি কে। পছন্দ হলে সেখান থেকে বোতাম টিপলে ও-পাশের দরজাটা খুলে যাবে। সেইটে দিয়ে ভেতরে ঢোকার পর লিফট পাবে। চাবি ছাড়া এবং অনুমতি না পেলে দ্বিতীয় দরজা খুলবে না। নিজের ফ্ল্যাটের দরজা খুলে মেজর ঘোষণা

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

করলেন, "এখন থেকে এটাকে নিজের বলেই ভাববে। ও-পাশের দুটো বিছানার যে-কোনও একটায় তুমি শুতে পারো। ওখানে কিচেন আছে। কিছু খাবার আমি যাওয়ার সময় রেখে গিয়েছিলাম, নষ্ট হবার কথা নয়। কাল বাজার করব। আর এই নাও নিউইয়র্কের ম্যাপ। আমি এখানে আছি। এই স্পটটায়। বাড়ির নম্বর, টেলিফোনের নম্বর লিখে নেবে। ও. কে.।"

বলতে বলতেই টেলিফোন বাজল। অর্জুন একটা সোফায় আরাম করে বসল। প্লেনে যা খাইয়েছে, আর খিদের প্রশ্ন নেই। ঘরটায় বেশ গরম আছে। মেজর তখন টেলিফোনে কথা বলছিলেন, 'GOO DAH, HOOR STORE DET TILL ? TAHK BRAH ?' এটা কোন ভাষা বুঝতে পারল না অর্জুন। কিছুক্ষণ পরে মেজর ফিরে এসে বললেন, "আমার এক সুইডিশ বন্ধু ফোন করেছিল। রাশিয়ান রকেটের বিস্ফোরণ সুইডেনে খুব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। জলের তলায় একটা নীল রঙের শ্যাওলা হচ্ছে। ও সেই শ্যাওলা দেখতে যাচ্ছে। আমার চুরুট!" মেজর আচমকা পকেটে হাত দিলেন। এ-পকেট সে-পকেট খোঁজার পর নিজের ব্যাগ হাতড়ালেন, "যাঃ, আমার চুরুটের প্যাকেটটা কোথায় ফেলে এসেছি। তুমি বোসো, আমি চুরুট কিনে আনি।"

এই ভরসন্ধেবেলায় অর্জুনের একা এখানে বসে থাকতে ইচ্ছে করছিল না। সে সঙ্গ নিতে চাইলে মেজর আপত্তি করলেন না। কিন্তু একটা চোখ ছোট করে অর্জুনকে দেখে সোজা ভেতরের ঘরে চলে গেলেন। ফিরে এলেন একটা অপেক্ষাকৃত ছোট জ্যাকেট হাতে নিয়ে। কিন্তু সেটা অর্জুনের কাছে আলখাল্লার মতো লাগছিল। ওই বেঢপ জিনিসটা বাধ্য হয়ে পরতে হল মেজরকে খুশি করার জন্য। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে যে আরাম হল, তাতে মনে মনে মেজরকে ধন্যবাদ জানাল অর্জুন।

www.banglabookpdf.blogspot.com

জায়গাটার নাম ম্যানহাটন। দু'পাশে উঁচু-উঁচু বাড়ি, দোকানপাট কম, সন্ধে পার হওয়ায় লোকজনও দেখা যাচ্ছে না। অর্জুনের চট করে স্যুটকেসের ওপরে দেখা ঠিকানাটার কথা মনে পড়ল। সে মেজরকে জিজ্ঞেস করতে মেজর বললেন, "মিনিট দশেকের হাঁটা। কে থাকে সেখানে ?"

"একবার সেই বাড়িটার সামনে যেতে পারি ?"

"তুমি হাঁটতে পারলে আমার আপত্তি কী! আহা, এই দোকানটা বন্ধ কেন ?"

মেজর চুরুটের দোকান খুঁজতে-খুঁজতে হাঁটছিলেন। এদিকের রাস্তায় মানুষজন কম কেন! ফুটপাথে কি বেশি লোক হাঁটে না! অথচ গাড়ি যাচ্ছে স্রোতের মতো।

অনেকগুলো ব্লক পেরিয়ে মেজর বললেন, "এটাই থার্টিয়েথ স্ট্রিট। কত নম্বর বললে ?"

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

"ফিফটিন—থার্টিটু।"

আর একটু হাঁটার পর মেজর একটা পাঁচতলা বাড়ির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী নাম ?"

অর্জুন বলল, "নাম জানি না।"

"মানে ?" অবাক হলেন মেজর।

"নামটাই তো খুঁজে বের করতে হবে।"

সঙ্গে-সঙ্গে চমকে উঠলেন মেজর, "আই সি, আই সি। এক্সপিডিশন !"

ওরা দাঁড়িয়ে ছিল বাড়িটার উলটো ফুটপাথে। বিভিন্ন ফ্ল্যাটে আলো জ্বলছে। লোকটা নিশ্চয়ই এখন ওখানে পৌঁছে গিয়েছে। তার সঙ্গী কোথায় কে জানে ! কিন্তু কোন্ ফ্ল্যাটটায় লোকটা থাকে, সেটাই বের করতে হবে। এইসময় মেজর একটা চুরুটের দোকান আবিষ্কার করে ফেললেন। তাঁকে খুব খুশি দেখাচ্ছিল। চুরুট কেনার পর মেজর বললেন, "আমি বড্ড লোভী হয়ে গেছি। নিজেকে শাস্তি দিতে অন্তত আধঘণ্টা চুরুট ধরাব না। চলো না, ওই বাড়ির ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে গিয়ে খোঁজ নিই !"

"কী খোঁজ দেবেন ?"

"তাও তো বটে। বাড়ির নাম্বার জানো, কিন্তু লোকের নাম জান না। অথচ দশটা ফ্ল্যাট হবে এখানে। লোকটাকে চেনো তো ?"

"চিনি।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

"তা হলে দাঁড়িয়ে থাক। একসময় না একসময় বের হবেই।" মেজর ওপাশে তাকালেন, সেখানে একটা দোকানের ওপর দাবার বোর্ডের সাইনবোর্ড, "আঃ, দারুণ। তুমি এখানে দাঁড়িয়ে লক্ষ করে যাও, আমি ততক্ষণ একহাত খেলে আসি।"

"কী খেলবেন ?" অর্জুন অবাক।

"দাবা। একটা গেম জিতলে দশ ডলার, হারলেও তাই দিতে হবে। তবে এ-শর্মা কখনও রিস্ক নেয় না, অভিযান ছাড়া।" মেজর আর দাঁড়ালেন না। ঠাণ্ডা এড়াতে অর্জুন একটা ছাউনির তলায় এসে দাঁড়াল। এত রাতে অতটা পথ উড়ে এসে লোকটা নিশ্চয়ই বাড়ি থেকে বের হবে না। এখনও কোনও সন্দেহজনক কাজ লোকটা করেনি, কিন্তু ওর সঙ্গী করেছে। ব্যাগটাকে ফ্রাঙ্কফুর্টের টয়লেটে ফেলে এল কেন ? হয়তো পুরোটাই অন্ধকারে হাতড়ানো, তবু অর্জুনের মন মানছিল না। মিনিট পনেরো যাওয়ার পর অর্জুন রাস্তাটা পেরিয়ে বাড়িটার সামনে এল। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতেই প্যাসেজ পেরিয়ে লিফট। তার গায়েই একটা বোর্ডে বিভিন্ন ফ্ল্যাটের অধিবাসীদের নাম লেখা। তা দেখে তো কিছু বোঝা মুশকিল। অর্জুন রাস্তায় বেরিয়ে দাবা খেলার দোকানে চলে এল। মেজর ততক্ষণে বিশ ডলার হেরেছেন।

জোন্স অ্যান্ড জোন্স কোম্পানিতে অর্জুনের যে অভ্যর্থনা হল, তা কল্পনার

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

বাইরে। স্বয়ং কোম্পানির চেয়ারম্যানের পি. এ. এসেছিল মেজরের ফোন পেয়ে গাড়ি নিয়ে। মোটামুটি ভদ্র পোশাকে মেজরকে সঙ্গে নিয়ে সেই গাড়িতে চেপে অর্জুন গিয়েছিল পরের দিন সকালে জোন্স অ্যান্ড জোন্স-এ। কোম্পানির চেয়ারম্যান বৃদ্ধ মানুষ। তিনি পরের দিন বারংবার ওকে ধন্যবাদ দিলেন প্রথম লাইটারটি খুঁজে বের করার জন্য। তিনি অনুযোগ করলেন কেন অর্জুন তাঁদের জানাল না, কোন ফ্লাইটে সে আসছে। অর্জুনের আমেরিকায় থাকা-খাওয়া এবং সমস্ত রকম খরচ ছাড়া কিছু পুরস্কারের প্রস্তাব দিলেন তিনি।

মেজর জানালেন, অর্জুন তাঁর অতিথি। এখন দ্বিতীয় লাইটারটা খুঁজতে তাঁরা ব্যস্ত। আমেরিকাতে অর্জুন তাই তাঁর কাছেই থাকবে। শেষ পর্যন্ত ব্যবস্থা হল এইরকম, যখনই যা দরকার হবে, তা অর্জুন মিস্টার স্মিথ বলে এক ভদ্রলোককে জানাবে। তিনি সঙ্গে-সঙ্গে তার ব্যবস্থা করবেন। চেয়ারম্যান আরও জানালেন, ফেডারেল ব্যুরো অভ ইনভেস্টিগেশন তাঁকে জানিয়েছেন যে, নকল লাইটারের কারবারিরা আপাতত তাদের কার্যকলাপ বন্ধ রেখেছে। কিন্তু যতক্ষণ না দ্বিতীয় লাইটারটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ কোম্পানি নিশ্চিন্ত হতে পারছে না।

জোন্স অ্যান্ড জোন্স থেকে বের হতে প্রায় দুপুর হয়ে গেল। মেজর ওকে নিয়ে ঢুকলেন ম্যাকডোনাল্ড কোম্পানির রেস্তোরাঁয়। অল্প দামে ভাল খাবার দেওয়ার জন্য এই কোম্পানি প্রতিটি শহরে এইরকম অনেক দোকান করেছে। মেজর কাউন্টার থেকে খাবার আনতে গেলে অর্জুন রাস্তার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসল। কাল থেকে একটা ব্যাপার সে এখানে তেমন দেখতেই পাচ্ছে না। আমেরিকার লোকেরা কি সিগারেট খায় না ? একটা মানুষও চোখে পড়ছে না, যার হাতে সিগারেট আছে। একমাত্র মেজর ছাড়া চুরুট খাচ্ছেন এমন কেউ সামনে আসেনি। তা ছাড়া মেজর চুরুট কিনেছিলেন একটা পেট্রল পাম্প থেকে। তারাই সিগারেট চুরুট বিক্রি করে।

অর্জুন রাস্তাটা দেখল। কারও মুখ থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে না। অথচ এদেশের কোম্পানি লাইটার তৈরি করেছিল বাজারে চালু করতে। চেয়ারম্যান বললেন, সেটা বিক্রি হয়েছিল যারা আত্মরক্ষা করতে অস্ত্র চায় তাদের উদ্দেশে। রিভলভারের বদলে লাইটার। কিন্তু লাইটারটার প্রথম কাজ তো সিগারেট ধরানো। প্লেনে একটা বুলেটিনে সে পড়েছে, আমেরিকায় অন্যান্য চাষের মাত্র শতকরা ছ'ভাগ তামাক চাষ হয়।

খাবার নিয়ে উলটো দিকের টেবিলে এসে বসলেন মেজর, "এদের মিল্কশেকটা দারুণ। হ্যাঁ, নিউইয়র্ক নিশ্চয়ই ঘুরে দেখতে চাও। স্ট্যাচু অভ্ লিবার্টি ? অ্যাঁ ! এখনই না ? বেশ, বেশ, যখন ইচ্ছে হবে, বলবে। আচ্ছা আমরা এখন কী করব ? অ্যাডড্রেস নিয়ে তো কোনও লাভ হবে না। ফ্ল্যাট নাম্বার জানি না, মানুষটার নাম জানি না। মুশকিল। তোমাদের বিষ্টুসাহেবের

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

সঙ্গে দেখা করতে যাবে নাকি ?" কথাগুলো বলতে বলতেই মেজর তাঁর নিজের প্লেট শেষ করে ফেলেছেন। অর্জুনের মনে হচ্ছিল, মেজর ওরকম শ'খানেক প্লেট অবলীলায় শেষ করতে পারেন। অথচ খাবারগুলো এত ভারী অথচ সুস্বাদু যে, অর্জুনের মনে হচ্ছিল বিকেল পর্যন্ত খেতে হবে না। সে জবাব দিল, "বিষ্টুসাহেবের বাড়িতে না হয় বিকেলে যাব। কিন্তু আমি আর একবার ওই বাড়িটার সামনে যেতে চাই।"

মেজর কাঁধ নাচালেন। তারপর মুখ ফিরিয়েই চিৎকার করে উঠলেন, "হা-ই ! চার্লি !"

ওপাশ থেকে একটি রোগা নিরীহ দেখতে নিগ্রো এগিয়ে এল সাদা দাঁত বের করে, "হা-ই ! মেজর !" অর্জুন অবাক হয়ে গেল। কোনও নিগ্রো এত রোগা হতে পারে তা তার ধারণায় ছিল না। লোকটা কথা বলছে খুব শান্ত ভঙ্গিতে। বোধহয় মেজরের অনেকদিনের পুরনো বন্ধু। কিন্তু পোশাক দেখে মোটেই মনে হয় না খুব আরামে আছে লোকটা। মেজর নিগ্রোটির কোমরে হাত রেখে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে অর্জুনের দিকে তাকালেন, "এই হচ্ছে চার্লস। আমার সঙ্গে মেক্সিকো-এক্সপিডিশনে গিয়েছিল। দারুণ চোর।"

শেষ শব্দটাকে হকচকিয়ে গেল অর্জুন। মেজর কিন্তু একই গলায় অর্জুনের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন চার্লিকে। সেটা শেষ হলে চার্লি অর্জুনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে একগাল হেসে বলল, "গ্লাদ টু মিট ইউ।" অর্জুন মেজরকে বাংলায় জিজ্ঞেস করল, "উনি কী করেন বলছিলেন ?"

www.banglabookpdf.blogspot.com

"এখন কিছু করে না বলল। তবে ওর চুরির খুব নাম-যশ আছে। এগারোবার জেল খেটেছে। হ্যাঁ, সিরিয়াসলি ! তারপরে হেনরি ডিমক ওকে আমাদের অভিযাত্রী সঙ্ঘে ঢোকায়। ওহো, হেনরি এখন শহরে নেই, নইলে তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতাম।"

আমেরিকায় এসে অর্জুন এই প্রথম একজন চোর দেখল, যে দাঁত বের করে সরল হাসে, কিন্তু এই লোকটির সঙ্গে মেজরের যা ভাব দেখা যাচ্ছে সেটা শুধুই চোর হলে হত না। চার্লি অর্জুনকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি আমেরিকায় বেড়াতে এসেছ, খুব ভাল কথা, এখানকার মানুষের সঙ্গে আলাপ কর। স্ট্যাচুর চেয়ে মানুষ অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং।"

খুব ভাল লাগল কথাটা। অর্জুন সরাসরি এবার জিজ্ঞেস করল, "তুমি চুরি কর ?"

"করতাম। হোয়াইট হাউস থেকে বাজি রেখে অ্যাশট্রে চুরি করেছিলাম একসময়। এই নিয়ে জ্ঞান দিতে এসো না। আমার ভাল লাগেনা।" উদাসীন গলায় বলল চার্লি।

থার্টিয়েথ স্ট্রিটে পৌঁছে মেজর যথারীতি দাবা খেলতে গেলেন। বিভিন্ন

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

টেবিলে দাবার বোর্ড নিয়ে লোক বসে আছে। এর আগের দিন হেরে যাওয়ার বদলা নিতে বসে গেলেন মেজর। তিনি চলে গেলে একটা চুরুটের প্যাকেট বের করল চার্লি। বলল, "স্মোকিং খুব খারাপ অভ্যেস। মেজরকে পরে ফেরত দিয়ে দিও। ওরকম নাইস জেন্টলম্যান, শুধু-শুধু শরীর খারাপ করবে কেন ?"

অর্জুন অবাক হয়ে গেল। মেজরের পকেট থেকে কখন হাতসাফাই করল চার্লি। দাবা খেলতে-খেলতে চুরুট ধরাতে গিয়ে ফাঁপরে পড়বেন মেজর। ব্যাপারটা নিয়ে আর কথা না বলে অর্জুন সেই বাড়িটা দেখাল চার্লিকে। এর মধ্যে সে চার্লিকে প্লেনের ঘটনা বলেছে। সে ইচ্ছে করেই লাইটার-প্রসঙ্গ চেপে গেছে। লোকটি রহস্যজনক, ওর সম্পর্কে সে জানতে চায়। চেহারার বর্ণনা শুনেছে চার্লি। তারপর হেসে বলেছে, "তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে ইতালিয়ান। ইতালিয়ানরা রেস্টুরেন্টে খেতে খুব ভালবাসে। ওই ব্লকে একটা ইতালিয়ান রেস্টুরেন্ট আছে। এখন তো লাঞ্চ খাওয়ার সময়। চল, ওখানে যাওয়া যাক। ওদের POLLO BOLLITO খেতে আমার খুব ভাল লাগে।"

ব্যাপারটায় মন সায় না দিলেও অর্জুন রাজি হল। তার পকেটে কয়েকটা ডলার একই অবস্থায় রয়েছে। চার্লির অভিজ্ঞতা যদি ঠিক হয় তা হলে ইতালিয়ান রেস্টুরেন্টের মালিক নিশ্চয়ই এই লোকটার বর্ণনা শুনে চিনতে পারবে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

রেস্টুরেন্টটা বড়। শুধু ইতালিয়ান নয়, অন্যান্য জাতের লোকেরা যেভাবে খাচ্ছে টেবিলে-টেবিলে, তাতে এই দোকানের রান্না সম্পর্কে সন্দেহ থাকছে না। চার্লি আর অর্জুন এটা টেবিলে বসতেই বয় এসে মেনু-এগিয়ে দিল। প্রথমে লেখা আছে, PASTINA IN BRODO, TORTELLINI IN BRODO, CON CARNE, COTOLETTE, BISTECCA, MANZO, POLLO, RISOTTO, CASSATA."

অর্জুন এর মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছে না দেখে চার্লি জিজ্ঞেস করল, "তোমার কি এখনও খিদে আছে ?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "না, মেনুটা দেখছিলাম শুধু।"

চার্লি বলল, "তুমি তা হলে একটা GELATO খাও।" নিজের খাবারটাও দিতে বলল সে।

GELATO মানে যে আইসক্রিম, তা দেওয়ার পর বুঝতে পারল অর্জুন। সে তাই খেতে-খেতে চারপাশে মুখ ফিরিয়ে দেখছিল। না, কোথাও সেই সুবেশ ভদ্রলোক নেই। খাওয়া হয়ে গেলে অর্জুন দাম মেটাল। মোট ছ'টা ডলার খরচ হল তার। এবং তখনই নজরে পড়ল সেই গুণ্ডা টাইপের লোকাটাকে। কাউন্টার থেকে খাবার প্যাকেট নিয়ে সে বেরিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে-সঙ্গে অর্জুন ইশারা করল চার্লিকে। চার্লি চোখ ছোট করে দেখল

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

লোকটাকে। ওরা খানিকটা দূরত্ব রেখে অনুসরণ করছিল। হঠাৎ চার্লি দ্রুত এগিয়ে গিয়ে লোকটার পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। লোকটা আড়চোখে চার্লিকে একবার দেখল। ওরা দু'জনে একসঙ্গে লিফটে উঠে যেতে অর্জুন থমকে দাঁড়াল। লিফটে আরও দু'জন মহিলা উঠলেন।

মিনিট-পাঁচেক বাদে চার্লি নেমে এল শিস দিতে দিতে। অর্জুন খুব উত্তেজিত ছিল। সে জিজ্ঞেস করল, "কী হল, তুমি সোজা ওপরে চলে গেলে ?"

"সোজা ওপরে। ও নামল তিনতলায়, বাঁ হাতের প্রথম ফ্ল্যাটে। আমি পাঁচতলায় উঠে একটু সময় নিয়ে ফিরে এলাম। চল, একটু ওপাশে যাই।" দ্রুত পা চালিয়ে একটু আড়ালে চলে এসে পকেট থেকে একটা ব্যাগ বের করল চার্লি। মানিব্যাগ।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার ?"

"এটা ওই লোকটার পকেটে ছিল। কী আছে দেখি এর মধ্যে। বাঃ, প্রচুর ডলার আছে, দশ বিশ তিরিশ। উঃ একশো ষাট। লোকটার ছবি। আরম্যান্ডো ডি কোরো।" চার্লি হাসল, "লোকটা সত্যিই ইতালিয়ান।"

"তুমি, তুমি ওর ব্যাগ চুরি করেছ ?" অর্জুন বিশ্বাস করতে পারছিল না।

"কিন্তু ও জানবে পকেট থেকে পড়ে গেছে।"

এবার অর্জুন হাসল। চার্লি চমৎকার একটা রাস্তা বের করেছে ওই ফ্ল্যাটে যাওয়ার। চার্লি ওকে ব্যাগটা দিয়ে বলল, "ও আমাকে দেখেছে। আমি গেলে সন্দেহ করতে পারে। যদি দরকার মনে কর, তা হলে তুমি যাও।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

অর্জুন এক মুহূর্ত ভাবল। দোকানে না খেয়ে প্যাকেটে করে যখন খাবার নিয়ে এসেছে বোঝাই যাচ্ছে আর-একজন ঘরে আছে। দুটো লোককে একসঙ্গে কীভাবে ম্যানেজ করা যাবে ? ঠিক তখনই দেখা গেল গুণ্ডাগোছের লোকটা উদ্‌ভ্রান্তের মতো বাড়িটা থেকে বেরিয়ে রাস্তার দিকে হেঁট হয়ে খুঁজতে-খুঁজতে এগিয়ে যাচ্ছে। অর্জুন চটপট এগিয়ে গেল বাড়িটার দিকে। লোকটিকে এড়িয়ে সোজা তিনতলায় উঠে বাঁ দিকের ফ্ল্যাটের বোতাম টিপতেই সেই সুবেশ ইতালিয়ানটি দরজা খুলে কিঞ্চিৎ অবাক গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়েস ?"

ব্যাগ থেকে ছবিটা বের করে অর্জুন হাতে রেখেছিল। সেটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, "মিস্টার আরমান্ডো এখানে থাকেন কি ?"

"হ্যাঁ। কী চাই ?"

"আমার কিছু নাই না, উনি কি কিছু হারিয়েছেন ?"

"হ্যাঁ। কিন্তু কেন ?"

"ব্যাগটা আমি রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছি।"

সঙ্গে-সঙ্গে ভদ্রলোকের মুখে হাসি ফুটল। বললেন, "ভেতরে আসুন। আরমান্ডো ওই ব্যাগটাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। কী নাম আপনার ? আমি

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

পাওলো।"

"আমি অর্জুন। প্রাচ্যদেশ থেকে এসেছি।" ইচ্ছে করেই ভারত শব্দটা উচ্চারণ করল না সে।

"আই সি। কিন্তু আপনাকে খুব চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। কোথায় দেখেছি বলুন তো?"

"আমি এদেশে নতুন।" অর্জুন অস্বস্তিতে পড়ল।

এইসময় দরজায় আরমান্ডো এসে দাঁড়াল। তার মুখে-চোখে বিভ্রান্তি। পাওলো বললেন, "এই ভদ্রলোকে ধন্যবাদ দাও হে। তোমার ব্যাগ রাস্তায় পেয়ে ফেরত দিতে এসেছেন।"

অর্জুন ব্যাগটা ফেরত দিতেই আরমান্ডো সেটাকে খুলে ডলারগুলো গুনে বলল, "ধন্যবাদ। কিন্তু আমার পকেট থেকে কখনওই ব্যাগ পড়ে না। তবু ধন্যবাদ।"

অর্জুন পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে বলল, "আমি একটু আগুন পেতে পারি?"

পাওলো বললেন, "নিশ্চয়ই।" তারপর উঠে একটা দেশলাই-এর পাতা এগিয়ে দিল, "আপনাকে আমি ফ্রাঙ্কফুর্টে দেখেছি। ইয়েস। আপনি কাল এদেশে এসেছেন। তার মানে আমরা একই প্লেনে ছিলাম। তাই না?'

অর্জুন বিপদের গন্ধ পেল। পাওলোর স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে সে ভুল ভেবেছিল। অমল সোম হলে নিশ্চয়ই এই ভুলটা করতেন না। সে নীরবে মাথা নাড়ল।

www.banglabookpdf.blogspot.com

পাওলো বললেন, "তা হলে কি ধরে নেব আরমান্ডোর পকেট থেকে ওই ব্যাগটা পড়েনি?"

অর্জুন উঠে দাঁড়াল, "কী বলতে চান?"

"কিছুই না। দাঁড়ান। আপনি সিগারেট না-ধরিয়ে চলে যাচ্ছেন। আমিই ওটা ধরিয়ে দিচ্ছি।" পকেট থেকে লাইটার বের করলেন পাওলো। অর্জুন চমকে উঠল। জোন্স অ্যান্ড জোন্স কোম্পানির এই লাইটার, তার কোনও দিন ভুল হবার কথা নয়। আরমান্ডো তখন দরজাটা বন্ধ করছে।

প্রথম বোতাম টিপলেন পাওলো, "নিন, সিগারেটের ডগাটা এখানে আনুন, ধরে যাবে।" হাসলেন তিনি, "বাঃ, আপনি জানেন দেখছি। আমার মনে হচ্ছে আপনি সেই মানুষ যার কথা নিউইয়র্ক টাইমস ছেপেছে। আপনার অভিযানের গল্প আমি পড়েছি। আজ জোন্স অ্যান্ড জোন্সের চেয়ারম্যান তো আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়েছে। তাই না?" পাওলো কথা শেষ করে আরমান্ডোর দিকে ইঙ্গিত করামাত্র অর্জুন ঝাঁপিয়ে পড়ল। এবং কিছু বোঝার আগেই লাইটারটা মুঠোয় নিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে তার মাথায় আঘাত এবং চোখে অন্ধকার নেমে এল।

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ

www.banglabookpdf.blogspot.com

জ্ঞান ফিরলে অর্জুন প্রথমে ভাল করে তাকাতে পারছিল না। মাথাটা খুব ভারী এবং যন্ত্রণা পাক খাচ্ছে। ক্রমশ সে বুঝতে পারল হাসপাতাল বা ওরকম কোথাও শুয়ে আছে। একটি মহিলা-কণ্ঠ বলল, "ধন্যবাদ, ওর সেন্স ফিরেছে। ক্রাইসিস ইজ ওভার।"

দ্বিতীয়বার জ্ঞান এল যখন, তখন স্পষ্ট তাকাতে পারল। মেজর, বিষ্টুসাহেব সামনে দাঁড়িয়ে। মেজর বললেন, "কেমন আছ এখন ?"

"কী হয়েছিল আমার ?" দুর্বল গলায় জিজ্ঞেস করল অর্জুন।

"ওরা তোমাকে প্রায় মেরে ফেলেছিল। তারপর ফ্ল্যাট খালি করে চম্পট দেয়। চার্লি আমাকে দাবার দোকান থেকে তুলে নিতে দেরি করলে বাঁচানো যেত না। আমরা গিয়ে দেখলাম তুমি মাটিতে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছ। ডাক্তার বলছে, দিন-দশেক লাগবে ছুটি পেতে।" মেজর বললেন।

"ওরা ধরা পড়েনি ?"

"না," বিষ্টুসাহেব বললেন, "জোন্স অ্যান্ড জোন্সের চেয়ারম্যান দেখতে এসেছিলেন। ঠিক আছে ?"

অর্জুন চোখ বন্ধ করল। তারপরেই তার লাইটারটার কথা মনে পড়ল। জানলা দিয়ে ছুঁড়ে দেওয়া লাইটারটা এখন কোথায় ?

ঠিক তখনই চার্লির গলা শুনতে পেল, "হাই ইয়ংম্যান। হিয়ার ইজ ইওর টেন থাউজেন্ড ডলার্স। হঠাৎ দেখি আকাশ থেকে নেমে আসছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে লুফে নিলাম। এটা কী করে খোলে তাই বুঝতে পারছি না।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

চার্লি সরল হেসে বস্তুটি অর্জুনের দিকে এগিয়ে ধরল। এক ঝলক দেখে অর্জুন চিনতে পারল। জোন্স অ্যান্ড জোন্স।

অর্জুন হাসতে চেষ্টা করল, "টাকাটা তোমার আমার আধাআধি চার্লি। তুমি খুব ভাল, খুব।"

সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের আলো - বাংলা বুক পিডিএফ